উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৮ চৈত্র ১৪৩০ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 11 April 2024 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in

ইদ উপলক্ষ্যে উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, এজেন্সি, পত্রিকা বিক্রেতা, শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।
-প্রকাশক

আসানসোলে বিজেপি প্রার্থী আলুওয়ালিয়া

দুইয়ের পাতায়

ভোটার বাহিনী বৃত্তান্ত

১৯ এপ্রিল প্রথম দফার ভোট উত্তরবঙ্গে। তিন কেন্দ্র মিলিয়ে ভোট দেবেন ৫৬ লক্ষ ২৬ হাজার ১০৮ জন। সব বুথেই নিরাপত্তায় থাকছে কেন্দ্রীয় বাহিনী

পুরুষ	২৮,৬২,৪৯৪
মহিলা	২৭,৬৩,৫০৬
তৃতীয় লিঙ্গ	১০৮

কোচবিহার

মোট বুথ	২০৪৩
ঝুঁকিপ্রবণ বুথ	তথ্য মেলেনি
স্পর্শকাতর বুথ	তথ্য মেলেনি
কেন্দ্রীয় বাহিনী	১১২ কোম্পানি
বুথপ্রতি গড়ে	৫ জওয়ান
রাজ্য পুলিশ	৫০৩৯ (প্রস্তাবিত)
ওয়েব কাস্টিং	সব বুথেই নির্দেশ

*শীতলকুচি, দিনহাটা সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় বাড়তি নজর

জলপাইগুড়ি

মোট বুথ	১৯২৫
ঝুঁকিপ্রবণ বুথ	১৯৮
স্পর্শকাতর বুথ	২৯৬
কেন্দ্রীয় বাহিনী	৭৫ কোম্পানি
বুথপ্রতি গড়ে	৪ জওয়ান
রাজ্য পুলিশ	৩৪৭৫ (প্রস্তাবিত)
ওয়েব কাস্টিং	সব বুথেই নির্দেশ

ইন্টারনেট সমস্যা ১৮ বুথে

আলিপুরদুয়ার

মোট বুথ	১৮৬৭
ঝুঁকিপ্রবণ বুথ	তথ্য মেলেনি
স্পর্শকাতর বুথ	তথ্য মেলেনি
কেন্দ্রীয় বাহিনী	৬৩ কোম্পানি
বুথপ্রতি গড়ে	৩ জওয়ান
রাজ্য পুলিশ	২৭৫৮ (প্রস্তাবিত)
ওয়েব কাস্টিং	সব বুথেই নির্দেশ

ইন্টারনেট সমস্যা ৩৬ বুথে

আরও চাপে কেজরি

জামিনের আবেদন খারিজ করে তাঁর গ্রেপ্তারি বৈধ বলে রায় দিয়েছিল দিল্লি হাইকোর্ট। বুধবার সুপ্রিম কোর্টে গিয়েও সাফল্য পেলেন না কেজরিওয়াল। তার ওপর তাঁর মন্ত্রী রাজকুমার আনন্দ দল ছাড়লেন।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

চক্রান্তের শিকার

বিরাট-বিরোধিতাই নাকি একটি লবির অ্যাজেন্ডা। স্ট্রাইক রেট নিয়ে সমালোচকদের একহাত নিলেন বিরাটের কোচ রাজকুমার শর্মা। তাঁর দাবি, যাঁরা ক্রিকেট বোঝেন তাঁরা এমন যুক্তিহীন কথা বলেন না।

বিস্তারিত এগারোর পাতায়

অমিত বিক্রম

উলটো ঝুলিয়ে সোজা করার হুমকি

রাজু হালদার ও অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর (দক্ষিণ দিনাজপুর), ১০ এপ্রিল : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অভিযোগ, বোমা বিস্ফোরণে অভিযুক্তদের বাঁচাতে মরিয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বুধবারের সভায় যে আস্ফালন করেছেন, তা নিয়ে চর্চা চলছে রাজ্য-রাজনীতিতে। শা'র কথায়, 'বঙ্গবাসী চিন্তা করবেন না। সবাইকে উলটো ঝুলিয়ে সোজা করে দেওয়া হবে।' তাঁর এই বক্তব্য ভূপতিনগরের প্রসঙ্গে।

ইতিপূর্বে বাংলায় নরেন্দ্র মোদি প্রচার করে গেলেও বুধবার আগাগোড়া তার চেয়ে অনেক বেশি আক্রমণাত্মক ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সন্দেশখালির ইডি'র পাশাপাশি ভূপতিনগরে আরেক কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এনআইএ'র আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাকে আঁকড়ে বাংলায় বিজেপি প্রচারে ঝড় তোলার চেষ্টা করছে প্রথম থেকে। শা'র কথায় স্পষ্ট, ওই ঘটনাকে ব্যবহার করে নির্বাচনি বৈতরণি পার হতে কতটা মরিয়া বিজেপি।

২০২২ সালে ভূপতিনগরে বোমা বিস্ফোরণে তিনজনের মৃত্যুর উল্লেখ করে তিনি জনতার উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে দেন, 'আমাকে বলুন ভাই, বোমা বিস্ফোরণ যাঁরা করিয়েছিলেন, তাঁদের জেলে ভরা উচিত কি উচিত না?' হাইকোর্ট ওই ঘটনার তদন্তের ভার এনআইএ-কে দিয়েছিল। সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মোদি মন্ত্রীসভার দ্বিতীয় শীর্ষ স্থানাধিকারী অভিযোগ করেন, 'মমতাদিদি, এনআইএ'র উপর মামলা করে বিস্ফোরণ যারা করেছিল, তাদের বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। মমতাদিদি, লজ্জা করুন। আপনি বোমা বিস্ফোরণে অভিযুক্তদের বাঁচাতে চান।'

সন্দেশখালি প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'অত্যন্ত লজ্জাজনক ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করছেন মমতা।' বাংলায় প্রথম ভোট প্রচারে এসে অমিত শা ডাক দিলেন, 'আপনারা এত জোরে বোতাম (পড়ুন ইভিএমের) টিপবেন যাতে কলকাতায় কারেন্টের শক লাগে মুখ্যমন্ত্রীর।' তিনি বঙ্গবাসীকে সতর্ক করে বলেন, 'তৃণমূলকে ভোট দিলে সারা বাংলা সন্দেশখালিতে পরিণত হবে। মোদিকে ভোট দিলে সোনার বাংলা তৈরি হবে।'

দক্ষিণ দিনাজপুরে বংশীহারী ব্লকের পাথরঘাটার পতরায়। আসন্ন নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে জয়ের লক্ষ্যমাত্রায় অবশ্য কিছুটা পিছিয়ে গিয়েছেন তিনি। নির্বাচন ঘোষণার আগে তিনি বাংলায় এসে ৩৫টি

বংশীহারীর পতরায় চড়া সুরে অমিত শা। বুধবার। ছবি : মাজিদুর সরদার

শাহি উবাচ

- সোনার বাংলাকে কাটমানি, ভ্রষ্টাচারে ভরিয়েছে তৃণমূল
- রাজ্যে অনুপ্রবেশ বন্ধ করবেন না মমতাদিদি। কারণ, এরাই ভোটব্যাংক
- মমতা অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গাদের অভ্যর্থনা জানান
- বাংলা থেকে ৩০টি সিট পেলে অনুপ্রবেশ তো দূরের কথা, একটা পাখিও অবৈধভাবে ঢুকতে পারবে না

বালুরঘাট ও উত্তর মালদার দুই দলীয় সাংসদ সুকান্ত মজুমদার ও খগেন মুর্মুর সমর্থনে অমিত বাংলায় বুধবার প্রথম সভা করেন আসনে জেতার লক্ষ্য স্থির করে দিয়ে গিয়েছিলেন। বুধবার তাঁর মুখে ছিল ৩০টি আসনের লক্ষ্যমাত্রা।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষায়, 'কয়লা পাচার, বালি পাচার, গোরু পাচার, অনুপ্রবেশ ইত্যাদি তৃণমূল সরকারের আমলে চরম সীমায় পৌঁছেছে। রাজ্যে অনুপ্রবেশ বন্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু মমতাদিদি তা করবেন না। কারণ, এরাই তাঁর ভোটব্যাংক। বাংলা থেকে ৩০টি আসন পেলে এবং বিজেপি সরকার এখানে ক্ষমতায় এলে অনুপ্রবেশ তো দূরের কথা, একটা পাখিও অবৈধভাবে ঢুকতে পারবে না।'

অসমে হিমন্ত বিশ্বশর্মার নেতৃত্বে বিজেপি সরকার অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণ বন্ধ করেছে দাবি করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলায় একই রোডম্যাপ অনুসরণের কথা বলেন। সভা শুরুর আগে তিনি দক্ষিণ দিনাজপুরের

এরপর দশের পাতায়

সন্দেশখালি মামলায় সিবিআই

কলকাতা, ১০ এপ্রিল : সন্দেশখালির সব মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের নির্দেশ, অভিযোগ গ্রহণ করার জন্য নতুন ই-মেল আইডি চালু করতে হবে সিবিআইকে। আদালতের নজরদারিতে তদন্ত চলবে। ১৫ দিনের মধ্যে সিবিআইকে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।

সন্দেশখালি নিয়ে দায়ের করা পাঁচটি জনস্বার্থ মামলা এক করে এই নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ন্যায়বিচারের স্বার্থে এই ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজন। মহিলাদের ওপর অত্যাচার, জমি কেড়ে নেওয়া, মাছের ভেড়ি তৈরি সহ বিভিন্ন অভিযোগের তদন্ত করবে সিবিআই। ই-মেলে যাঁরা অভিযোগ জানাবেন, তাঁদের পরিচয় গোপন রাখতে বলেছে হাইকোর্ট।

যদিও তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ এই নির্দেশকে কটাক্ষ করেছেন। তিনি বলেন, 'যখন কোনও চড়া সুরের রায় আসে, যা সরকার বিরোধী, তখন মনে হয় অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় গিয়েছেন। কিন্তু তাঁর দু'-একটি ছায়া চেয়ারে রেখে গিয়েছেন।'

আদালতের রায়ে সিবিআইকে যে কোনও ব্যক্তি, সংস্থা, সরকারি কর্তৃপক্ষ, পুলিশ ও এনজিও'র কাছ থেকে তথ্য বা মতামত নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। ডিভিশন বেঞ্চ অবশ্য হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির তত্ত্বাবধানে সিট গঠন করতে মামলাকারীদের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে।

নির্যাতিত, ক্ষতিগ্রস্ত, সাক্ষীদের নিরাপত্তার বিষয়ে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়ার অধিকারও দেওয়া হয়েছে সিবিআইকে। তাছাড়া ১৫ দিনের মধ্যে সন্দেশখালির বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায় সিসিটিভি ও এলইডি আলোর ব্যবস্থা করতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। উত্তর ২৪ পরগনার জেলা শাসক, পুলিশ সুপার ও স্থানীয় প্রশাসন স্পর্শকাতর এলাকা চিহ্নিত করবেন।

তাহাদের কথা

ভোট যেন সম্পদ বৃদ্ধির নিশ্চিত সিঁড়ি

ভাস্কর বাগচী

গত কয়েকদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু পোস্ট দেখে হাসি থামিয়ে রাখা যাচ্ছে না। কেউ পোস্ট করছেন, 'ভাবা যায়? শুধুমাত্র আমাদের সেবা করবে বলে রাজনৈতিক দলগুলি কীভাবে মারামারি করে মরছে। আমি তো পুরো চিন্তায় পড়ে গেলাম, কার সেবা নেব, কেমন যেন ঠাকুর ঠাকুর ফিল হচ্ছে।' কারও পোস্টে উঠে এসেছে, 'কোটি টাকার গাড়ি থেকে নেমে যদি কেউ আপনাকে বুকে জড়িয়ে ধরে, তাহলে বুঝে নেবেন নির্বাচন এসে গেছে।'

আরও মজার মজার পোস্ট এখন ঘুরপাক খাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াজুড়ে। একজন যেমন পোস্ট করেছেন, 'ভোট মানেই কতগুলো লোক খাটাখাটনি করে একজনের জীবনভর পেনশনের ব্যবস্থা করে।' এই পোস্টগুলির কথা কতটা সত্যি, সেই বিতর্কে না গেলেও একটা বিষয় পরিষ্কার, ভোট মানেই কিছু লোকের স্বার্থ জড়িয়ে থাকে। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় যাই লেখালেখি হোক না কেন, নির্বাচনের দিন মানুষ তার শত-সহস্র সমস্যা কাটিয়ে কিন্তু ভোটের লাইনে দাঁড়াতে আপ্রাণ চেষ্টা করে।

এই যেমন শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া ব্লকে লিউসিপাকরি গ্রামের কথা ধরা যাক, যেখানে দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। কনকনে শীত হোক, কিংবা খটখটে রোদ, হালকা গামছা গায়ে চাপিয়ে লাঙল নিয়ে ভোর থাকতেই জমিতে ছুটে যান প্রচুর মানুষ। রাতে দু'মুঠো খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য দিনভর হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও ভোট নিয়ে আগ্রহ কমে না বিষ্ণু মিয়াঁ, কালাচাঁদ সিংহদের। তাঁদের কাছে ভোট আর পাঁচটা উৎসবের মতো।

ভোটের দিন সকাল থেকে কাজকর্ম বাদ দিয়ে ছাতা মাথায় ভোটের লাইনে কয়েক ঘণ্টা ঠাঠা রোদে দাঁড়িয়ে নাগরিক অধিকার প্রয়োগে তাঁদের যেন অপার শান্তি। তবে ভোট এলে কোচবিহারের দিনহাটার গ্রামীণ এলাকাই হোক

এরপর দশের পাতায়

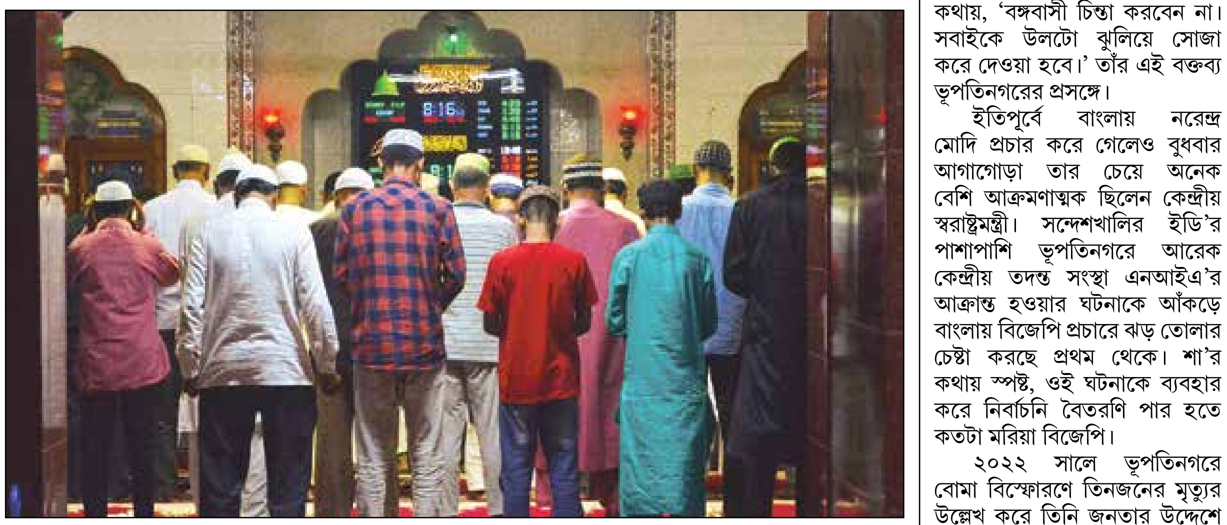

রমজান মাসের শেষ তারাবিহ নমাজ। শিলিগুড়ির জামা মসজিদে। বুধবার রাতে। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

যোগদান সভা নিয়েও তৃণমূলে কোন্দল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজারে তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন নিয়ে ফের দলের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে এল। ফের বিতর্ক সেই দিলীপ বর্মনকে কেন্দ্র করেই। পুরনিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দিলীপ বিরোধী গোষ্ঠীর হাতে বর্তমানে বাজারের শ্রমিক সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ। এই অবস্থায় বুধবার বাজারে একটি যোগদান কর্মসূচির আয়োজন করেছিলেন দিলীপ। অভিযোগ, আইএনটিটিইউসির ব্যানার ব্যবহার করলেও সেই সংগঠনের নেতৃত্বকে বিষয়টি আগাম জানানো হয়নি। দিলীপের দাবি, 'মেয়র গৌতম দেবের অনুমতি নিয়েই এই কর্মসূচির আয়োজন করেছিলাম। কিন্তু অনুষ্ঠানের মাঝপথে কলকাতা থেকে ফোন করে আমাকে এই কর্মসূচিতে বাধা দেওয়া হয়। বলা হয়েছে যে, আমি যেন কাউকে দলীয় ঝান্ডা না দিই।' তাঁর প্রশ্ন, 'কিন্তু কেন? আমি কি দলের কেউ নই? আমি তো দলের টিকিটে জিতে কাউন্সিলার হয়েছি। তাহলে আমি কেন অন্য দল থেকে নিজের দলে লোকজনকে যোগ দেওয়াতে পারব না?'

উত্তরবঙ্গে দ্বিতীয় দফায় ভোট প্রচারে আসছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে

বিদ্রোহী কাউন্সিলার

- শহরে মমতা-অভিষেক আসার আগে শিলিগুড়ির নিয়ন্ত্রিত বাজারে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল
- ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দিলীপ বর্মন যোগদান কর্মসূচি করেন
- কলকাতা থেকে তাঁকে এ বিষয়ে মানা করা হয়, যদিও দিলীপ সেই নির্দেশ মানেননি

অস্বস্তিতে দল। এদিনের ঘটনার পরই দলের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন দিলীপ। তাঁর কথায়, 'এভাবে আমাকে বারবার কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে।' এই নির্বাচনে আর কোনও কাজ না করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। সেইসঙ্গে জানিয়েছেন, দল করবেন কি না তা নিয়েও ভাববেন।

তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষের যুক্তি, এই ধরনের যোগদান কর্মসূচি থাকলে শ্রমিক সংগঠনের জেলা নেতৃত্বর উচিত আগে তাঁকে জানানো। তিনি কলকাতায় অনুমোদনের জন্য পাঠাবেন। সেখান থেকে ছাড়পত্র মিললে যোগদান হবে। তবে এদিনের কর্মসূচি নিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'নিয়ন্ত্রিত বাজারে কে বা কারা যোগদান করাচ্ছিল, জানি না।'

যেমন বিষয়টি জানেন না আইএনটিটিইউসির দার্জিলিং জেলা সভাপতি নির্জল দে। তাঁর কথায়, 'অনুষ্ঠানের পরে এ বিষয়ে শুনেছি। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি বলে আমাদের কোনও সংগঠন নেই।'

এনজেপির মতোই শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজারও শাসকদলের একাংশের রোজগারের ভালো জায়গা। ফলে বাজারের কর্তৃত্ব কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে দলের অন্দরেই লড়াই চলে। একসময় দিলীপ-ঘনিষ্ঠদের হাতে ক্ষমতা থাকলেও পরবর্তীতে দিলীপ বিরোধী শ্যাম যাদবকে এই বাজারে আইএনটিটিইউসি'র অনুমোদিত সংগঠন রেগুলেটেড মার্কেট পার্মানেন্ট অ্যান্ড টেম্পোরারি লেবার ইউনিয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তারপর থেকেই তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর বিরোধ।

মাঝেমধ্যে ঝামেলা থানা-পুলিশ পর্যন্ত গড়ায়। এরই মধ্যে নিয়ন্ত্রিত বাজারের কয়েকজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী

এরপর দশের পাতায়

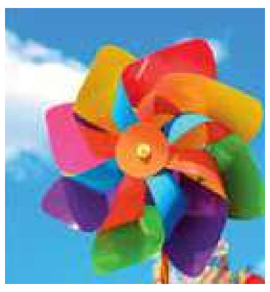

ভেতরে এখন আরও রং

- পাঠকের লেন্সে
- হাসিতে হাসিও
- প্রশ্নবাণ
- আজব দুনিয়া
- জানেন কি?
- আজ টিভিতে

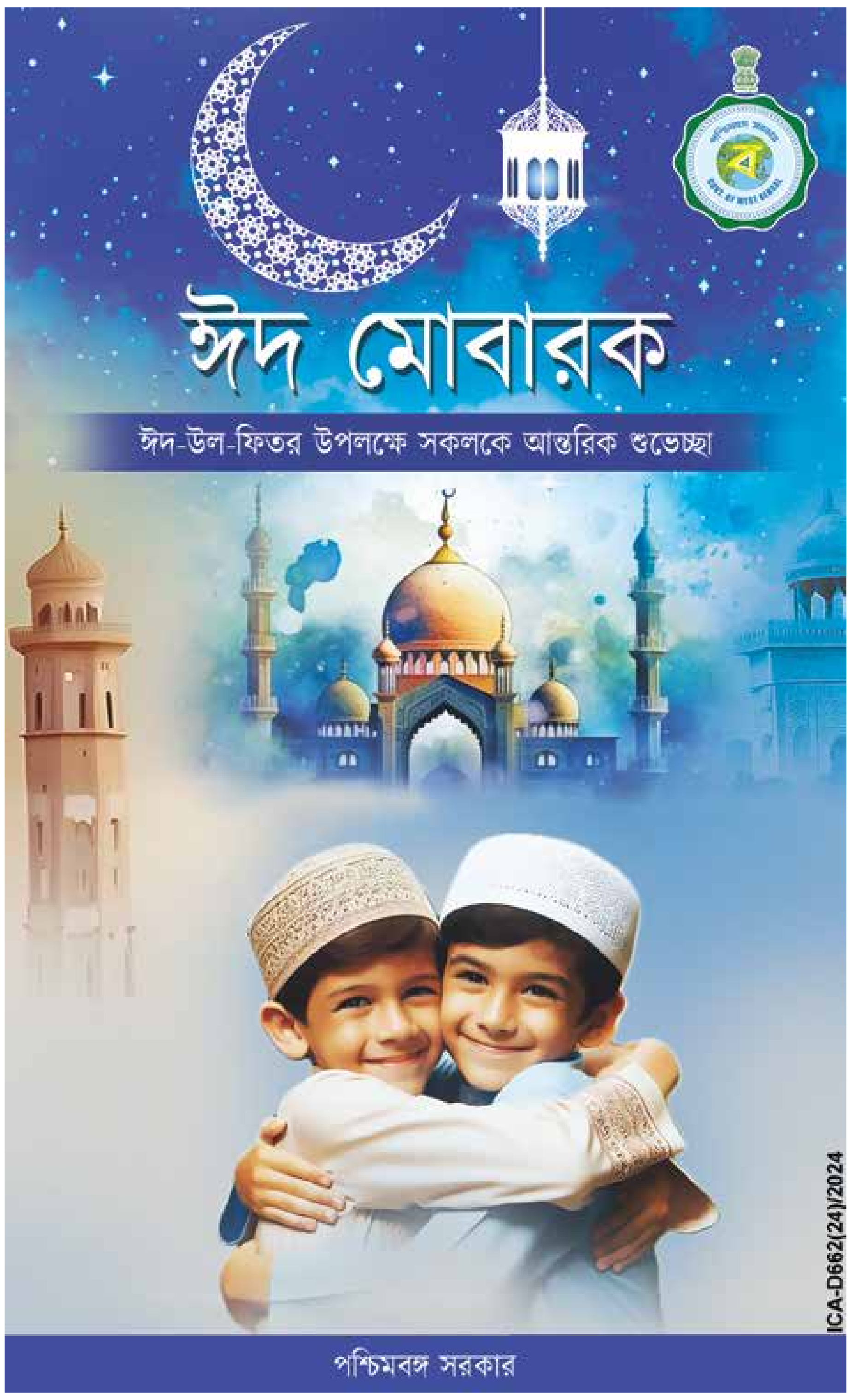

শিলিগুড়ির পারমিতার মাথায় বিষ্ণুপুর

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : বিষ্ণুপুর থেকে শিলিগুড়ির দূরত্ব যতটা, বিজেপির রাজনৈতিক পরিসরের পার্থক্য যেন তেমনই।

শিলিগুড়িতে বিজেপির শক্তি অনেকটাই নির্ভরশীল সংগঠনের ওপর। কিন্তু বিষ্ণুপুরে সংগঠন থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিবিশেষ হয়ে দাঁড়ায়। তফাত রয়েছে শহর এবং গ্রামের রাজনীতিরও। কিন্তু শিলিগুড়ি এবং বিষ্ণুপুরে কার্যত একই ভূমিকায় পারমিতা রায়চৌধুরী। মহানন্দা পারের শহরের রাজনীতিতে অতিপরিচিত নাম।

শিলিগুড়িতে থাকাকালীন বিজেপির তখনকার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অভিজিৎ রায়চৌধুরীকে নানাভাবে উৎসাহিত করতেন পারমিতা। এখন তিনি লোকসভা নির্বাচনে বিষ্ণুপুরের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁর 'মেন্টর'। পারমিতার মাধ্যমেই কিন্তু শিলিগুড়ি এবং বিষ্ণুপুরের মধ্যে এক যোগসূত্র তৈরি হয়েছে। পারমিতার স্বামী আসলে সৌমিত্র।

পারমিতার দাবি, 'সৌমিত্রর প্রচারে কোনওভাবেই আমি যুক্ত হচ্ছি না। হতে চাইও না। চাই না তৃণমূলের হাতে কোনও অস্ত্র তুলে দিতে। তবে বলতে পারি তৃণমূল যত বেশি কুৎসা করবে ততই সৌমিত্রর জয় নিশ্চিত হবে।' এই সূত্র ধরেই সৌমিত্রর মন্তব্য, 'আমি চাই বারবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ণুপুরে প্রচারে আসুন। তাঁরা যতবার আসবেন, ২৫ হাজার করে ততবার আমার ভোটবৃদ্ধি ঘটবে। বিষ্ণুপুরের মানুষ কুৎসাকে কখনোই মান্যতা দেয় না।'

স্বামী সৌমিত্র ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের সঙ্গে পারমিতা রায়চৌধুরী।

সৌমিত্রর বিরুদ্ধে তৃণমূল প্রার্থী করেছে তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী সুজাতা মণ্ডলকে। যা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে কম আলোচনা নেই। এই প্রসঙ্গে নতুন করে সামনে চলে এসেছে শিলিগুড়ির পারমিতার নাম। বর্তমানে তিনি বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা। একসময় ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন পারমিতা। সেই সুবাদেই অভিজিতের সঙ্গে পরিচয়, প্রেম এবং বিয়ে। অভিজিৎ কংগ্রেস থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর তাঁরও মতাদর্শের পরিবর্তন ঘটে। অভিজিতের রাজনৈতিক উত্থানের পিছনে পারমিতার অবদান কম নয়। কিন্তু বিজেপির জেলা সভাপতি থাকাকালীন পথ দুর্ঘটনায় অভিজিৎ মারা যান। শিলিগুড়ির রাজনীতির একটি সম্ভাবনার মৃত্যু ঘটে।

এরপর মহানন্দা-বালাসন দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। গত বছর সৌমিত্রকে বিয়ে করেছেন পারমিতা। তিনি এখন সৌমিত্রর রাজনৈতিক গড় সামলাচ্ছেন। কীভাবে প্রচার করতে হবে, মানুষের কাছে যেতে হবে, উন্নয়নের কথা তুলে ধরতে হবে, কুৎসার জবাব দিতে হবে, তিনি নাকি 'টিপস' দিচ্ছেন সৌমিত্রকে। যদিও পারমিতার বক্তব্য, 'রাজনীতিতে সৌমিত্র অনেক বেশি প্রাজ্ঞ। আমার পরামর্শ দেওয়ার কোনও প্রয়োজন পড়ছে না। বরং রাজনীতি থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখছি।' এমন দাবি করলেও কুৎসা প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, 'স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্নজনের ধারণা ভিন্ন। তবে আমি মনে করি জায়গাটা সম্মানের, বিশ্বাসের। সেই বিশ্বাস এবং সম্মানটা ধরে রাখছি।'

শহর শিলিগুড়ি অনেক দূর হতে পারে বিষ্ণুপুরের। তবু পারমিতার জন্যই শিলিগুড়ির অনেকে খোঁজ রাখছেন বিষ্ণুপুরের হালহকিকতের।

রাজ্য রাজনীতি

সৌমিত্রর পেছনে ভিজিলেন্স টিম, দাবি সুজাতার

দীপেন ঢাং

বাঁকুড়া, ১০ এপ্রিল : 'ওঁর পিছনে তৃণমূল প্রতিনিয়ত কড়া নজরদারি রেখে চলেছে' - বিষ্ণুপুরের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁয়ের নাম না করে এমনটাই জানালেন তৃণমূল প্রার্থী তথা সৌমিত্রর প্রাক্তন জায়া সুজাতা মণ্ডল।

সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়া লোকসভার রাইপুরের সভামঞ্চে সৌমিত্র প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'ওর ডিভোর্স হয়েছে কি না জানি না, তবে ওর স্ত্রী সুজাতা তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন।' তারপরই মমতা বলেছিলেন, সৌমিত্রর এমন কিছু ছবি তাঁর কাছে আছে যা বের করলে বিজেপি নেতারা কত আদর্শবান বুঝতে পারবেন।'

সেই প্রসঙ্গ ধরে সুজাতা মঙ্গলবার গঙ্গাজলঘাটির এক কর্মীসভায় সৌমিত্রর নাম না করে বলেন, 'ওঁর পেছনে তৃণমূলের ভিজিলেন্স টিম ঘুরে বেড়াচ্ছে। কে কখন কোথায় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করছেন তার সমস্ত বিবরণ রাখছে দল।'

সুজাতার এই মন্তব্যের পর জেলার রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে। জেলার রাজনীতির ওঠানামা নিয়ে যাঁরা পর্যবেক্ষণ করেন তাঁদের মতে, নির্বাচনের সময় জেলা তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে না এলেও ঠান্ডা মতভেদ বেশ লক্ষ করা যাচ্ছে। এদিকে প্রাক্তন স্ত্রীর নাম না করে সুজাতার মন্তব্যে সৌমিত্রর বক্তব্য, 'উনি আবার তৃণমূলের নেত্রী হলেন কবে যে, তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের হুইপ দিচ্ছেন। ২০২১ সালে আরামবাগে প্রার্থী হয়েছিলেন। সেখানে কীভাবে তাড়া খেয়ে মাঠের আলপথে পড়িমরি করে দৌড় দিয়েছিলেন তা গোটা রাজ্যের মানুষ দেখেছেন। তারপর হেরে গিয়ে বাড়ি ঢুকেছেন। একবারও সেখানকার মানুষের খোঁজ নিয়েছেন কি? ওঁকে নিয়ে তাই তৃণমূলের লোকেরই বিশ্বাস নেই। তাই সর্বত্র সৌমিত্রর ভূত দেখছেন।' সৌমিত্রর আরও বক্তব্য, বিষ্ণুপুর লোকসভায় জেলার ৬টি বিধানসভার মধ্যে বড়জোড়ায় কোনও রকমে জিতেছে তৃণমূল। এবার সেখান থেকেও তিনি লিড পাবেন বলে জানান।

এ প্রসঙ্গে সুজাতা বলেন, 'বড়জোড়া ছাড়া বাকি বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে হার আমাদের কাছে লজ্জার। অথচ পার্শ্ববর্তী পূর্ব বর্ধমানের ১৬টায় ১৬। যখন আমরা কলকাতায় যাই তখন পূর্ব বর্ধমানের দলীয় নেতা-কর্মীরা মাথা উঁচু করে যান আর আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যায়।' পাশাপাশি সৌমিত্রকে পাপিষ্ঠ বলে সুজাতার বক্তব্য, এবার ওঁকে পাততাড়ি গুটিয়ে পালাতে হবে।

চা বাগানে কাজের বিরতিতে খাবার খাচ্ছিলেন ওঁরা। মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা আসতেই খাইয়ে দিলেন তাঁকে। মালের এক বাগানে। বুধবার। -এক্স হ্যান্ডেল

প্রার্থীর সামনেই বিজেপিতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

আক্রান্ত কনভেনার

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১০ এপ্রিল : আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর ভোট প্রচারে বিজেপির দুই গোষ্ঠীর মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটল। প্রার্থীর সামনেই তুফানগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের কনভেনারকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে বিক্ষুব্ধদের বিরুদ্ধে। বুধবার এই নিয়ে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাকুয়াপাড়া এলাকায়। যদিও দলের কেউই বিষয়টি সেভাবে স্বীকার করতে চাইছেন না।

দলীয় সূত্রে খবর, নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী বুধবার তুফানগঞ্জ-২ ব্লকে ভোট প্রচারে আসেন আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী মনোজ টিগ্গা। প্রথমে তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ধলপল হয়ে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নাগুরহাট বাজারে প্রচার সারেন মনোজ। শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাকুয়াপাড়ায় প্রার্থীকে নিয়ে আরএসএসের তরফে একটি জনসংযোগ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। আরএসএস কর্মকর্তাদের পাশাপাশি সেখানে উপস্থিত ছিলেন তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির বিক্ষুব্ধ কর্মী-সমর্থকরা।

দলের বিক্ষুব্ধদের অভিযোগ, তাঁদের জনসংযোগ কর্মসূচিতে যোগ দিতে দলীয় প্রার্থীকে নিষেধ করেছিলেন দলের তুফানগঞ্জের বিধায়ক মালতী রাভা রায়, বিধানসভা কেন্দ্রের কনভেনার বিমল পাল। যদিও আরএসএসের কর্মকর্তারা মনোজকে বাইকে করে সেই সভায় নিয়ে আসেন। ওদিকে সেই সভা এড়িয়ে শালবাড়ি বাজার সংলগ্ন দলীয় কার্যালয়ে প্রার্থীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন বিধায়ক সহ অন্যরা। প্রার্থী না আসায় জনসংযোগ কর্মসূচিতে মনোজকে স্বাগত জানানোর সময় হাজির হন কনভেনার বিমল পাল। ঠিক তখনই মনোজের সামনেই দলের বিক্ষুব্ধদের ক্ষোভের মুখে পড়েন কনভেনার। সভামঞ্চ থেকে টেনেহিঁচড়ে নামিয়ে কনভেনারকে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। পরে অন্য কর্মী-সমর্থকরা বিমলকে উদ্ধার করে একটি বাড়িতে বসান। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থল ছাড়েন বিজেপি প্রার্থী।

শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাকুয়াপাড়া এলাকায় দুই গোষ্ঠীর হাতাহাতি।

এনিয়ে বিজেপির এক প্রাক্তন শক্তি প্রমুখ কল্যাণ ডাকুয়ার বক্তব্য, 'গত পঞ্চায়েত ভোটে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে শালবাড়ি-১ অঞ্চল জেতানোর পরেও দলের কনভেনারের নির্দেশে রাতারাতি তাঁদের দলীয় পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকি আজ প্রার্থীকে তাঁদের সঙ্গে জনসংযোগ করতেও নিষেধ করা হয়েছিল। তাই ক্ষোভের বশে কনভেনারকে ঘিরে সাময়িক গণ্ডগোল হয়েছে।'

যদিও দলীয় কর্মীদের দ্বারা আক্রান্তের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন বিমল। তিনি বলেন, 'আমার সঙ্গে কিছুই ঘটেনি। ভোটের আগে মিথ্যে রটাচ্ছে তৃণমূল।'

বিজেপি প্রার্থীর দাবি, 'দলীয় কর্মী-সমর্থকরা তাঁকে ঘিরে উন্মাদনায় মেতে উঠেছিলেন। কাউকে নিগ্রহ, মারধর করা হয়নি। তেমন কোনওকিছুই ঘটেনি।'

> ঘটনার সময় আমি সেখানে ছিলাম না। তবে মতের অমিলের জেরে কনভেনারের সঙ্গে কিছু একটা ঘটেছে এবং পরে সব মিটেও গিয়েছে। দলে বিক্ষুব্ধ বলে কিছু নেই।
>
> **-মালতী রাভা রায়**
> তুফানগঞ্জের বিধায়ক

মালতীর বক্তব্য, 'ঘটনার সময় আমি সেখানে ছিলাম না। তবে মতের অমিলের জেরে কনভেনারের সঙ্গে কিছু একটা ঘটেছে এবং পরে সব মিটেও গিয়েছে। দলে বিক্ষুব্ধ বলে কিছু নেই।'

এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সহ সভাপতি মহেশ বর্মন বিজেপির কনভেনার আক্রান্ত হওয়ার কথা পোস্ট করেন।

পরে মহেশ বলেন, 'ভোটের আগে টাকার ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে বিজেপির দুই গোষ্ঠীর লড়াই হয়েছে। তাই দলীয় কর্মীদের হাতেই তাদের দলের কনভেনার আক্রান্ত হয়েছেন।'

আসানসোলে বিজেপি প্রার্থী আলুওয়ালিয়া

কলকাতা ও আসানসোল, ১০ এপ্রিল : অবশেষে বিজেপির শিকে ছিঁড়ল আসানসোলে। পরীক্ষিত মুখ, দু'বারের প্রাক্তন সাংসদ সুরেন্দ্র সিং আলুওয়ালিয়াকেই তৃণমূলের শত্রুঘ্ন সিনহার বিরুদ্ধে আসানসোলের প্রার্থী করল বিজেপি।

আসানসোলের প্রার্থী হিসেবে কখনও অক্ষরা সিং, কখনও জিতেন্দ্র তিওয়ারির নাম নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছে।

বিজেপির দাবি, শত্রুঘ্ন সিনহার বিরুদ্ধে আলুওয়ালিয়াকে প্রার্থী করে ভূমিপুত্রের অ্যাডভান্টেজ নিতে পারবে তারা। প্রথম জীবনে কংগ্রেসি রাজনীতি করা সুরেন্দ্রর রাজনৈতিক উত্থান বিহার থেকে রাজ্যসভায় যাওয়ার পর। একসময় পিভি নরসীমা রাওয়ের মন্ত্রীসভায় মন্ত্রীও ছিলেন সুরেন্দ্র। পরে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির জেরে বিজেপিতে যোগ দেন তিনি।

আসানসোলের প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পরেই দিল্লি থেকে সুরেন্দ্র বলেন, 'দুর্গাপুর বর্ধমান কেন্দ্রে শেষদিনে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলাম। মোদির ভরসা আছে আমার ওপর। তাই হয়তো আমার ওপরে আস্থা রাখতে চেয়েছেন তিনি।'

দার্জিলিং, বর্ধমান এবং আসানসোল। যদি সত্যি এবার আসানসোল থেকে শিকে ছেঁড়ে আলুওয়ালিয়ার তাহলে সেটা হবে রাজ্য রাজনীতির ইতিহাসে একটা বিরল দৃষ্টান্ত। এর আগে রাজ্যের কোনও প্রার্থী পরপর তিনটি নির্বাচনে তিনটি পৃথক আসন থেকে জিতে সাংসদ হবার কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেননি।

হারানো/প্রাপ্তি

ঘুঘুডাঙ্গা হিমঘর থেকে ভোলারহাট রাস্তায় 31.03.2024 তারিখে ৩টি আলুর বন্ড হারিয়ে যায়। বন্ডের বিবরণ ১) গোকুল চন্দ্র মণ্ডল - 311,318 SR1638/200, ২) কমলা মণ্ডল - 307,308 SR1740/200, ৩) দেবী সরকার - 302,319 SR921/199। কেউ পেয়ে থাকলে যোগাযোগ করুন। সঞ্জিৎ সরকার (পদু) M : 9609731353. (C/110408)

চিকিৎসা

Institute of Neurosciences Kolkata, Siliguri OPD branch Dr Heena Shaikh, MD, DM, Pediatric neurologist will visit on April 17. For all neurological diseases of children. For appointment contact+91 820-7220666. (C/110346)

অ্যাফিডেভিট

I Gouri Roy Banerjee, W/o Dr. Sankha Subhra Roy, Jalpaiguri, as declared before Notary Public, Jalpaiguri vide affidavit dated 09/04/2024, Gouri Roy, Gouri Banerjee and Gouri Roy Banerjee, one and same identical person. (C/109489)

কর্মখালি

শিলিগুড়ি জলপাই মোড়ে হাউসকিপিং ও সিকিউরিটি গার্ড দরকার। M-8016822599. (M/M)

•

শিলিগুড়িতে দিন এবং রাতে কাজ করার জন্য ছেলে গার্ড চাই। বেতন-10,000. M- 8918948395, 9434603126. (C/110345)

•

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont:-(M) 9647610774. (C/110343)

•

শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসে হার্ডওয়্যার দোকানের জন্য শিক্ষিত, কর্মঠ যুবক চাই। M : 9641618231. (C/110344)

•

Salesman wanted for Philips Light Showroom. :- Adie Centre, behind 9/10 Hotel, Siliguri-98320-67075. (C/110344)

•

বেতন হাতে-11,000/- কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলায় বিভিন্ন কোম্পানিতে লোক নেওয়া হচ্ছে সিকিউরিটি গার্ডে। M-7585088910. (C/110344)

•

শিলিগুড়ি হাকিমপাড়াতে বাচ্চাদের কোচিং ক্লাসের জন্য মহিলা পিওন চাই। ডিউটি- ১১টা থেকে ৮টা (রবিবার-১০টা থেকে ৮টা)। বৃহঃবার ছুটি। বেতন- ৪৫০০ টাকা। M-9832168658. (C/110345)

জরাজীর্ণ সুইচের রিকন্ডিশনিং

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ০৩-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৪-২৫। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে ... www.ireps.gov.in ...

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

নকশা, সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং সম্পাদন

... www.ireps.gov.in ...

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার ডিভিশনে ইলেকট্রিক্যাল টিআরডি কাজগুলি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল_টিআরডি_০৪_২৪-২৫ ... www.ireps.gov.in ...

সিনি. ডিইই/টিআরডি, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

ইন্দ্রল স্টেশনে এসকেলেটর ও প্যাসেঞ্জার এলিভেটরের ব্যবস্থা করা

... www.ireps.gov.in ...

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

চতুর্দিকের এলাকার উন্নীতকরণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ০২-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৪-২৫ ... www.ireps.gov.in ... www.nfrlyconstruction.org ...

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার ট্র্যান্সফর্মারের ব্যবস্থা

... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৮৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৯২৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮২৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮২৭৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

CINEMA সিনেমা

Releasing 11th April at
BISWADEEP
BADEMIYAN CHOTE MIYAN
Akshay Kumar, Tiger Shraff and others
Time : 1.15, 4.15, 7.15

মালদায় চুম্বন নিয়ে রাজনীতি

সাইবার সেলে নালিশ খগেনের

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

চাঁচল, ১০ এপ্রিল : চুম্বন নিয়ে তোলপাড় উত্তর মালদার রাজনীতি। বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মুর প্রচারের একটি ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়াকে কেন্দ্র করে সোমবার রাত থেকেই সরগরম সোশ্যাল মিডিয়া। যে ছবিকে হাতিয়ার করে বিজেপি তথা খগেন মুর্মুকে মহিলা বিরোধী সাব্যস্ত করতে তৎপর হয়েছে তৃণমূলের একাংশ। জেলা তৃণমূলের বহু নেতা-কর্মী তো বটেই সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের ফেসবুক পেজ থেকেও এই ঘটনা নিয়ে পোস্ট করা হয়েছে।

যার পালটা এবার সাইবার সেল এবং নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ বিজেপি। আর যে গ্রামে এই ঘটনা সেই গ্রামের লোকেরা এই ঘটনায় রাজনীতি নিয়ে বেজায় ক্ষুব্ধ। ঘটনার সূত্রপাত সোমবার বিকেলে। চাঁচল বিধানসভার একটি গ্রামে প্রচারে যান বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু। সেখানে ভোট প্রচারে গিয়ে এক নার্সিং ছাত্রীর সঙ্গে কথা বলেন খগেন। তিনি ওই ছাত্রীর পড়াশোনা নিয়ে খোঁজখবরের পাশাপাশি ওই তরুণীকে সৌহার্দ্য বিনিময় করে চুম্বন করেন। যে ছবি তৃণমূল সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল করে বিজেপিকে আক্রমণ করে। পালটা তোপ দাগেন খগেন মুর্মু।

এদিকে সমগ্র ঘটনা স্থানীয় বাসিন্দা শিপ্রা চক্রবর্তী বলেন, 'বিষয়টি আমরা ভালোভাবে নিচ্ছি না। রাজনীতির শিকার হচ্ছে একজন সাধারণ মেয়ে। এগুলো অত্যন্ত নিম্নরুচির।' আরেক বাসিন্দা দেবাদিদেব চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'সামাজিক মাধ্যমে এই ছবি দেখতে আমাদের খুব খারাপ লাগছে। সম্পূর্ণ একটা বিষয়কে অন্যভাবে পরিবেশন করা হচ্ছে।' পঞ্চায়েত সদস্যা বুলটি ঘোষের দাবি, 'বিষয়টা কতটা কী সঠিক সেটা আমি জানি না। কিন্তু রাজনীতি অবশ্যই কাম্য নয়।'

প্রতি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী, লাইভ ওয়েব কাস্টিং

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১০ এপ্রিল : প্রথম দফার ভোটে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে বুধবার জলপাইগুড়িতে বৈঠক করেন রাজ্যের বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক অনিল শর্মা। এডিজি জেনারেল ও আইজিপি নোডাল অফিসার রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের হিসেব দিয়েছেন। জলপাইগুড়িতে ৭৫ কোম্পানি, আলিপুরদুয়ারে ৬৩ কোম্পানি এবং কোচবিহারে ১১২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে ভোটের সময়। জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রে মোট ১৯২৫টি বুথের মধ্যে ১৯৮টি বুথকে ঝুঁকিপ্রবণ এবং ২৯৬টি বুথকে স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বুধবার জলপাইগুড়ির পূর্ত দপ্তরের পরিদর্শন বাংলোয় রাজ্যের বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক অনিল শর্মা বৈঠক করেন জেলা শাসক ও জেলা নির্বাচন আধিকারিক শামা পারভিন ও পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত সহ অন্য আধিকারিকদের সঙ্গে। মঙ্গলবার রাতে জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউসে কেন্দ্রীয় বাহিনীর একাধিক পদস্থ আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক করেন অনিল। বুধবার বৈঠক শেষ করে তিনি দক্ষিণ বেরুবাড়ির বাংলাদেশ সীমান্ত পরিদর্শনে যান। তারপর আলিপুরদুয়ারের উদ্দেশে রওনা হন। এদিন বৈঠকে বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক বলেছেন, প্রতি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে। লাইভ ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থাও করতে বলেছেন সব বুথে। এদিন বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক মিডিয়ার সামনে মুখ খোলেননি।

প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলছেন বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক অনিল শর্মা।

জলপাইগুড়ি জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা জেলা শাসক বলেন, 'জেলায় সমস্ত বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের কথা বলেছেন বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক। কিন্তু ৪৯৪টি ভালনারেবল ও ক্রিটিক্যাল বুথের বাইরে অন্য বুথগুলিতে কত সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে তা বলেননি। সমস্ত বুথে লাইভ ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। যদিও চা বাগান ও ভুটান সীমান্ত এবং বাংলাদেশ সীমান্তের ১৮টি বুথ এলাকায় ইন্টারনেট পরিষেবার সমস্যা রয়েছে। তাই বুথগুলিতে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে।'

এদিনের বৈঠকে জেলা শাসক, পুলিশ সুপার সহ লোকসভা কেন্দ্রের তিন পর্যবেক্ষক ডঃ সি শিবাশম্ভা রাও (পুলিশ), সুধাংশু মোহন শ্যামল (সাধারণ) এবং মদনমোহন মিনা (হিসেব), অতিরিক্ত জেলা শাসক ধীমান বাড়ই, তেজস্বী রানা, প্রিয়দর্শিনী ভট্টাচার্য, পুষ্পক রায় ও অন্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

NOTICE

Inspection Schedule of Expenditure Register of Candidates of 06-Balurghat PC icw PGE-2024
Vanue : Vivekananda Conference Hall, District Collectorate, Dakshin Dinajpur

Sl. No	Name of the Candidate	Name of the Political Party	1st Inspection Date	1st Inspection Time	2nd Inspection Date	2nd Inspection Time	3rd Inspection Date	3rd Inspection Time
1	SHRI BIPLAB MITRA	AITC	12-04-2024	11:00 AM	18-04-2024	11:00 AM	23-04-2024	11:00 AM
2	SHRI ANTA HANSDA	BSP						
3	SHRI BIRENDRA NATH MAHANTA	SUCI						
4	SHRI MOJAMMEL HAQUE	AISF						
5	SHRI RUBEL SARKAR	KPPU	12-04-2024	3:00 PM	18-04-2024	3:00 PM	23-04-2024	3:00 PM
6	SHRI BISWANATH MURMU	API						
7	MD. SARWARDI	BUP						
8	DR. SUKANTA MAJUMDAR	BJP	13-04-2024	11:00 AM	19-04-2024	11:00 AM	24-04-2024	11:00 AM
9	SHRI JOYDEV KUMAR SIDDHANTA	RSP						
10	SHRI HAKIM MURMU	INDEPENDENT						
11	SHRI BAKHTIAR MUJAHIT SAHANI	INDEPENDENT	13-04-2024	3:00 PM	19-04-2024	3:00 PM	24-04-2024	3:00 PM
12	SHRI NAROTTAM SAHA	AB						
13	SHRI RANENDRA NATH MALI	BMP						

Sd/-
Returning Officer
06-Balurghat PC

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

১২ এপ্রিল স্বামী দুর্গা মন্দিরের উদ্বোধন। শেষ মুহূর্তে তুলির টান। বুধবার আনন্দময়ী কালীবাড়িতে। -শান্তনু ভট্টাচার্য

শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতি ফার্স্ট ফ্লাশে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : প্রকৃতির রোষে দার্জিলিং চা।

যে পানীয়র কদর বিশ্বজোড়া, তাতেই এবার পড়েছে প্রকৃতির কুনজর। আবহাওয়ার পরিবর্তনে এবছরের শুরুটা কেটেছে শুখা। দিনের পর দিন বৃষ্টিহীন থাকায় নতুন পাতা বের হতে পারেনি সময়ে। যার জন্য পিছিয়ে গিয়েছে ফার্স্ট ফ্লাশের মরশুম। গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে যখন গাছে নতুন পাতা বের হতে শুরু করেছে, তখন বুধবার ভারী শিলাবৃষ্টি বিপদ ডেকে এনেছে ফার্স্ট ফ্লাশে। তামসং, গোল্ডেন ভ্যালির মতো কয়েকটি চা বাগানে এতটাই ভারী শিল আছড়ে পড়েছে যে, কবে নতুন পাতা বের হবে, তা নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন চা বাগান মালিকরা। শুধু পাহাড় নয়, শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতি হয়েছে ডুয়ার্সের বেশ কয়েকটি চা বাগানে। তবে এখনও তরাই অঞ্চলে তেমন কোনও ঘটনা ঘটেনি।

টি রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনের আধিকারিক তৃণা মণ্ডল বলছেন, 'মঙ্গলবার ডুয়ার্সে শিলাবৃষ্টি হওয়ায় সেখানকার বেশ কয়েকটি চা বাগান ক্ষতির মুখে পড়েছে। তবে বুধবার যে ধরনের শিলাবৃষ্টি হয়েছে পাহাড়ে, তাতে চরম ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। অবশ্য সমস্ত বাগান থেকে রিপোর্ট আসার পরই ক্ষতিটা কী পরিমাণ, তা বোঝা সম্ভব হবে।'

বজ্রপাত সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস কয়েকদিন ধরেই দিচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর। গত শনিবার থেকে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু এলাকায় বৃষ্টিও হচ্ছে। ঝোড়ো হাওয়াও বইছে। যেমন বুধবার শিলিগুড়ির সেবক রোড, সুকনা সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে। পাহাড়ি এলাকায় ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে আছড়ে পড়েছে শিল। সোনাদা, জোড়বাংলো এলাকায় এতটাই ভারী শিল পড়েছে যে, ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এখানকার চা বাগানগুলি। ক্ষতিগ্রস্ত এক বাগানের ম্যানেজার বলছেন, 'যেভাবে গাছ নষ্ট হয়েছে, তাতে নতুন পাতা আসতে অন্তত ২০ দিন সময় লাগবে। ততদিনে ফার্স্ট ফ্লাশের সময় শেষ হয়ে যাবে। ভালো দাম তো পাওয়া যায় ফার্স্ট ফ্লাশেই।'

শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত দার্জিলিংয়ের তামসং চা বাগান। বুধবার।

ফার্স্ট ফ্লাশে চা পাতা তোলার দিন ২২ ফেব্রুয়ারি নির্দিষ্ট থাকলেও গাছে পাতা না আসার জন্য তা পিছিয়ে দেওয়া হয়। এই দেরির মূলে রয়েছে দিনের পর দিন বৃষ্টিহীন পরিস্থিতি। শুখা মরশুমের জন্য ৫০ শতাংশ উৎপাদন মার খেয়েছে বলে বক্তব্য চা বাগান মালিকদের।

নুরবং চা বাগানের মালিক সতীশ মিত্রুকার বক্তব্য, 'দার্জিলিং চায়ের দুর্দিন চলছে। আবহাওয়ার যেভাবে পরিবর্তন ঘটছে, তাতে আগামীতে দার্জিলিং চায়ের উৎপাদন ব্যাপকভাবে মার খাবে বলে মনে হচ্ছে।'

শিলাবৃষ্টির জেরে পাহাড়ের চা বাগান ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, সান্দাকফুতে ডেকে এনেছে খুশির বান। অনেকটা তুষারপাতের মতো শ্বেতশুভ্র হয়ে ওঠে সান্দাকফু। এমন আবহাওয়া পরিস্থিতি আরও কয়েকদিন থাকবে বলে হাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'কিছুটা জলীয় বাষ্প থাকায় এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পাহাড়ি এলাকায় অতি সহজেই বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে বৃষ্টির সঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে শিল আছড়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতি আরও কয়েকদিন থাকবে।'

অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার তরুণ

অসহায় তরুণীকে ধর্ষণ ফাঁসিদেওয়ায়

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১০ এপ্রিল : মেয়েটা কানে শুনতে পারে না, কথাও বলতে পারে না। বিশেষভাবে সক্ষম হওয়ায় চলাফেরাতেও অসুবিধে। আর এই অসহায়তার সুযোগ নিয়েই আদিবাসী তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী তরুণের বিরুদ্ধে। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরের একটি চা বাগানের এই ঘটনার খবর এলাকায় চাউর হতেই শিউরে উঠছেন সকলে। ইতিমধ্যে পুলিশ অগজ খালকো (২০) নামে অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মেয়েটির শারীরিক পরীক্ষা করানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

এর আগেও ফুটবল ম্যাচ দেখতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে এক আদিবাসী তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল ফাঁসিদেওয়ায়। খড়িবাড়িতেও কিছুদিন আগে এমন অভিযোগ উঠেছে। বারবার কেন এই ধরনের ঘটনা ঘটছে এ অঞ্চলে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা ঘটনায় আতঙ্কিত। তিনি বলছেন, 'এমন ঘটনা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।'

ঘটনাক্রম

- বৃদ্ধা দিদার সঙ্গে থাকেন বিশেষভাবে সক্ষম আদিবাসী তরুণী
- বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নেয় প্রতিবেশী তরুণ
- তরুণীকে ফুসলিয়ে চা বাগানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ
- বৃদ্ধা হাতেনাতে ধরে ফেলেন, অভিযোগ দায়েরের পর গ্রেপ্তার তরুণ

আদিবাসী ওই তরুণী ষাটোর্ধ্ব দিদার সঙ্গে থাকেন। একমাত্র বোনের বিয়ে হয়েছে বিহারে। অন্যদিনের মতো বৃদ্ধা বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন। বাড়িতে একাই ছিলেন তরুণী। অভিযোগ, বৃদ্ধা বাড়ি ফেরার পথে দেখেন চা বাগানের ভেতরে নাতনির সঙ্গে দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়েছে পাড়ারই এক তরুণ। সোমবার বিকেল নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। বৃদ্ধা লোকলজ্জার ভয়ে প্রথমে কোনও পদক্ষেপ করেননি। এরপর মঙ্গলবার রাতে নিজেই বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রে গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগ, ওই তরুণ ফুসলিয়ে তরুণীকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যায়। চা বাগানের ভেতরে ঢুকে তাঁকে ধর্ষণ করে। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ বুধবার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযুক্ত সে কথা স্বীকার করে নিয়েছে বলেও পুলিশ সূত্রে খবর। ধৃতের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। এদিন ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস বলছেন, 'ধৃতকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।'

জখম সেই বঙ্কিমের মৃত্যু

বাগডোগরা, ১০ এপ্রিল : গোঁসাইপুর পেট্রোল পাম্পে মারামারির ঘটনায় জখম বঙ্কিম সিংহ বুধবার মারা গেলেন। এদিনই ময়নাতদন্তের পর তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, ঘটনায় মূল অভিযুক্ত রজত চক্রবর্তীকে এখনও গ্রেপ্তার করতে পারেনি বাগডোগরা থানা। লিখিত অভিযোগ দায়েরের পরও পুলিশ কেন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারে ব্যর্থ তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। বাগডোগরা পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত রজত চক্রবর্তীর মূল বাড়ি কলকাতার বরাহনগরে। সে মাটিগাড়ার উত্তরায়ণে থাকত। তার খোঁজে সম্ভাব্য সর্বত্র হানা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গা-ঢাকা দেওয়ায় গ্রেপ্তার করা যাচ্ছে না। তবে তার গাড়িটি উত্তরায়ণ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

বঙ্কিমের সঙ্গে রজতের কি শুধুই পাম্পে গাড়ির ধাক্কা ঘিরেই বিবাদ নাকি ঘটনার পেছনে অন্য রহস্য রয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তবে স্থানীয় সূত্রে খবর, বঙ্কিম জমির কারবারে যুক্ত ছিলেন। রজতের সঙ্গে একটি জমি নিয়ে তাঁর বিবাদ চলছিল।

বিতর্কে তৃণমূল বিধায়ক

মনজুর আলম

চোপড়া, ১০ এপ্রিল : নির্বাচনি প্রচার মঞ্চ থেকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বিতর্কে জড়ালেন তৃণমূল বিধায়ক। পাশাপাশি দলের স্থানীয় নেতা-কর্মীদেরও প্রতি বুথ থেকে ৯০ শতাংশ ভোট তৃণমূলের পক্ষে নিয়ে আসার নিদান দিলেন। তা যদি না হয় তাহলে তাদের পদ খোয়াতে হবে বলেও স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন বিধায়ক।

বুধবার মাঝিয়ালির চুয়াগাড়িতে এক নির্বাচনি প্রচার সভায় বিরোধী সহ ভোটারদের উদ্দেশে চোপড়ার তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমান বলেন, 'ভোট শেষে কেন্দ্রীয় বাহিনী চলে যাওয়ার পর কোনও কিছু হলে অভিযোগ করতে পারবেন না।' এ সময় ওই সভায় মঞ্চে হাজির ছিলেন দলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ। সম্প্রতি চুয়াগাড়িতে প্রচারের সময় বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্টকে কালো পতাকা দেখানোর পাশাপাশি 'গো ব্যাক' স্লোগান শুনতে হয়। যদিও বিধায়কের এমন হুঁশিয়ারিকে গুরুত্ব দেয়নি বিরোধী শিবির। স্থানীয় কংগ্রেস নেতা অশোক রায় বলেন, 'তৃণমূল প্রতিবারই ভোট শেষে বিরোধীদের হেনস্তা করে। কিন্তু মানুষ ওদের হুমকিতে কান দেবে না।' বিধায়কের এমন মন্তব্য করা উচিত ছিল না বলে জানান স্থানীয় বিজেপি নেতা বরুণ সিংহ।

গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন

নিউজ ব্যুরো

১০ এপ্রিল : অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে ডিব্রুগড়-নাগেরকোয়েল জংশনের মধ্যে দুটি পাক্ষিক গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, রেলওয়ের তরফে শ্রী গঙ্গানগর-গুয়াহাটির মধ্যে একটি ট্রিপের জন্য আগামী ২১ এপ্রিল একটি একমুখী স্পেশাল ট্রেনও চালানো হবে।

বাজেয়াপ্ত চোরাই টোটো

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : টোটো চুরি করে বিক্রির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে মঙ্গলবার প্রধাননগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশের হাতে ধরা পড়ল দুই দুষ্কৃতী। ধৃতদের নাম সঞ্জীব দাস ও কার্তিক দাস। সঞ্জীব সমরনগরের বটতলার বাসিন্দা। আর কার্তিকের বাড়ি সমরনগরে। যদিও এই কাজে তাদের সঙ্গে আরও কেউ জড়িয়ে রয়েছে কি না বা টোটো বিক্রি করতে তারা কোথায় যাচ্ছিল, সে ব্যাপারে যাবতীয় তথ্য পেতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে দুজনকে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাতে পুলিশের কাছে খবর আসে, একটি চোরাই টোটো নিয়ে দুই দুষ্কৃতী পোকাইজোতের দিকে যাচ্ছে। খবরের ভিত্তিতে পুলিশ পোকাইজোতের রাস্তায় নজরদারি চালায়। এরপরে পুলিশের নজরে পড়ে একটি টোটোয় দুজন আসছে। পুলিশ টোটোটি দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। টোটোয় কোনও চাবি নেই দেখে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে।

কোন্দলে ঘরে বসে দুই দলের বিক্ষুব্ধরা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : দুই ফুল একই রোগে সংক্রামিত। লোকসভা নির্বাচনের বাকি নেই যেখানে ১০ দিন, সেখানে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহ' ঘোষণা করে বসে রয়েছেন তৃণমূল এবং বিজেপির বেশ কিছু কর্মী। এর পিছনে মূলত রয়েছে গোষ্ঠীকোন্দল। ঘাসফুল এবং পদ্মফুল শিবিরে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কাছের লোকদের প্রাধান্য দেওয়ার কথা। নেতৃত্ব স্বীকার না করলেও ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর শান্তিনগর, মধ্য শান্তিনগর, ফকদইবাড়ির ছবিটা প্রায় একই। এই এলাকাগুলিতে নির্বাচনের ১০ দিন আগেও ভোটের উত্তাপ নেই।

টানা ১৫ বছর ক্ষমতায় (এর মধ্যে এককভাবে ১০ বছর) থাকার পর এবারের পঞ্চায়েত ভোটে ডাবগ্রাম ২ নম্বর পঞ্চায়েত হাতছাড়া হয় তৃণমূলের। এককভাবে পঞ্চায়েতটিতে ক্ষমতায় আসার ক্ষেত্রে ৩০টি আসনের মধ্যে বিজেপির ঝুলিতে যায় ১৯টি এবং তৃণমূল দখল করে ১১টি আসন। এরপরেই ব্লক কমিটির নেতৃত্বে বদল আনে তৃণমূল। পঞ্চায়েতটির প্রধানের পাশাপাশি ব্লকের দায়িত্বে ছিলেন সুধা সিংহ চট্টোপাধ্যায়। পরাজয়ের জন্য তাঁকে সরিয়ে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লকের দায়িত্ব দেওয়া হয় দেবাশিস প্রামাণিককে। তৃণমূল সূত্রে খবর, এরপরই নিজের অনুগামীদের নিয়ে বসে যান সুধা। এমনকি লোকসভা ভোটের কাজেও দেখা যাচ্ছে না তাঁকে। কার্যত তা স্বীকার করে নিয়ে সুধা বলছেন, 'দলের কাজ করছিলাম না, বসেছিলাম একথা ঠিক। কিন্তু গৌতমদা (শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব) আমাদের সঙ্গে কথা বলে দলের হয়ে নামতে বলেছেন। তাই দলের হয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

মধ্য শান্তিনগরের তৃণমূলের এক পুরোনো কর্মী বললেন, 'এখন দলের দায়িত্বে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের কাছের লোকরাই গুরুত্ব পাচ্ছেন। তাই দলের কোনও কর্মসূচিতে যোগ দিচ্ছি না।' যদিও তা মানতে নারাজ দেবাশিস। তিনি বলছেন, 'কোনও সমস্যা নেই। সবাই মিলেমিশে কাজ করছি।'

পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়ই টিকিট প্রাপ্তি নিয়ে বিজেপি শিবির দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। বিজেপির ডাবগ্রাম ব্লক সভাপতি বিমল দাসের সঙ্গে দলীয় বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের 'বিরোধ' বারবার প্রকাশ্যে আসে। এরপরেও পঞ্চায়েতের দখল নিতে পারে বিজেপি। কিন্তু বিরোধ ধামাচাপা পড়েনি। বরং লোকসভা ভোটকে কেন্দ্র করে তা নতুন মাত্রা পেয়েছে বলে বিজেপি সূত্রে খবর। বিরোধের জেরে অনেকেই দলীয় কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন। এমনই একজন ফকদইবাড়ির বাসিন্দা বলছেন, '২০ বছর ধরে দল করছি। সিপিএম ও তৃণমূলের হুমকির পরও দল ছাড়িনি। বর্তমানে দলে যেটা চলছে, ভালো লাগছে না। তাই গুটিয়ে নিয়েছি।' যদিও বিমল বা শিখা কেউই বিরোধের কথা স্বীকার করছেন না। দুজনেরই দাবি, গোষ্ঠীকোন্দল নেই। সকলেই দলের স্বার্থে কাজ করছেন। যার জন্য এখানে পদ্মের জয় নিশ্চিত।

পাচারের আগে গোরু উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : ট্রাকে করে মঙ্গলবার রাতে গোরু পাচার করা হচ্ছিল। অভিযান চালিয়ে ট্রাক সহ গোরুগুলোকে উদ্ধার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। পাশাপাশি ট্রাকচালককে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের নাম জহিরুল ইসলাম। সে অসমের বাসিন্দা। ধৃতকে বুধবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়েছে। পুলিশের অনুমান, এই ঘটনার পেছনে একটি আন্তঃরাজ্যচক্র কাজ করছে। সেইমতো ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

মাদক নিয়ে মারামারি

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝাবাড়ি এলাকায় প্রায়শই মাদক কারবারিরা ঝামেলা পাকাচ্ছে বলে অভিযোগ। অবস্থা এমন যে, মাদক কারবারের লেনদেন সংক্রান্ত ঝামেলা গিয়ে পৌঁছাচ্ছে মারামারিতে।

৭ এপ্রিল রাতে এলাকার দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মারামারি ঘটে। ৮ এপ্রিল আশিঘর পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ জমা হয়। এখনও কেউ গ্রেপ্তার না হলেও তদন্ত করছে পুলিশ। এছাড়া পুলিশের তরফে মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রধান বিজেপির মিতালি মালাকার বলেন, 'শুনেছি কয়েকজন নেশারুর মধ্যে মারামারি হয়েছে। আগেও এরকম ঘটনা ঘটেছে। পুলিশকে জানিয়েছি, অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ ধরপাকড় করেছে।' ৭ এপ্রিল রাতে স্থানীয় শংকর দাসের সঙ্গে তিন তরুণের মারামারি হয়। প্রতিবেশী সঞ্জু দাস, সমীর দাস ও রঞ্জু দাসের বিরুদ্ধে এলাকায় নেশাদ্রব্য বিক্রির অভিযোগ করেন শংকর। বুধবার তিনি বলেন, 'সেই রাতে এলাকার এক নাবালকের কাছে ওরা নেশার দ্রব্য বিক্রি করছিল। আমি বিক্রি করতে নিষেধ করায় ওরা তিন ভাই মিলে আমার উপর হামলা চালায়।' অন্যদিকে, স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই ওই তিন তরুণের পাশাপাশি শংকরের বিরুদ্ধেও মাদক বিক্রি এবং অবৈধ কাজকর্মের অভিযোগ করেছেন।

পাহাড়ে নিয়োগ নিয়ে শুভেন্দুর নিশানায় জিটিএ

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : পাহাড়ে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলাতেও সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। এই ঘটনায় সরাসরি রাজ্য সরকারের পাশাপাশি গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অভিযোগ, নিয়মের ঊর্ধ্বে উঠে অস্থায়ী শিক্ষকদের স্থায়ী করা হয়েছে। বুধবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু বলেন, 'স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) নিয়মকে অমান্য করে জিটিএ পাহাড়ে শিক্ষক নিয়োগ করেছে। টাকা নিয়ে পাহাড়ে ৪২১টি নিয়োগ হয়েছে। এর সঙ্গে জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা এবং রাজ্যের মন্ত্রীরা জড়িত।' যদিও শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ মানতে চাননি অনীত থাপা। কালিম্পং-এ প্রচারে গিয়ে তিনি বলেন, 'সিবিআই তদন্তকে আমরা স্বাগত জানাই। পাহাড়ের প্রচুর শিক্ষক পদ ফাঁকা। কয়েকজন তরুণ-তরুণী ভলান্টিয়ার শিক্ষক হিসাবে কাজ করেছেন। সমস্ত অভিযোগের বিরুদ্ধে আইনি পথে লড়াই করব।'

পোস্টার ছেঁড়ায় শুধুই দোষারোপ

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : রাতের অন্ধকারে দলীয় পোস্টার-ব্যানার ছেঁড়া নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকায়। স্থানীয় সিপিএম, তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি, সকলেই একে অপরের দিকে আঙুল তুলেছে। মঙ্গলবার রাতে এলাকার বহু জায়গায় সিপিএম ও তৃণমূলের পোস্টার এবং ব্যানার ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে।

সিপিএমের ডাবগ্রাম-২ এরিয়া কমিটির সম্পাদক কমল বাড়ৈ বলেন, 'জনবিরোধী দুই সরকারের বিরুদ্ধে মানুষ সংঘটিত হচ্ছে। দেবরাজ বর্মনের মতো তরুণ ও যোগ্য প্রার্থী থাকায় আমাদের ভোট বাড়বে। সেই কারণে তৃণমূল ও বিজেপি এই দুষ্কর্ম করছে।' ঘটনায় আলাদা আলাদাভাবে সিপিএমের পাশে দাঁড়িয়েছে ঘাসফুল এবং পদ্ম শিবির।

তৃণমূল কংগ্রেসের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক সম্পাদক নির্মল বর্মন বলেন, 'এই ধরনের কাণ্ড ঘটানোর প্রয়োজন তৃণমূলের নেই। আমাদের হাতে এলাকার সিসিটিভির ফুটেজ রয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে বিজেপি কর্মীরা এসব করেছে।' অন্যদিকে, এই ঘটনায় সিপিএমকে কাছে টানতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি বিজেপির উপপ্রধান সুপেন রায়। তাঁর বক্তব্য, 'গতবারের মতো এবারেও এই কেন্দ্রে তৃণমূল হারবে। সেই কারণে ওঁরা নাটক করছেন।'

দুই দুর্ঘটনায় মৃত ২

চোপড়া, ১০ এপ্রিল : ইদের আগের দিন দুই সড়ক দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হল। জখম হলেন আরও দুইজন। প্রথমটি ঘটে লক্ষ্মীপুরে। পুলিশ জানায়, মৃতের নাম করিমুল হক (১৮)। বাড়ি লক্ষ্মীপুরের মিয়াঁটোলায়। বুধবার বিকালে দ্বিতীয়টি ঘটে মালিগাঁওয়ের তেলিগছে। সেখানে বাইকের সঙ্গে এক সাইকেল আরোহীর সংঘর্ষে মোট তিনজন জখম হয়। তাদের প্রথমে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। সেখানে অবস্থা গুরুতর থাকায় দুজনকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। রাতে একজনের মৃত্যু হয়। হতাহতের নাম পরিচয় জানাতে পারেনি পুলিশ।

তৃণমূল প্রার্থীর প্রচার নিয়ে বিভ্রান্ত পাহাড়, বিস্টেরও কাঁটা সরছে না

প্রতীক নয়, মুখ চেনাচ্ছেন গোপাল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : প্রার্থী আছেন, কিন্তু প্রতীক 'নেই'। পাহাড়ে এরই মাঝে দ্বিতীয় দফায় প্রচার শুরু করলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গোপাল লামা। কিন্তু ভোট কাকে দেবেন, প্রতীক কী? তা নিয়ে পাহাড়ের মানুষ বিভ্রান্ত। তৃণমূলের প্রতীককে যে পাহাড়ের মানুষ ভোট দেবেন না সেটা বুঝেই পাহাড়ে দল নয়, প্রার্থীকে সামনে তুলে ধরছে তৃণমূলের জোটসঙ্গী ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম)। বুধবার কালিম্পংয়ে পৌঁছে প্রার্থী গোপাল লামাও প্রচারে সেই পথই ধরলেন। বললেন, 'দল বা পার্টির প্রতীক নয়, আমাকে দেখে ভোট দিন।'

প্রার্থী হওয়ার পর একবার দার্জিলিং মহকুমা এবং কার্সিয়াংয়ে প্রচারে গিয়েছিলেন গোপাল লামা। তারপর থেকে তিনি সমতলেই দিনরাত প্রচার সেরেছেন। অন্যদিকে, পাহাড়ের প্রচারের রাশ পুরোপুরি নিজের হাতে রেখেছেন অনীত থাপা। তিনি গোপাল লামার হয়ে সর্বত্র প্রচার করছেন, প্রতীক কী রয়েছে, সেটা না ভেবে প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানাচ্ছেন। পাহাড়ের আবেগের কথা মাথায় রেখে তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়নপত্র পেশের শোভাযাত্রাতেও তৃণমূলের কোনও ঝান্ডা ব্যবহার করা হয়নি।

তৃণমূল-বিজিপিএমের এই অবস্থান নিয়ে পাহাড়ের মানুষের মধ্যে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। অনীতদের দলীয় কর্মসূচি, ফ্লেক্স, ফেস্টুন সর্বত্রই গোপাল লামার ছবি ব্যবহার হলেও তৃণমূলের প্রতীক থাকছে না।

বুধবার তৃণমূল প্রার্থী দু'দিনের প্রচারে কালিম্পং গিয়েছেন। অনীত থাপার সঙ্গে শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পং রওনা দেন। তিস্তাবাজারে কনভয় থামিয়ে প্রার্থীকে খাদা এবং ফুলের মালা পরিয়ে স্বাগত জানান বিজিপিএম নেতা-কর্মীরা। সেখান থেকে হুডখোলা গাড়িতে কালিম্পংয়ের দিকে এগোন গোপাল। কালিম্পং পৌঁছানোর আগে একাধিক জায়গায় অনীতের দলের নেতা-নেত্রীরা কনভয় থামিয়ে প্রার্থীকে খাদা এবং মালা দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। শহরে পৌঁছে থানা ডারা থেকে ডম্বরচক পর্যন্ত পদযাত্রা করেন প্রার্থী। তাঁর সঙ্গে পা মেলান অনীত থাপা, কালিম্পংয়ের বিধায়ক রুদেন সাদা লেপচা, তৃণমূলের পার্বত্য শাখার সভানেত্রী শান্তা ছেত্রী প্রমুখ ছিলেন। ডম্বরচকে পথসভা করা হয়। সেখানে গোপাল বলেন, 'প্রতীক নিয়ে আপনাদের মধ্যে প্রশ্ন থাকতে পারে। প্রতীক ভুলে যান, আমাকে দেখে ভোট দিন। আমি গোপাল লামা, আমার নাম ১ নম্বরে থাকবে। আপনারা সকাল সকাল স্নান করে, ঘরে পুজো দিয়ে ভোটের লাইনে দাঁড়াবেন। তারপর ১ নম্বর বোতাম টিপে বাড়ি চলে আসবেন।' এদিন প্রার্থীকে নিয়ে অনীতরা কালিম্পং থেকে আলগাড়ায় যান। সেখান থেকে পেডং হয়ে সন্ধ্যায় লাভায় পৌঁছেছেন। লাভায় রাত কাটিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে গরুবাথান যাবেন। গরুবাথান থেকে তাঁর তোদে-তাংতায় প্রচারে যাওয়ার কথা রয়েছে।

কালিম্পং শহরে পদযাত্রায় তৃণমূল প্রার্থী। বুধবার।

চেনার উপায়

- মনোনয়নপত্র পেশের শোভাযাত্রাতেও তৃণমূলের ঝান্ডা ব্যবহার করা হয়নি
- অনীতদের দলীয় কর্মসূচি, ফ্লেক্স, ফেস্টুন সর্বত্রই গোপাল লামার ছবি
- প্রার্থীকে দেখে ভোট দেওয়ার কথা প্রচার করছেন অনীত থাপাও

গোর্খাল্যান্ডের কথা নেতারা সারাবছর বলেন না। বলেন ভোটের সময়। আমি খুবই অবাক হই, এতগুলো বছর ধরে ভোটের আগে একই ইস্যু তোলার পরেও পাহাড়ের মানুষ শিক্ষা নিচ্ছেন না।

হরকাবাহাদুর ছেত্রী

প্রতীক নিয়ে আপনাদের মধ্যে প্রশ্ন থাকতে পারে। প্রতীক ভুলে যান, আমাকে দেখে ভোট দিন। আমি গোপাল লামা, আমার নাম ১ নম্বরে থাকবে।

গোপাল লামা

বিজেপির উচ্চ নেতৃত্ব লিখে দিক, দল আলাদা রাজ্য দিতে পারবে না। তাহলে আমি ইস্তফা দিয়ে দেব।

বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা

সাংবাদিক বৈঠকে বিস্টকে তোপ বিষ্ণুর। বুধবার। ছবি : সূত্রধর

কোম্পানি চালাচ্ছেন রাজু, কটাক্ষ বিষ্ণুর

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : দার্জিলিং জেলায় সংগঠনের নামে রাজু বিস্ট কিছু লোককে নিয়ে আলাদা 'কোম্পানি' চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ তুললেন কার্সিয়াংয়ের বিদ্রোহী বিজেপি বিধায়ক তথা নির্দল প্রার্থী বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা। লোকসভা ভোটের মুখে গোর্খাল্যান্ড ইস্যু এবং পাহাড় ও সমতলের উন্নয়ন নিয়ে দার্জিলিয়ের বিজেপি প্রার্থী রাজুর বিরুদ্ধে বিষ্ণু তীব্র আক্রমণ শানিয়ে চলেছেন। বিধানসভায় গোর্খাল্যান্ড ইস্যু নিয়ে বলতে গেলে বিজেপির কিছু বিধায়ক তাঁকে আটকে দিয়েছিলেন বলেও সরব হয়েছেন কার্সিয়াংয়ের বিধায়ক।

বুধবার শিলিগুড়িতে আধ ঘণ্টার কিছু বেশি সময় সাংবাদিক বৈঠকে একনাগাড়ে রাজুর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেন বিষ্ণু। তাঁর দাবি, 'রাজু বিস্ট দার্জিলিং জেলায় বিজেপির সংগঠনকে ভেঙেছেন। রাজুর প্রার্থী হওয়ার বিরুদ্ধে বিজেপির অধিকাংশ মানুষ মতামত দিয়েছিলেন। সকলেই ভূমিপুত্র চাইছিলেন। সাংসদের ৪ হাজার কোটি টাকা উন্নয়ন করার কথা শুধু ভাঁওতা। আসলে, কেন্দ্র এই এলাকার গুরুত্ব বুঝে কিছু উন্নয়নের কাজ করেছে।'

রাজুর বিরুদ্ধে নির্দল লড়ছেন বিষ্ণু। তাহলে কি এবার দল এবং বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেবেন? বিষ্ণুর জবাব, 'আলাদা রাজ্যের ইস্যু তুলে ধরে বিধায়ক হয়েছি। বিজেপির উচ্চ নেতৃত্ব লিখে দিক, দল আলাদা রাজ্য দিতে পারবে না। তাহলে আমি ইস্তফা দিয়ে দেব। রাজু বিস্ট পাহাড়ে আলাদা রাজ্যের কথা বলছেন, আর সমতলে নামতেই কথা ঘুরিয়ে দিচ্ছেন।' যদিও বিষ্ণুপ্রসাদের অভিযোগ মানতে চাননি বিস্ট। তাঁর কথায়, 'পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের কথা ২০১৯ ও ২০২১-এর নির্বাচনে বিজেপির সংকল্পপত্রে তুলে ধরা হয়েছিল। সাংবিধানিক স্থায়ী সমাধানের খুব কাছাকাছি যে সরকার রয়েছে তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শিলিগুড়িতে এসে বলে গিয়েছেন। সেখানে কেউ যদি নিজেকে প্রধানমন্ত্রী কিংবা দলের থেকে বড় মনে করেন তাহলে তাঁর আরোগ্য কামনা করি।' বিজেপি গোর্খাদের ভালো চায় না বলে যদি শর্মা মনে করেন সেক্ষেত্রে তিনি দলত্যাগ করে তৃণমূলে যাতে যোগ দেন, সেই খোঁচাও দিয়েছেন বিস্ট।

বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্দল বিষ্ণুপ্রসাদ যে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই গুঞ্জন পাহাড়, সমতলে রয়েছে। সেক্ষেত্রে বিষ্ণু রাজুর ভোট কাটলে তৃণমূল প্রার্থী গোপাল লামার লাভ হবে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে। বিষয়টি নিয়ে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার মুখপাত্র এসপি শর্মা বলছেন, 'রাজু বিস্ট যে গত পাঁচ বছরে লোকসভা এলাকার জন্য কোনও উন্নয়ন করেনি, তা আমরা প্রথম থেকে বলে এসেছি। রাজুর দলের বিধায়ক আমাদের সেই বক্তব্যকে সত্যি বলে প্রমাণিত করলেন। ১৫ বছর পাহাড়ে বহিরাগতরা সাংসদ হয়েছেন। সেখানে এবছর ভূমিপুত্র প্রার্থীর দাবি উঠেছিল। বিজেপি প্রার্থী এখানকার ভূমিপুত্র নন। ভূমিপুত্র হিসাবে বিষ্ণুপ্রসাদের নির্বাচনে লড়াই করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই।'

রাজনীতি থেকে দূরে হরকা

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : পাহাড়ে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার একচ্ছত্র আধিপত্য থাকাকালীন তিনি ছিলেন দলের প্রথমসারির নেতাদের মধ্যে একজন। পেশায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক তথা প্রাক্তন মোর্চা নেতা হরকাবাহাদুর ছেত্রী অবশ্য এখন রাজনীতির থেকে অনেকটাই দূরে থাকেন। তাঁর তৈরি জন আন্দোলন পার্টির কয়েকজন সদস্য এখনও থাকলেও তাঁদের ভোট দেওয়ার ব্যাপারে কোনও নির্দেশ তিনি দেননি। গত লোকসভা ভোটে প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েও ভালো ফল না করার পর থেকে দলের শক্তিক্ষয় হতে থাকে। এবার তাই সদস্যদের নিজেদের ইচ্ছামতো প্রার্থীকে ভোট দিতে বলেছেন হরকা।

একসময় গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা পৃথক রাজ্যের দাবিতে হিংসাশ্রয়ী আন্দোলনে লিপ্ত ছিল। তখন সেই আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন হরকাও। কিন্তু দীর্ঘ আন্দোলন করেও শুধুমাত্র পৃথক রাজ্যের আশ্বাস মেলায় এই প্রবীণ নেতা বুঝেছেন যে, গোর্খাল্যান্ড কোনওভাবেই সম্ভব নয়। তাই প্রথমে মোর্চা থেকে বেরিয়ে নিজে তৈরি করেন জন আন্দোলন পার্টি। কিন্তু এখন রাজনীতি থেকে অনেকটাই দূরে পাহাড়ের এই নেতা। পাহাড়ে এসে নেতারা ভোট পাওয়ার জন্য প্রতিবারই যে গোর্খাল্যান্ডের 'লোভ' দেখান, তাতে ক্ষুব্ধ হরকাবাহাদুর। বললেন, 'গোর্খাল্যান্ডের কথা নেতারা সারাবছর বলেন না। বলেন শুধু ভোটের সময়। আমি খুবই অবাক হই, এতগুলো বছর ধরে ভোটের আগে একই ইস্যু তোলার পরেও পাহাড়ের মানুষ শিক্ষা নিচ্ছেন না।' তাঁর সংযোজন, 'নেতারাও জানেন পৃথক রাজ্য সম্ভব নয়। কিন্তু এই সত্যি কথাটা বলতে তাঁরা লজ্জা পান।'

কালিম্পংয়ের হিলটপে নিজের বাসভবনে এখন বইপত্র নিয়েই সময় কেটে যায় এই নেতার। পরিবারকেও সময় দিচ্ছেন। এখন আর এসব থেকে বেরিয়ে ফের ভোটে দাঁড়ানোর রাস্তায় যাবেন না বলে জানালেন। তাঁর কথায়, 'ভোটে লড়া মানেই প্রচুর টাকার প্রয়োজন। কোথায় পাব এত টাকা?'

আর পাহাড়ের কোনও দল যদি প্রচারে যেতে বলেন? হরকার জবাব, 'আমি গেলে নিজের হিসেবে যাব, কোনও দলের হয়ে না। দু'একটা মিটিংয়ে গিয়ে মানুষকে বোঝাব, কীভাবে তাঁরা বছরের পর বছর শোষিত হয়েছেন।'

শ্বেতশুভ্র।। কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

মজদুর সভা

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : শিলিগুড়ি খালপাড়ার নয়াবাজারে বুধবার সভা করে এআইটিইউসি অনুমোদিত দার্জিলিং জেলা লোডিং আনলোডিং মজদুর ইউনিয়ন। সেখানে সংগঠনের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে সোচ্চার হন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। সভায় রাজ্য ও কেন্দ্র দুই সরকারেরই সমালোচনা করেন দলের নেতারা। এছাড়া, আগামী লোকসভা নির্বাচনে বাম ও গণতান্ত্রিক জোটের সরকার তৈরির লক্ষ্যে নির্বাচনে ভোট দেওয়ার আবেদন করা হয়। অনিমেষ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ মৈত্র প্রমুখ এদিন বক্তব্য রাখেন।

প্রচারে শিক্ষকরা

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : শিলিগুড়ি সংলগ্ন শিবমন্দির এলাকায় বুধবার থেকে লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করল তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। এদিন সংগঠনের তরফে বাড়ি বাড়ি প্রচার করা হয়। নির্বাচনে রাজ্যের সমস্ত আসনে তৃণমূল কংগ্রেসকে জেতানোর আহ্বান জানানো হয়। প্রচারে ছিলেন সংগঠনের দার্জিলিং জেলা (সমতল) সম্পাদক মৌমিতা চট্টোপাধ্যায়, স্বপ্না নিয়োগী সহ অন্যরা।

ঝান্ডা খোলার অভিযোগ

নকশালবাড়ি, ১০ এপ্রিল : রাতের অন্ধকারে দলের ঝান্ডা খুলে ফেলে দেওয়ার অভিযোগে থানা এবং বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি। বুধবার নকশালবাড়ি বিডিও অফিস এবং নকশালবাড়ি থানা ঘেরাও করে স্মারকলিপি জমা দিলেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। এদিকে, বিজেপির এই মিছিলে নির্বাচনি আচরণবিধি ভঙ্গ করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। বিজেপির অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতে একদল দুষ্কৃতী বাবুপাড়া, খেমচি মোড় এলাকায় বিজেপির দলীয় পতাকা খুলে ফেলে দেয়। সিসিটিভি ক্যামেরায় সেই ছবিও ধরা পড়েছে। সেই ছবি থানা এবং বিডিওকে জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানান দলীয় কর্মীরা। এদিন নকশালবাড়ি ঘাটানি মোড় থেকে মিছিল করে প্রথমে নকশালবাড়ি বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা। বিডিও অফিস চত্বরে অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান বিক্ষোভে বসেন তাঁরা। তারপর সেখান থেকে মিছিল করে বেরিয়ে নকশালবাড়ি থানা ঘেরাও করেন। নকশালবাড়ি থানাতেও অবস্থান বিক্ষোভে বসে অভিযোগ দায়ের করা হয়। শতাধিক কর্মী-সমর্থক জমায়েত করলেও এই মিছিলের আগাম কোনও অনুমতি ছিল না বলে ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা জানিয়েছেন। এই মিছিল নিয়ে কেউ অভিযোগ করে থাকলে সেটারও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আধিকারিকরা জানিয়েছেন। নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজ বলেন, 'বিজেপির অভিযোগ আমরা পেয়েছি। অভিযোগপত্র অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারকে পাঠানো হয়েছে।'

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ জানান, গত ১৫ বছরে বিজেপির সাংসদ এলাকায় কোনও উন্নয়ন করেননি। তাই ভোটের আগে সাধারণ মানুষ তাঁদের ঝান্ডা লাগানোকে পছন্দ করেননি।

বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ে ক্ষোভ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১০ এপ্রিল : বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে সাব-স্টেশন তৈরির জন্য ৭৫ লাখ টাকা জমা দিয়েও মেলেনি সংযোগ। নির্মাণ সংস্থার বিদ্যুতের মিটার থেকেই সাব-মিটার নিয়ে বাড়ি বাড়ি জ্বলছে লাইট, ঘুরছে পাখা। এই পরিস্থিতিতে দীর্ঘ অপেক্ষার পর এবার মাটিগাড়া ব্লকের পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাস্তুবিহার উপনগরীর বাসিন্দারা এবার আসন্ন লোকসভা ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

দার্জিলিং লোকসভার মধ্যে পড়ে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা। সেখানকার ২৫/১৬৪ নম্বর দীপনগর শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের বুথে তাঁরা নিয়মিত ভোট দেন। কিন্তু এবার তাঁরা 'নো কারেন্ট নো ভোট'-এর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিদ্যুৎ দপ্তরের এমন টালবাহানার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গত রবিবার খাপরাইল সড়কে প্রায় দুশো বাসিন্দা মিছিল করে পাঁচকেলগুড়ি বাস্তুবিহার উপনগরীর আবাসিকরা। এই মিছিলের উদ্যোক্তা তাঁদের সংগঠন পাঁচকেলগুড়ি বাস্তুবিহার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন।

ভোট না দেওয়ার হুঁশিয়ারি সম্পর্কে অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী সদস্য অভিজিৎ সরকার

মাটিগাড়ায় ভোট বয়কটের হুমকি

বলেন, 'বাস্তুবিহারে মোট ৬৪০টি বাড়ি ও ফ্ল্যাট রয়েছে। সবাই এখনও বসবাস শুরু না করলেও ইতিমধ্যে প্রায় দুশো পরিবার বাস করছে। ২০১২ সালে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল। নির্মাণ সংস্থার বিদ্যুতের মিটার থেকেই এখনও সাব-মিটার লাগিয়ে বাড়ি ও ফ্ল্যাটে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু কেউই এখনও নিজস্ব সংযোগ পাননি। বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি জানিয়েছিল, উপনগরীতে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য একটি সাব-স্টেশন তৈরি করতে হবে। এজন্য ৭৫ লাখ টাকা জমা করতে বলা হয়। আবাসিকরা সেই টাকা জমা দিয়েও সংযোগ পাচ্ছেন না। এ ব্যাপারে প্রকল্প সংস্থা, বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার, জোনাল ম্যানেজার, জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী সহ সর্বত্র চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানিয়ে দ্রুত সংযোগ দেওয়ার আবেদন জানিয়ে ছিলাম। কিন্তু কেউ গুরুত্ব দেননি। জল, বিদ্যুৎ, নিকাশি পরিষেবা নাগরিক অধিকার। সেই অধিকার না মেলায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

এ সম্পর্কে স্থানীয় বিধায়ক আনন্দময় বর্মন জানান, এটা কোনও রাজনৈতিক বিষয় নয়। বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির বিষয়। আশা করা যাচ্ছে, ভোটের আগেই মিটে যাবে। দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল জানান, তিনি এ ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে বলতে পারবেন।

খড়িবাড়িতে র‍্যাশনে টাকা বিলিতে অভিযুক্ত ডিলার

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১০ এপ্রিল : ভোটের মুখে র‍্যাশনে পণ্যের বদলে দেওয়া হচ্ছে টাকা! এমনই অভিযোগ উঠল খড়িবাড়িতে। প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখান উপভোক্তারা। তাঁরা অভিযুক্ত ডিলারের শাস্তির দাবি জানান। 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর ক্যামেরায় সেই ছবি ধরা পড়তেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। ঘটনার কথা স্বীকার করেছেন অভিযুক্ত ডিলার। বিজেপির দাবি, শিলিগুড়ির র‍্যাশন ব্যবস্থায় তৃণমূল দুর্নীতি চালাচ্ছে। খোলাবাজারে র‍্যাশন সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে। ভোটের আগে টাকা দিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করছে। তৃণমূল অভিযোগ উড়িয়ে পালটা তদন্তের দাবি জানায়। তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন খড়িবাড়ির বিডিও সহ খাদ্য দপ্তর।

বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে খড়িবাড়ির লেধারামজোতে। খাদ্য দপ্তর জানায়, পিএইচএইচ কার্ডে প্রতি মাসে মাথাপিছু তিন কেজি চাল ও দুই কেজি আটা, আরকেএসওয়াই-১ কার্ডে মাথাপিছু পাঁচ কেজি ও আরকেএসওয়াই-২ কার্ডে মাথাপিছু দুই কেজি করে চাল দেওয়া হয়। অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার কার্ডে পরিবার পিছু বিনা পয়সায় ২১ কেজি চাল, ১৪ প্যাকেট আটা দেওয়া হয়। এদিন খড়িবাড়ির ডিলার ঝন্টু সরকার নিজেই গ্রাহকদের চাল-আটার বদলে টাকা দিচ্ছিলেন। চাল কিলোপ্রতি ২৮ টাকা ও আটা ২০ টাকা কেজি দরে নগদ দেন। গ্রাহক হরিশ্চন্দ্র সিংহ বলেন, 'মার্চে ডিলার র‍্যাশন দেননি। ডিউ স্লিপ দিয়েছিলেন। এদিন এপ্রিল মাসের র‍্যাশনের সঙ্গে মার্চের বকেয়া সামগ্রী না দিয়ে নগদ টাকা দিচ্ছিলেন।' আর এক গ্রাহক যতীন সিংয়ের কথায়, 'মাসের শুরুতে র‍্যাশন দেওয়ার নিয়ম। কিন্তু এই ডিলার শেষদিকে র‍্যাশন দেন। এদিন মার্চ-এপ্রিলের র‍্যাশন একসঙ্গে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিনি এক মাসের সামগ্রী না দিয়ে জোর করে টাকা দিচ্ছিলেন।'

অভিযুক্ত ডিলার বলেন, 'আমি অসুস্থ ছিলাম। কিছুদিন কর্মচারীরা র‍্যাশন দিচ্ছিলেন। মার্চে দোকানে সামগ্রী কম ছিল। এদিন গ্রাহকরা দু'মাসের সামগ্রী চান। বাধ্য হয়ে, গত মাসের মালের বদলে নগদ টাকা দেওয়া হয়। খাদ্য দপ্তরকে না জানিয়ে টাকা দেওয়া ভুল হয়েছে।' খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ জানান, বিষয়টি খাদ্য দপ্তরে জানানো হয়েছে। দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ইনস্পেকটর উৎপল ঘোষ বলেন, 'ডিলারদের কাছে মাসিক বরাদ্দ পণ্য নির্দিষ্ট সময়েই পৌঁছে যায়। মার্চেও গিয়েছে। গ্রাহকদের কখনও নগদ টাকা দেওয়া যায় না। তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এনিয়ে রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে। বিজেপির খড়িবাড়ি-বুড়াগঞ্জ মণ্ডল সভাপতি কল্যাণ প্রাসাদ জানান, শিলিগুড়ি মহকুমার র‍্যাশন ডিলারদের নিয়ন্ত্রণ করে তৃণমূল। র‍্যাশনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের অবদান রয়েছে। ডিলার ভোটের আগে টাকা দিয়ে প্রভাবিত করতে চাইছে। তৃণমূলের খড়িবাড়ি ব্লক সভাপতি কিশোরীমোহন সিংহ বলেন, 'তৃণমূল এমন কাজে মদত দেয় না। বিজেপি রাজনীতি করছে। প্রশাসনের কাছে তদন্তসাপেক্ষে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছি।'

র‍্যাশনের বদলে দেওয়া হচ্ছে নগদ টাকা। খড়িবাড়িতে বুধবার।

কী অভিযোগ

- চাল কিলোপ্রতি ২৮ টাকা ও আটা ২০ টাকা কেজি দরে নগদ গ্রাহকদের
- মার্চে ডিলার র‍্যাশন দেননি, ডিউ স্লিপ দেন বলে অভিযোগ
- এদিন এপ্রিল মাসের র‍্যাশনের সঙ্গে মার্চের বকেয়া সামগ্রীর বদলে নগদ
- ঘটনার কথা স্বীকার অভিযুক্ত ডিলারের

WALK-IN INTERVIEW
22nd April 2024 — Video Editor & Graphic Designer — Experience: 3 yrs+ | Salary: Negotiable
23rd April 2024 — Digital Marketing Specialist — Experience- 3 yrs+ | Salary: Negotiable
24th April 2024 — Backoffice Executive [Female] — Experience- 3 yrs+ | Salary: 20k to 28k
Equity Dealer — Experience- 1 yr+ | Salary: Negotiable
25th April 2024 — Relationship Manager — Fresher with driving license | Salary: 20k to 28k
HR Executive [Female] — Experience- 3 yrs+ | Salary: Negotiable
29th April 2024 — Office Administrator [Female] — Strong communication skills, leadership quality — Salary: Negotiable
PRABIN AGARWAL
TIMING 5PM to 7PM
9647855333
National Commerce House [2nd Floor], Church Road, Siliguri-734001

ফের অসুস্থ রেখা

বুধবার হিঙ্গলগঞ্জের সাহেবখালিতে প্রচারে বেরিয়ে ফের অসুস্থ হলেন বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। ভর্তি করা হয় হাসপাতালে।

ইডি'র আবেদন

সন্দেশখালি কাণ্ডে শাহজাহানের ভাই শেখ আলমগীর ও তাঁর ঘনিষ্ঠ শিবু হাজরা, দিদারবক্স মোল্লাকে আদালতে হাজির করানোর জন্য নিম্ন আদালতে আবেদন জানিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

হাইকোর্টের নির্দেশ

সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে এসএসকেএম হাসপাতালকে মেডিকেল বোর্ড তৈরির নির্দেশ হাইকোর্টের। ২৬ এপ্রিল জমা দিতে হবে রিপোর্ট।

উদ্ধার ৫৮ লক্ষ

হাওড়ার গোলাবাড়িতে বুধবার নাকা চেকিংয়ের সময় ট্যাক্সি থেকে উদ্ধার হল ব্যাগভর্তি টাকা। অঙ্কের হিসেবে যা ৫৮ লক্ষ ৭১ হাজার। ঘটনায় ধৃত দুই।

উৎসবের সন্ধে। ইদের আগের দিন কলকাতার জাকারিয়া স্ট্রিটে। ছবি : আবির চৌধুরী

'নসিবের ভরসায়' পদ্ম প্রার্থী দেবশ্রী

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১০ এপ্রিল : চিত্র ১ : স্থান করুণাময়ী কালী মন্দির, হরিদেবপুর, দক্ষিণ কলকাতা। ঘোষিত সূচি অনুযায়ী মঙ্গলবার বিকাল ৫ টায় এখান থেকে প্রচার শুরু করার কথা ছিল দক্ষিণ কলকাতায় বিজেপি প্রার্থী প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরীর।

চিত্র ২ : ঘড়ির কাঁটায় তখন ঠিক সাড়ে ৬ টা। করুণাময়ী মন্দিরে পৌঁছোলেন দেবশ্রী। মন্দিরে মিনিট দশেক কাটিয়ে করুণাময়ী বাজারে শুরু হল জনসংযোগ। পরের কর্মসূচি এখান থেকে এক-দেড় কিলোমিটার দূরে দেওয়াল লিখন। তারপর বৈঠক। দেবশ্রীর গত ১০ দিনের ঘোষিত প্রচার কর্মসূচিতে দু'দিন ছাড়া বাকি সব দিনই তাঁর প্রচার শুরু হয়েছে বিকালে। ৫টার পর। ফলে, দলের কর্মীরা অবাক নন এতে। তবে, এদিন, কর্মীরা চেয়েছিলেন প্রার্থীকে নিয়ে এই এক দেড় কিলোমিটার রাস্তাটুকু পদযাত্রা করতে। কিন্তু বাদ সাধলেন প্রার্থী নিজেই।

পূর্ব পরিচয়ের সুবাদে, সরাসরি বলেই ফেললাম, ২০১৯ এর রায়গঞ্জের সেই চেনা ছবিটার সঙ্গে মেলাতে পারছি না এবার। একটু হেসে দেবশ্রীর জবাব, 'হবে.. হবে। প্রায় দু'মাস বাকি। তাই তাড়াহুড়ো করছি না।' দেবশ্রী বললেন বটে, কিন্তু, সেটা যেন বলার জন্যই বলা। আবার বললাম, দক্ষিণ কলকাতার বদলে দমদম হলে কি ভালো হত? গলাটা একটু ভারী হয়ে এল দেবশ্রীর। বললেন, 'সবই নসিব। যা আছে নসিবে তা তো হবেই!'

'১৯ এর ভোটে রায়গঞ্জ থেকে জিতে সংসদে গিয়েছিলেন। বাবুল সুপ্রিয়র সঙ্গে হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। কিন্তু, বালুরঘাটে আত্রেয়ী যেমন ধীরে ধীরে তার ধারা আর গতিপথ হারিয়ে ক্ষীণতর হয়েছে, দাড়িভিট কাণ্ডের পর বালুরঘাটের ভূমিকন্যা দেবশ্রীর রাজনৈতিক গ্রাফও তেমনি নিম্নগামী। মন্ত্রিত্ব থেকে সরিয়ে অনেক আগেই তাঁকে বার্তা দিয়েছিলেন মোদি- শা'রো। তবু, এবারেও তাঁকে প্রার্থী করেছে দল।

করুণাময়ী কালী মন্দিরে দেবশ্রী।

কিন্তু দক্ষিণ কলকাতায়। কেন্দ্র দেখে মুষড়ে পড়েন দেবশ্রী। এবার, দেবশ্রী নিজেও লড়তে চাননি রায়গঞ্জ থেকে। চেয়েছিলেন শ্বশুরবাড়ি রাজারহাট-গোপালপুর লাগোয়া দমদম কেন্দ্র। কিন্তু, কপালে জোটেনি। সেই আক্ষেপই এদিন 'নসিব' হয়ে যেন ঝরে পড়ল দেবশ্রীর কথায়।

মন ভালো নেই দেবশ্রীর। স্বীকার করছেন রায়গঞ্জ, বালুরঘাটের সঙ্গে তাঁর নাড়ির টান। কিন্তু, মুখে বলতে হচ্ছে, শক্ত আসন বলেই হয়তো আমাকে পাঠিয়েছেন ওরা। ঘনিষ্ঠরা বলছেন, যাই বলুন, ওঁর অবস্থাটা হল, ফিশ আউট অফ ওয়াটার।

রাজনৈতিক পরিসংখ্যান বলছে, '১৯-এর পরিস্থিতির চেয়ে আরও কঠিন লড়াই এবার দক্ষিণ কলকাতায়। '১৯-এর ভোটের আগে দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের ৫৮টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৭ টি ছিল বিজেপির জেতা। '১৯-এর ভোটে ২৬টি ওয়ার্ডে তৃণমূলকে পিছনে ফেলে এগিয়ে ছিল বিজেপি। এর মধ্যে রাসবিহারী কেন্দ্রে বিজেপি জয়ী হয়। কিন্তু, এবার, ৫৮টি ওয়ার্ডে বিজেপি শূন্য। বিগত '২১-এর বিধানসভা ভোটের ফলে '১৯-এর দেড় লক্ষ্যের ব্যবধান বেড়ে ২ গুণ হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে তাই বোধহয় 'জোশ' পাচ্ছেন না দেবশ্রী।

হারা জেতা নয়, লড়াই দেওয়ার মতো পরিস্থিতি কি আদৌ আছে? প্রশ্ন শুনে ফুঁসে উঠে বললেন, 'জেতার জন্যই তো লড়ছি। দেবশ্রী কে? দেবশ্রী তো একটা মুখ। আসল তো নরেন্দ্র মোদি। যাঁকে তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী করতেই আমরা দাঁড়িয়েছি। ফলে, জেতা-হারা সবটাই মোদি - শা- নাড্ডাদের।'

দেবশ্রীর ঠোঁটের কোণে ঝুলে রইল এক চিলতে তাৎপর্যপূর্ণ হাসি।

দেবশ্রীর কনভয় এগিয়ে চলল। গাড়ির কাচ নামিয়ে পথ চলতি মানুষের উদ্দেশে প্রত্যাশাহীন নমস্কার আর হাসি ছুড়ে দিচ্ছেন তখন দক্ষিণ কলকাতার বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরী।

শা'র মন্তব্যে আপত্তি সব দলের

কলকাতা, ১০ এপ্রিল : বালুরঘাটের সভা থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা যেভাবে তৃণমূল তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছেন, তার তীব্র সমালোচনা করেছে তৃণমূল। অন্যদিকে অমিত শা যে শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছেন, তার সমালোচনা করেছে সিপিএমও। এদিন বালুরঘাটের সভা থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্যে দুষ্কৃতীরাজ নিয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন, 'উলটো করে ঝুলিয়ে সোজা করে দেব।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখ দিয়ে এই ধরনের শব্দবন্ধ ব্যবহার হওয়া গুন্ডামির পরিচয় বলে মনে করছে তৃণমূল। সিপিএমের দাবি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই ভাষা দেশের পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক।

তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, 'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমস্ত সীমা অতিক্রম করে যে ভাষায় তৃণমূলকে আক্রমণ করেছেন, তাতে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর চেয়ারে বসে তিনি ওই চেয়ারকে অপমান করছেন। একজন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করছেন। রাজ্য সরকার দুষ্কৃতীরাজে কোনওদিনই মদত দেয় না। আদালতের নির্দেশের কারণেই শেখ শাহজাহানকে প্রথমে ধরতে পারছিল না রাজ্য পুলিশ। কিন্তু আদালত সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাজ্য পুলিশই শেখ শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ করেছে।'

সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যদি এই ভাষা বলে থাকেন, তা দেশের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এটা গুন্ডারাজের কথা। এই রাজ্য সরকার যেমন এই রাজ্যে দুষ্কৃতীরাজ কায়েম করেছে, তার চেয়েও বেশি দুষ্কৃতীরাজ কেন্দ্রীয় সরকার চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা এই মন্তব্যকে কোনওভাবেই সমর্থন করছি না।'

নৌশাদ-সেলিমের তর্জা

কলকাতা, ১০ এপ্রিল : জোট না হওয়ায় একে অপরকে বিঁধেছে সিপিএম ও আইএসএফ। সময় গড়াতেই সেই তিক্ততার মাত্রা আরও বেড়েছে। নাম না করে বুধবার সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকে কটাক্ষ করলেন আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী। মহম্মদ সেলিম নাম না করে নৌশাদের 'মুরোদ' নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। পালটা সেলিমকে জবাব দিলেন নৌশাদ। তাঁর মন্তব্য, 'আমি তো সিপিএমের হোলটাইমার নই। আমার পার্টির গাইডলাইনের বাইরে যেতে পারি না।' আসন সমঝোতা না হওয়ার জন্য বামেদের বৃদ্ধতন্ত্রের দিকেই আঙুল তুললেন নৌশাদ।

সেলিম বলেছিলেন, 'আমি তো লড়াইয়ের ময়দানে আছি। সবার

'মুরোদ' বিতর্ক

মুরোদ হয় না লড়াইয়ের ময়দানে শেষপর্যন্ত থাকার।' এই প্রেক্ষিতেই এদিন নৌশাদ বলেন, 'আমি এই ধরনের শব্দ কোনওদিন রাজনীতিতে ব্যবহার করিনি।' মুর্শিদাবাদ আসনে সেলিমের প্রার্থী হওয়া নিয়ে কটাক্ষ করে নৌশাদ বলেন, 'আমি বামফ্রন্টের মধ্যে নেই যে চোখ রাঙিয়ে বলবে এটা করো, সেটা করো। তাহলে ওরা মুর্শিদাবাদ ছেড়ে ডায়মন্ড হারবারে গিয়ে দাঁড়াক না। ওদের আরও বড় বড় নেতা-নেত্রী আছেন। মীনাক্ষীদি তো আছেন। ওঁরা তো সিপিএমের হোলটাইমার। আমি তো নই। আমি কী করব না করব, সেটা আমার দল ঠিক করবে।'

তৃণমূল থেকে তাঁর অর্থ সাহায্য নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি বলেন, 'আমার কাছে মন্ত্রিত্বের অফার ছিল। যদি টাকা তোলা আমার স্বপ্ন হত, তাহলে কোনও একটা দপ্তরে চলে যেতাম।' আলোচনার পরও শেষপর্যন্ত জোট না হওয়া নিয়ে নৌশাদের দাবি, যদি বামেদের তরুণ প্রজন্ম অর্থাৎ সৃজন ভট্টাচার্য, শতরূপ ঘোষরা দায়িত্বে থাকতেন তাহলে জোট হয়ে যেত। পালটা সেলিম নৌশাদের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, 'আইএসএফ'-এর আগে নিজের রাজনীতিটা স্পষ্ট করা উচিত। কতটা বিজেপির দিকে ঢলে আছে, আর কতটা তৃণমূলের দিকে ঢলে আছে, এখন এটা নিয়েই ধন্দ রয়েছে।'

রক্ষাকবচ এনআইএ আধিকারিকদের

কলকাতা, ১০ এপ্রিল : ভূপতিনগর কাণ্ডে এনআইএ আধিকারিকদের রক্ষাকবচ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এই ঘটনায় এনআইএ আধিকারিকদের ওপর হামলায় কতদূর তদন্ত এগিয়েছে সেই বিষয়ে রাজ্যের রিপোর্ট তলব করল বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। বিচারপতি নির্দেশ দেন এনআইএ আধিকারিকদের ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে পুলিশ। তবে ৭২ ঘণ্টা আগে নোটিশ দিতে হবে। তাঁদের গ্রেপ্তার করা যাবে না।

ভূপতিনগর বিস্ফোরণ কাণ্ডে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার সময় আক্রান্ত হন এনআইএ আধিকারিকরা। আক্রান্ত এক আধিকারিককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়ে ভূপতিনগর থানায় ডেকে পাঠায় পুলিশ। তাঁর মেডিকেল রিপোর্টও চেয়ে পাঠানো হয়। এই ঘটনার পর

পুলিশকে ভর্ৎসনা বিচারপতির

ধৃত মনোব্রত জানার স্ত্রী এনআইএ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। ভূপতিনগর থানায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা হয়। সেই সূত্রেই আধিকারিকদের তলব করে পুলিশ। সেই ঘটনায় আদালতের দ্বারস্থ হয় এনআইএ। এদিন বিচারপতি পুলিশকে ভর্ৎসনা করে বলেন, 'কেন কোনও প্রমাণ ছাড়া অফিসারদের বিরুদ্ধে ৩২৫ ধারা অর্থাৎ গুরুতর আহত করার ধারা যুক্ত করা হল? কেস ডায়ারিতে গুরুতর আঘাতের কোনও উল্লেখ নেই।' রাজ্য জানায়, কোনও মহিলা যদি এসে থানায় অভিযোগ করেন তাহলে সেটা পুলিশ গ্রহণ করতে বাধ্য। ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল জানান, রাজ্যে বারবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা হচ্ছে। আদালত এরপরই তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের রক্ষাকবচ দেন।

আজ টিভিতে

ধারাবাহিকের প্রিয় অভিনেত্রীরা বাড়ির কাজে কতটা পটু?
দিদি নাম্বার ১ বিকেল ৫টায় **জি বাংলায়।**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ ঘরে ঘরে জি বাংলা, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ যোগমায়া, ৬.৩০ অষ্টমী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ আলোর কোলে, ৯.৩০ কার কাছে কই মনের কথা, ১০.০০ মিঠিঝোরা, ১০.৩০ মন দিতে চাই

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ রামপ্রসাদ, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ তুমি আশেপাশে থাকলে, ৮.৩০ লাভ বিয়ে আজকাল, ৯.০০ জল থইথই ভালোবাসা, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.৩০ মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য, সন্ধ্যা ৬.০০ ব্যারিস্টার বাবু, ৬.৩০ ফেরারি মন, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ রাম কৃষ্ণা, ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ নীর্জা, ৯.০০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ ব্যোমকেশ

সাহিত্যের সেরা সময়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে **অনুরাধা-আকাশ আটে** সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭.৩০টায়।

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.৩০ শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মা, ৭.০০ স্বয়ংসিদ্ধা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়- অনুরাধা, রাত ৮.০০ আদালত ও একটি মেয়ে, ৮.৩০ পুলিশ ফাইলস

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.৩০ শেষ থেকে শুরু, দুপুর ১.৩০ লোফার, বিকেল ৪.৩০ পুতুলের প্রতিশোধ, সন্ধ্যা ৭.০০ গীত সংগীত, রাত ৯.৩০ ফুলেশ্বরী, রাত ১১.৩০ চিনেবাদাম

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কর্ণসুবর্ণের গুপ্তধন, দুপুর ১২.৩০ হিরোগিরি, বিকেল ৩.৫০ গোলমাল, সন্ধ্যা ৭.০০ জিও পাগলা, রাত ১০.১৫ পারবো না আমি ছাড়তে তোকে

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ রহমত আলি, দুপুর ১.০০ বারুদ, বিকেল ৪.০০ ভাইজান এল রে, সন্ধ্যা ৭.০০ রিফিউজি, রাত ১০.০০ বাদশা দ্য ডন

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মন্দিরা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বিধাতার খেলা

দূরে গিয়েও আবার কীসের টানে কথার কাছে ফিরে আসবেন এভি?
কথা- স্টার জলসায় সোম থেকে রবি সন্ধ্যা ৭টায়।

খুনশুটিতে দাদু-নাতি। কলকাতায় আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

বারাসতে প্রার্থী বদল বামেদের

কলকাতা, ১০ এপ্রিল : ভোটের মুখে বারাসতে প্রার্থী বদল করল বামেরা। সম্প্রতি এই কেন্দ্রে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী হিসেবে প্রবীর ঘোষের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপির সঙ্গে গোপন আঁতাতের অভিযোগ উঠতেই তড়িঘড়ি বৈঠকে বসে বামফ্রন্ট। সেই বৈঠকেই বারাসত পুরসভার তিনবারের কাউন্সিলার সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের নামে সিলমোহর দেওয়া হয়েছে। তারপরই ওই আসনে সঞ্জীবের নাম ঘোষণা করেছে বামফ্রন্ট। পাশাপাশি জয়নগর ও বরানগর উপনির্বাচনেও প্রার্থী দিয়েছে বামেরা। জয়নগরে আরএসপি প্রার্থী সমরেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও বরানগরে সিপিএম প্রার্থী তন্ময় ভট্টাচার্য।

প্রবীর ঘোষকে বিজেপির শিক্ষক সেলের সঙ্গে বিধানসভায় স্মারকলিপি জমা দিতে দেখা যাচ্ছে। এমনই একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। তারপরই উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ফরওয়ার্ড ব্লকের অন্দরে প্রার্থী বদলের বিতর্ক তৈরি হয়। বিকালে বামফ্রন্টের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, বারাসতে প্রার্থী বদল করা হবে। তারপর ফরওয়ার্ড ব্লকের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদক তথা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা করা হয়। তিনি বারাসত পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যানও ছিলেন। ইতিমধ্যেই বারাসতের একাধিক এলাকায় ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী হিসেবে প্রবীর ঘোষের নামে দেওয়াল লিখন হয়ে গিয়েছে। প্রার্থী বদলের ফলে সেই নাম এখন মুছতে তড়িঘড়ি মাঠে নামছেন কর্মী-সমর্থকরা।

প্রার্থী দিল মতুয়ারা

কলকাতা, ১০ এপ্রিল : ভোট এলেই সিএএ প্রসঙ্গ ওঠে। মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেওয়ার বিষয়ে নানা আশ্বাস ও আলোচনা শুরু হয়। কিন্তু কোনও রাজনৈতিক দলই মতুয়াদের জন্য কিছু করছে না। এজন্যই এবার লোকসভা ভোটে রাজ্যের তিন আসনে প্রার্থী দিয়েছে মতুয়াদের সংগঠন 'শ্রীশ্রী শান্তিহরি গুরুচাঁদ মতুয়া ফাউন্ডেশন।' বুধবার রাজ্যের তিন লোকসভা কেন্দ্র বনগাঁ, কৃষ্ণনগর ও বারাসতের জন্য প্রার্থী ঘোষণা করেন তাঁরা।

বনগাঁ কেন্দ্রে সুমিতা পোদ্দার, কৃষ্ণনগরে সঞ্জিৎ বিশ্বাস ও বারাসত কেন্দ্রে সইফুদ্দিন মণ্ডল নির্বাচনে লড়বেন। ১৯৫৯ সালে নির্মল পোদ্দারের উদ্যোগে এই সংগঠনের পথচলা শুরু হলেও বছর পাঁচেক ধরে পূর্ণ উদ্যমে সংস্থা কাজ করে চলেছে। নির্মলবাবুর নাতনিই সুমিতা। প্রশ্ন উঠেছে, এভাবে ভোটের আগে মতুয়াদের পৃথক প্রার্থী দেওয়ায় কোন দল ক্ষতিগ্রস্ত হবে? গতবছর বনগাঁ ও কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে বিজেপি ভালো করেছিল এই মতুয়া ভোটের ওপর ভরসা করে। এবার সেই ভোটের কিছুটা ভাগাভাগি হবে। তার ফলে কোন দল লাভবান হয়, কোন দল ক্ষতিগ্রস্ত সেটাই দেখার।

মোদি-মন্ত্রে প্রচারের নির্দেশ বিজেপির

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১০ এপ্রিল : দিল্লির মসনদ দখলে দেশের লোকসভা ভোটে প্রায় ছন্নছাড়া ইন্ডিয়া জোট প্রচারে বিরোধী মুখ কে তা এখনও তুলে ধরতে পারেনি। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি এবারও ভোটের প্রচারে তাদের মুখ যে সেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই, শুরু থেকেই তা স্পষ্ট করেছে। মোদিজিই যে একমাত্র ভরসা তাদের তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দলের ভোট প্রচারে উঠে আসছেই।

অমিত শা, জেপি নাড্ডা থেকে শুরু করে বিজেপির শীর্ষ নেতারা রাজ্যে রাজ্যে গিয়ে তাঁদের প্রচারে মোদিজির কর্মকাণ্ডের কথা তো বলছেনই বারবার। এমনকি স্বয়ং মোদিজিও পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশে বহু জায়গায় ভোট প্রচারে বারবার তাঁর নিজের কথা উল্লেখ করছেন। বলছেন উচ্চগ্রামে মোদির গ্যারান্টির কথা। দেশের গরিব মানুষের কথা তিনিই ভাবেন বলে দাবি করছেন।

গেরুয়া শিবিরের খবর, সম্ভবত এবারই ভোটে প্রথম এই মোদি মন্ত্রকেই ধ্যান-জ্ঞান হিসেবে প্রচারের কাজে লাগাতে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের সব রাজ্যে দলের লোকসভা ভোট প্রার্থীদের এখনই নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন। একদিকে যখন পশ্চিমবঙ্গে দেশের লোকসভা ভোটে বিরোধী মুখের কথা প্রচারে আনতে পারছেন না শাসকদল তৃণমূল, তখন রাজ্যে বিরোধী বিজেপি মোদিকে সামনে রেখেই ভোট প্রচারে শান দিচ্ছে। শাসকদল তৃণমূলের ভোট প্রচার শুধু কেন্দ্রের বঞ্চনা, কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির বাড়াবাড়ি ও রাজ্য সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে।

বিজেপি সূত্রে খবর, লোকসভা ভোটে প্রার্থীদের সমর্থনে ফেস্টুন, ব্যানার ও প্ল্যাকার্ডে তাঁর ছবির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদিজির ছবিকেও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। এমন বিবিধ নির্দেশিকা এসে পৌঁছেছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছ থেকে।

শুধু তাই নয়, রাজ্যে শাসকদল তৃণমূলের কেন্দ্র ও বিজেপি বিরোধী প্রচারের পালটা হিসেবে বিজেপি প্রার্থী ও দলের লোকজনকে কেন্দ্রের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিকে ফলাও করে প্রচারে আনতে হবে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, কিষান নিধি, স্বচ্ছ ভারত কমিশন, উজ্জ্বলা গ্যাস, আয়ুষ্মান ভারত সহ কেন্দ্রের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথাও জোরদারভাবে প্রচারে আনতে হবে।

কেন্দ্রীয় এই ধরনের প্রকল্পের রূপায়ণে কী কী ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাধার মুখোমুখি হতে হচ্ছে কেন্দ্রকে বিজেপি প্রার্থীদের প্রচারে তাও জোরের সঙ্গে উল্লেখ করতে হবে। উল্লেখ করতে হবে বিশেষভাবে দেশের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রীর নিরলস উদ্যোগের কথাও।

এই সঙ্গে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ, গত লোকসভা ভোটে পশ্চিমবঙ্গে জয়ী বিজেপি সাংসদরা তাঁদের সাংসদ তহবিলের কোটি কোটি টাকা তাঁদের এলাকায় উন্নয়নে কীভাবে কাজে লাগিয়েছেন, সুনির্দিষ্টভাবে তা ভোট প্রচারে রাখতে হবে বিজেপি প্রার্থীদের।

তিক্ততা ভুলে বসন্তোৎসবে অমর্ত্য

আশিস মণ্ডল

শান্তিনিকেতন, ১০ এপ্রিল : প্রথা ভেঙে বুধবার বিশ্বভারতীতে হল বসন্তোৎসব। শুধু সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠানই নয়, লোকসভার মুখে, 'সাম্রাজ্যবাদী আর্থশক্তির মুখে দেশ' প্রসঙ্গ যেমন উঠে এল অর্থনীতিবিদ প্রভাত পট্টনায়েকের আলোচনায়, তেমনই ভিডিও বার্তায় যোগ দিলেন অমর্ত্য সেন।

এদিন বিশ্বভারতীর অর্থনীতি বিভাগের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বসে 'অশোক রুদ্র মেমোরিয়াল লেকচার', এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে বিদেশ থেকে একটি ভিডিও বার্তা পাঠান নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। সেখানে তিনি বলেন, '৯০ বছর আগে যেখানে আমি জন্মেছিলাম, সেখানে আলোচনায় অংশগ্রহণ আনন্দের।

বসন্ত উৎসবের একটি মুহূর্ত। বুধবার বিশ্বভারতীতে। -তথাগত চক্রবর্তী

খুবই মূল্যবান আলোচনা। প্রভাত পট্টনায়েক সদয় হয়ে শান্তিনিকেতনে এসেছেন। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ।' এই ভিডিও বার্তার মাধ্যমে শান্তিনিকেতন নিয়ে অমর্ত্য সেনের আবেগ আরেকবার প্রকাশ পেল, যা মাঝখানে কয়েক বছর অহেতুক বিতর্ক তুলে একটা ফাটল ধরানোর চেষ্টা করেছিল বিজেপির ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ দণ্ডমুণ্ড কর্তারা।

এদিনের আলোচনায় অনেকেই ভার্চুয়াল মোডে যোগদান করেন। এই আলোচনায় সারা বিশ্বের সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে ভারতের কথা উঠে আসে। আলোচনা হয় 'আমাদের দেশে নাটকীয় জিডিপি'র কথা নিয়ে।

'আমাদের দেশে কর্মসংস্থানের অভাব ও দারিদ্র্যের অনেক কারণ রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে বেসরকারিকরণ। এই বেসরকারিকরণ খুব ক্ষতিকর। মানুষের ন্যূনতম রোজগারে নজর দিতে হবে। এর জন্য চাই ফান্ডামেন্টাল ইকনমিক রাইট।' তাঁর মতে, প্রযুক্তিগত বিষয় কৃষিক্ষেত্রে আসবে। কিন্তু সরকারকে কোয়ালিটি এডুকেশন দিতে হবে।

সবমিলিয়ে বলা যেতেই পারে, প্রায় চার বছর পর বিশ্বভারতী তার চেনা ঐতিহ্যে ফিরল। যদিও প্রথমে বিশ্বভারতী বলেছিল, শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া, অধ্যাপক ও কর্মীদের মধ্যে সীমিত পরিসরে এই অনুষ্ঠান হবে। তবে পরে তারা এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে এবং প্রবেশ অবাধ বলে জানায়। কিন্তু আগাম ঘোষণা না করায় এদিনের অনুষ্ঠানে দর্শক তেমন হয়নি বললেই চলে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কারও ব্যবহারে মন খারাপ হতে পারে। বিদেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হবে আজ। বৃষ : পিঠ ও কোমরের ব্যথার কারণে কোনও কাজ বন্ধ রাখতে হতে পারে। পাওনা আদায় হবে। মিথুন : অকারণে মন চঞ্চল হয়ে উঠতে পারে। যে কাজ আরম্ভ করেছেন তা বন্ধ করবেন না। কর্কট : ব্যবসা নিয়ে নতুন ভাবনা শুরু হবে। বাবার পরামর্শে সমস্যা কাটবে। সিংহ : আজ খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। ভাইয়ের সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে আলোচনা। কন্যা : নিজের সিদ্ধান্তের ওপর বিশ্বাস রাখুন। অফিসে সহকর্মীরা আজ সবাই পক্ষে থাকবেন। তুলা : বিদেশে যাওয়ার বাধা কেটে যাবে। সন্তানের পড়াশোনা নিয়ে হঠাৎ দুশ্চিন্তা। বৃশ্চিক : আটকে যাওয়া কাজ আবার শুরু করুন। এবার সফল হবেন। ভাইয়ের সঙ্গে মতভেদ। ধনু : প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় বিচার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়বেন। পেটের অসুখে সমস্যা। মকর : খুব কাছের লোকের দ্বারা প্রতারিত হতে পারেন। পেটের অসুখে সমস্যা। কুম্ভ : হঠাৎ কোনও ব্যক্তি আপনাকে বড় কোনও সুযোগ দিতে পারে। ব্যবসার জন্য ধার করতে হতে পারে। মীন : মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। অগুন থেকে সাবধান থাকুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২৮ চৈত্র, ১৪৩০, ভাঃ ২২ চৈত্র, ১১ এপ্রিল ২০২৪, ২৮ চ'ত, সংবৎ ৩ চৈত্র সুদি, ১ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।২৫ অঃ ৫।৫৩। বৃহস্পতিবার, তৃতীয়া সন্ধ্যা ৬।২১। ভরণীনক্ষত্র প্রাতঃ ৫।৫৮ পরে কৃত্তিকানক্ষত্র শেষরাত্রি ৫।১২। প্রীতিযোগ দিবা ১০।১৯। তৈতিলকরণ দিবা ৭।১১ গতে গরকরণ সন্ধ্যা ৬।২১ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, প্রাতঃ ৫।৫৮ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ১১।৪৬ গতে বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ, শেষরাত্রি ৫।১২ গতে নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই, প্রাতঃ ৫।৫৮ গতে শেষরাত্রি ৫।১২ মধ্যে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, সন্ধ্যা ৬।২১ গতে নৈঋতে। কালবেলাদি ২।৪৬ গতে ৫।৫৩ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৩৯ গতে ১।৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা, দিবা ২।৪৬ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন, প্রাতঃ ৫।৫৮ গতে ২।৪৬ মধ্যে মুখ্যান্নপ্রাশন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শ্রীশ্রী লক্ষ্মীপূজা। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ১০।২২ গতে ১২।৫২ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১২।৪৬ গতে ৩।৫ মধ্যে।

সম্পাদকীয়

বৃহস্পতিবার, ২৮ চৈত্র ১৪৩০, ১১ এপ্রিল ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৪ বর্ষ ■ ৩২২ সংখ্যা

অগ্নিপরীক্ষায় রাহুল

ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধিকে কার্যত সবজান্তা বলে ব্যঙ্গ করেছেন। তাঁর পরামর্শ, রাহুল যেহেতু একটানা ১০ বছর কংগ্রেস নেতা হিসেবে ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছু দলকে দিতে পারেননি, তাই তাঁর অবিলম্বে কাজে বিরতি নেওয়া উচিত। প্রশান্ত যেহেতু কংগ্রেসের কেউ নন এবং তিনি ব্যক্তিগত মতামত জানিয়েছেন, তাই হাত শিবির তাঁর পরামর্শ মানতে বাধ্য নয়। কিন্তু তাঁর কথাগুলি একেবারে পাতে ফেলার অযোগ্য নয়।

গত ১০ বছরে কংগ্রেসে সাংগঠনিক ক্ষয়রোগ চলছে। তার মোকাবিলার টোটকা এতদিনেও দিয়ে উঠতে পারেনি কংগ্রেস। বিজেপি-আরএসএসের মতো শক্তির বিরুদ্ধে রাহুল এবং কংগ্রেস যতই লম্বাচওড়া ভাষণ দিন, কার্যক্ষেত্রে সেগুলি সাফল্য পায়নি। তাই নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে রাহুলের লড়াই জমাট বাঁধছে না। সেই কারণে মোদির থেকেও রাহুলের কাছে এবারের নির্বাচন বিরাট অগ্নিপরীক্ষা। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি চেষ্টা করছেন না, তা নয়। বরং ইউপিএ আমলের তুলনায় মোদি জমানায় রাহুল অনেক বেশি পরিণত, সক্রিয় এবং আমজনতার কাছের মানুষ হতে পেরেছেন।

বিজেপি এবং প্রশান্ত কিশোর মানতে চান বা না চান, রাহুলের ভারত জোড়ো যাত্রা এবং ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় বিপুল সাড়া মিলেছিল। লাদাখে চিনা আগ্রাসন, করোনা সংকট, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, দেশজুড়ে তৈরি হওয়া বিপুল আর্থিক বৈষম্য নিয়ে রাহুল সংসদের অন্দরে এবং বাইরে যে কথাগুলি বারবার বলেছেন, তাতে অসত্য কিছু ছিল না। কংগ্রেসের এবারের নির্বাচনি ইস্তাহারে যে ২৫টি গ্যারান্টির উল্লেখ আছে, সেগুলিও নিতান্তই মামুলি নয়। তবে রাহুলের সাফল্য এই পর্যন্তই সীমাবদ্ধ।

তিনি যে কথাগুলি প্রতিদিন বলছেন, সেগুলি মানুষের কাছে পৌঁছোচ্ছে কি না, সেই খোঁজ কংগ্রেস রাখে না। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচুর মানুষ লক্ষ রাখেন ঠিকই, কিন্তু শুধু সোশ্যাল মিডিয়া দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছানো যায় না। দেশের প্রতিটি বাড়িতে মানুষের কাছে দলের কথা পৌঁছে দেওয়ার জন্য মজবুত সাংগঠনিক কাঠামো প্রয়োজন। কংগ্রেসের সব থেকে বড় অভাব সেটারই। দলীয় সংগঠনের এমন ঢিলেঢালা অবস্থা যে, হাতেগোনা কয়েকটি রাজ্য বাদ দিলে দেশের বড় অংশে কংগ্রেস সাইনবোর্ডে পরিণত হয়েছে।

দীর্ঘকাল কংগ্রেস ক্ষমতা ভোগ করেছে। সরকারি যন্ত্রের সাহায্যে রাজত্ব চালাতে অসুবিধা হয়নি। কিন্তু মোদি জমানায় রাজনীতির সংজ্ঞা এবং ব্যাকরণ দুটোই যে বদলে গিয়েছে, কংগ্রেস তার থই পাচ্ছে না। বিজেপির সংগঠন দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও নরেন্দ্র মোদি বারবার দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি সফর করছেন। একের পর এক রোড শো, জনসভা করছেন। এই জনসংযোগে বিজেপির প্রতি সমর্থন বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়ছে।

হেরে যাওয়ার পর গত পাঁচ বছরে হাতেগোনা কয়েকটি দিন রাহুল আমেথিতে গিয়েছেন। যে রাজ্যগুলিতে কংগ্রেস দুর্বল, সেখানেও সেভাবে সময় দিতে দেখা যায়নি তাঁকে। পিকে'র মতো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বরাতপ্রাপ্ত ভোট কুশলী নির্দ্বিধায় রাহুলের সমালোচনা করতে পারেন। রাস্তায় নেমে রাজনীতি না করলে যে বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মুছে যাওয়া ছাড়া গতি নেই কংগ্রেসের।

রাহুল ছাড়া কংগ্রেসে বিজেপি-আরএসএস এবং মোদি বিরোধিতার সেরকম কোনও মুখ নেই। তিনি সরে গেলে সেই পরিসর হাতছাড়া হয়ে যাবে। কিন্তু শুধু মুখ হয়ে থাকলেই রাজনৈতিক সাফল্য হাতের মুঠোয় আসে না। তাঁর সম্পর্কে পিকে'র কথা ভুল প্রমাণিত করতে হলে রাহুল এবং কংগ্রেসকে রাস্তার লড়াইয়ে নামতে হবে। নিরবচ্ছিন্নভাবে সারাবছর মানুষের সঙ্গে থাকতে হবে। শুধু সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট এবং সাংবাদিক বৈঠক করে সেই কাজ সম্ভব নয়। বরং এতে কংগ্রেসের অস্তিত্ব সংকট আরও তীব্র হবে।

অমৃতধারা

যাঁর নিত্য তাঁরই লীলা। ভক্তের জন্য লীলা। তাঁকে নবরূপে দেখতে পারলে তবে তো ভক্তেরা ভালোবাসতে পারবে। পূর্ণ ও অংশ, - যেমন অগ্নি ও তার স্ফুলিঙ্গ। অবতার ভক্তের জন্য, জ্ঞানীর জন্য নয়। ঈশ্বর অনন্ত হউন, আর যত বড়ই হউন, তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ভিতরের সারবস্তু মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে ও আসে। প্রেম, ভক্তি শেখাবার জন্য ঈশ্বর মানুষ দেহ ধারণ করে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন। অবতারকে দেখা যা, ঈশ্বরকে দেখাও তাই। সরল না হলে চট করে ঈশ্বরে বিশ্বাস হয় না। বিষয়বুদ্ধি থাকলেই কপটতা হয়। সরল না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না। সরলভাবে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।

-শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

বাঙালি মুসলিম নারীর ইদ ও কিছু কথা

প্রতিদিন মুসলিম নারীদের নানা ঘৃণার শিকার হতে হচ্ছে। পরব মানে একা রান্নার ঘানি টানা থেকে মুক্ত হোক এই ইদ।

মৌমিতা আলম

গিজগিজ ভিড়। ভিড় ঠেলে সরু দোকানটার ভিতরে কোনওরকমে ঢুকলাম। পাশে দাঁড়ানো ভদ্রমহিলা পয়লা বৈশাখের বাজার করছেন। তাঁর কেনা নতুন শাড়ির দিকে নজর পড়ল। তখনই আমার পরে একটু দূরে দাঁড়ানো ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন, সাদা পাঞ্জাবি দেখান। দোকানদার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার আব্বার জন্য? ইদের নমাজের তো? জিজ্ঞেস করেই দোকানের মালিক, কর্মচারীকে হাঁক পাড়লেন, যা তো উপর সে সাদাওয়ালা বান্ডিল লে আ!

এবার ইদ ও পয়লা বৈশাখ কাছাকাছি সময়ে। তাই জমে উঠেছে বাজার। জলপাইগুড়ি জেলার কেন্দ্র মাড়োয়ারিপট্টির সব দোকানে তাই থিকথিক ভিড়। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাপড় কিনছেন দুটো ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ।

অর্থনৈতিক উদারীকরণের হাত ধরে আসা কনজিউমারিজমের প্রভাব পড়েছে জাতিধর্মনির্বিশেষে সবার মধ্যেই। তাতে মুনাফা লুটছেন অবাঙালি ব্যবসায়ী। আর এই কনজিউমারিজমের ফলে ঝাঁ চকচকে হয়েছে আমাদের পরবগুলো। ইদও তার ব্যতিক্রম নয়।

নয়ের দশকে ছোটবেলায় দেখেছি পুরোনো সাদা পাঞ্জাবিতে রবিন ব্লু দিয়ে ইদের আগে রোদে শুকোতে দিচ্ছেন বাড়ির মেয়ে-বৌ'রা। পুরোনোটাকেই একটু নতুন করার চেষ্টা। সামর্থ্য অনুযায়ী বাড়ির সবথেকে ছোটজনকে দেওয়া হত নতুন জামা সবার আগে, তারপর টাকা জুটলে বাড়ির যাঁরা নমাজ পড়তে ইদগাহ যাবেন তাঁদের জামা। মা, নানি, মাসি এঁদের ইদগাহ যাওয়া নেই, তাই এঁদের পোশাক ছিল সবথেকে কম গুরুত্বের। ধান কিংবা আনাজপাতি বেচে হাট ফেরত বাবার জন্য উদগ্রীব অপেক্ষা ছিল বাড়ির ছোটদের। যদি আব্বা ইদের জামা আনে!

কিন্তু এখন...?

হাতে মোবাইল নিয়ে শপিং অ্যাপে জামা দেখছে বাড়ির মেয়ে। জামা বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছে ডেলিভারি বয়। জামায় হাত দিয়ে সুতি কি না পরখ করে নেওয়ার রেওয়াজ গিয়েছে, এখন মোবাইল স্ক্রিনে সাজে হরেকরকম পসরা। সেটা থেকেই একটা স্বাচ্ছন্দ্যে বেছে নেয় খরিদ্দার। দরাদরি নেই, নতুন কাপড়ের গন্ধ নেই। সঙ্গে সঙ্গে হাতে টাকা গুনে দেওয়ার বিষয়ও নেই।

গত এক দশক ও বামফ্রন্ট জমানার শেষের দিকে কিছু সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগের ফলে মুসলিমদের মধ্যে এক মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। যাঁরা সারা বছর শহরের ঘেটোতে কাটিয়ে ইদের ছুটিতে বাড়ি ফেরেন। এদের ক্রয় ক্ষমতা ঝলকে পড়ে পোশাক থেকে খাবারে। এই শ্রেণির মহিলারা এখন অনেকেই শাড়িকে পাশ কাটিয়ে লেহেঙ্গা কিংবা সারারা পরছেন।

যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার ফলে গত এক দশক ও তারও বেশি সময় ধরে মুসলিম সমাজের এক বিশাল অংশ পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে বাইরে কর্মরত। এই অংশ বাড়িতে যে টাকা পাঠায় তা দিয়ে একটু সচ্ছলতার মুখ দেখে গ্রামের মুসলিম সমাজ। সারা বছরের সংসারের ঘানি টেনে আসা মহিলারা সবকিছু সামলেও স্বামীর পাঠানো টাকায় নতুন পোশাক কিনতে পারছেন।

পপুলিস্ট রাজনীতির রমরমা বাজারে ক্ষমতায় টিকে থাকতে দক্ষিণপন্থী দলগুলোর জনমোহিনী চমকে দীর্ঘমেয়াদি লাভ না হলেও সমস্ত মহিলাদের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম মহিলাদের হাতেও কিছুটা হলেও কিছু টাকা আসছে। সারাজীবন স্বামী কিংবা বাবার কাছে হাত পেতে টাকা নেওয়া ছাড়া যাঁদের গতি ছিল না, তাঁদের হাতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ১০০০/১২০০ টাকা কিন্তু অনেকটাই। তাই ব্যাংকে টাকা তুলতে গিয়ে শুনতে পাই, ম্যাডাম লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা ঢুকেছে? টাকা ঢুকেছে শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস যে, 'যাক মাইয়াটার ইদের জামা হবে'। সারাদিন পাঁচ বাড়ির কাজ সামলে বাজার ফেরত হাজরা বুবুর মুখেও তাই হাসি ফোটে, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা তুলি সবার তানে জামা কিনিনু দিদিমণি!' ডোল পলিটিক্সকে যতই গালাগাল দিই না কেন, ইদের বাজারে কিন্তু হাজরা কিংবা আমার গ্রামের অসংখ্য মহিলার কাছে ডাইরেক্ট ক্যাশ স্কিমগুলোর ভূমিকা অপরিসীম।

তাদেরও ইদের নতুন পোশাকে আসে আতরের খুশবু। ভোগবাদের ইদের বাজার তাই চাঙ্গা। মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী তাই ক্যালেন্ডারে দাগিয়ে রাখে ইদের মাস। আমার ছোটবেলায় যা ছিল বিরল। তাই ছোট ইদে নিতাম সুতির জামা, বাড়িতে সবসময় পরার মতো জামা। মা বলত, পুজোয় ভালো ভ্যারাইটি আসবে, তখন উঠিয়ে রাখা জামা কিনিস। উঠিয়ে রাখা জামা বলতে যে জামা ট্রাংকে তুলে রাখা হত আর সারাবছর ধরে যতরকম সামাজিক অনুষ্ঠান কিংবা বিয়েবাড়ির সবেতেই সেই একটা জামা ছিল ভরসা। গত দশ বছরে পালটে গিয়েছে ইদের বাজার, অর্থনৈতিক উদারীকরণ, কনজিউমারিজম আর ডোল পলিটিক্সের হাত ধরে। ডোল পলিটিক্সের প্রভাব এতটাই গভীর যে, নরেন্দ্র মোদি একসময় এটাকে রেউড়ি রাজনীতি হিসেবে ব্যঙ্গ করলেও তাঁর দল বিজেপি এখন এই রাজনীতি নিয়েই কিছু রাজ্যে এগোতে চাইছে।

ইদের বাজারের এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কি পালটেছে সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শ্রমের বাজারের খোলস ও সেই বাজারে নারীদের শ্রমের শোষণ? সারা মাস জুড়ে রোজা (উপবাস) করার পর আসে খুশির ইদ যাকে আমরা আগে বলতাম ছোট ইদ (ইদুলফিতর)।

সকাল থেকে সন্ধে উপবাস রাখে সুমারি। তারপর সে মাঠে খাটতে যায়। বাড়ির সকল কাজও সে করে। সেহরিও (ভোর রাতে সূর্য ওঠার আগের খাওয়া) সে বানায়। সে শিখেছে পুরুষতন্ত্রের কাছে যে রোজা রেখে সব কাজ করা সওয়াব (পুণ্যের)। সে প্রশ্ন করে না, আমাদের শিরায় উপশিরায় বাস করা পিতৃতন্ত্র তাকে প্রশ্ন করতে শেখায়নি যে কেন তার স্বামীর বা পরিবারের জন্য নিখুঁত ইফতার তৈরিতে সমস্ত শ্রম তাকে একাই দিতে হবে?

ভোগবাদের বাজারে তাই আজকের মুসলিম নারী তাঁর পছন্দ মতো পোশাক কিনতে পারলেও, শ্রমের বাজারে কিন্তু সে এখনও আগের মতোই শোষিত। আর দুর্ভাগ্যজনক যে, এই শোষণের রূপ সম্পর্কে নারীরা নিজেরাও অজ্ঞ।

যেমন নারীরা আজও অনেকে বঞ্চিত দলবদ্ধ হয়ে মসজিদে ইদের নমাজ পড়ার অধিকার বা পছন্দের স্বাধীনতা থেকে। কিছু জায়গায় এটা চালু হলেও বেশিরভাগ জায়গায় নারীদের দলবদ্ধ নমাজ নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য এসবের কচকচানি বাদ দিলে, একসঙ্গে সংঘবদ্ধ হওয়ার সুযোগ হলে পরস্পর ভাব বিনিময়ের সুযোগ আসে। আসে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শেখার, জানার সুযোগ।

এই সময়ে যখন ঘৃণার বাজার ফুলেফেঁপে উঠেছে। যে ঘৃণার বাজারে প্রতিদিন মুসলিম নারীদের নানা রকম ঘৃণার শিকার হতে হচ্ছে, ইদ হয়ে উঠুক সমতার। শ্রমের বাজারে আসুক সমতা। উৎসব, পরব মানেই একা রান্নার ঘানি টানা থেকে মুক্ত হোক এবারের ইদ। ইদগাহ ভরে উঠুক সবার আগমনে। পুরুষ, নারী ও রামধনু- সবার দোয়ার কলরবে ধ্বনিত হোক বাতাস যেমন এক কবি কল্পনা করেন এক সমতার ইদের :

আম্মির ঘামের সুবাস/ছড়িয়ে পড়ুক/ আব্বার পোশাকে/আম্মি এবং আব্বু/দুজনেই প্রার্থনা করুন/পাশাপাশি বসে।/আমার ছেলে খুঁজে ফিরুক/ইদগাহ ময়দানে আমার মেয়ের/হারিয়ে যাওয়া চপ্পল।/খুতবা শুনে/ আমার রামধনু বন্ধুর/ চোখ জুড়ে বৃষ্টি নামুক।

কবি এই কবিতায় কল্পনা করেছিলেন এক অন্যরকম ইদের, এক অলীক কল্পনার দেশে। বেঁচে থাক কবির স্বপ্ন। স্বপ্নেই তো লুকিয়ে থাকে একদিন সব পালটে ফেলার আলোর হদিস। ইদ হোক সমতার, ইদ হোক খুশির, ইদ হোক ভালোবাসার।

(লেখক ময়নাগুড়ির বাসিন্দা। সাহিত্যিক ও শিক্ষক)

মাজিদুর সরদার

নারীরা আজও অনেকে বঞ্চিত দলবদ্ধ হয়ে মসজিদে ইদের নমাজ পড়ার অধিকার বা পছন্দের স্বাধীনতা থেকে। কিছু জায়গায় এটা চালু হলেও বেশিরভাগ জায়গায় নারীদের দলবদ্ধ নমাজ নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য এসবের কচকচানি বাদ দিলে, একসঙ্গে সংঘবদ্ধ হওয়ার সুযোগ হলে পরস্পর ভাব বিনিময়ের সুযোগ আসে। আসে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শেখার, জানার সুযোগ।

আজ

১৮৮৭

১৮৮৭ সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন চিত্রশিল্পী যামিনী রায়।

১৯১১

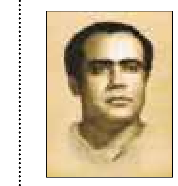

বিশিষ্ট সুরকার অনুপম ঘটকের জন্ম ১৯১১ সালে আজকের দিনে।

আলোচিত

বঙ্গবাসী চিন্তা করবেন না। সবাইকে উলটো ঝুলিয়ে সোজা করে দেওয়া হবে। বিজেপি ৩০ পেরোলে সীমান্ত দিয়ে একটা পরিন্দাও ঢুকতে পারবে না। এত রাগে বোতাম টিপবেন বালুরঘাটে, যেন কলকাতায় মমতা দিদির গায়ে কারেন্ট লাগে।

- অমিত শা

ভাইরাল/১

স্কুল রেসে পড়ে যায় একজন। দ্বিতীয়জন জয়ের লাইনের কাছে চলে গিয়েছিল। কিন্তু লাইন না ছুঁয়ে পড়ে যাওয়া বন্ধুকে সাহায্য করতে ফিরে আসে। বন্ধুকে উঠতে সাহায্য করে। তারপর দুজনে একসঙ্গে জয়ের লাইনে পৌঁছোয়। অভিভাবকরা হাততালি দিয়ে তাদের স্বাগত জানান।

ভাইরাল/২

ব্যাংককে কনসার্টে অরিজিৎ সিং এবং বাদশা খানের পারফর্ম করার কথা ছিল। অরিজিৎ মঞ্চে উঠে পারফর্ম করার সময় বাদশা সেখানে উপস্থিত। মাথা ঝুঁকিয়ে অরিজিতের পা ছোঁন তিনি। অপ্রস্তুত হয়ে যান অরিজিৎ। দুই গায়কের যুগলবন্দিতে মুগ্ধ নেটিজেনরা।

জনমন জনমত

দেশের নির্বাচন পদ্ধতিতে পরিবর্তন প্রয়োজন

সুবিশাল দেশ আমাদের ভারত। দেশে লোকসভা ভোটের মরশুম শুরু হয়েছে এখন। ভাষা, খাদ্য, ভৌগোলিক ও ধর্ম বৈচিত্র্যের সংমিশ্রণে গঠিত এই দেশটির একটি মাত্র মানুষকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করার কাজটা বেশ কঠিন।

লোকসভা ভোট ব্যতীত অন্যান্য বিধানসভা ভোট, পুরসভা বা পঞ্চায়েত ভোট যদি একসঙ্গে করা হয় তাহলে দেশের প্রচুর পরিমাণ সরকারি সম্পদক্ষয় রক্ষা করা যেমন সম্ভব হবে, তেমনই রাজনৈতিক সন্ত্রাসের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে আনা যাবে। উপনির্বাচন বিষয়টা আরও বিলাসিতার ব্যাপার। যে ব্যক্তি একবার পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে যান, তিনি যাতে কোনওমতেই সেই সময়কালে আর অন্য কোনও নির্বাচনে অংশ নিতে না পারেন বা অন্য দলে যোগদান করতে না পারেন এরূপ নিয়ম করা প্রয়োজন।

দেশে নির্বাচন মানে স্বাধীন মতপ্রকাশের উৎসব। কিন্তু ইদানীং সময়ে দেশে নির্বাচন মানে আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছে। পুলিশ-প্যারা মিলিটারির রুটমার্চ, নাকা চেকিং, নির্বাচন কমিশনের তৎপরতা প্রভৃতি দেখে মনে হয় যে নির্বাচন বোধহয় সুষ্ঠু ও অবাধ হবে। কিন্তু পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায়, নির্বাচনের দিন কিছু কিছু জায়গায় দেশের প্রশাসনিক শক্তি পুরোপুরি ভেঙে পড়ে এবং অরাজকতা ঘোলাজলে ভোট লুটপাট হয়ে যায়। ফলে মানুষ কাকে সত্যিকারের নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন সেটা অজানা থেকে যায়। ভুল ব্যক্তি নির্বাচিত হয়ে ভুলভাল কাজ করে মানুষের বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ান তখন।

এই ছাপ্পা ভোট থেকে কিছুটা নিস্তার পাওয়ার জন্য বিশেষ নির্বাচন অ্যাপস বানিয়ে

অনলাইনে ভোটের ব্যবস্থা করা উচিত। কেউ যদি ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে ইচ্ছুক না হন, তিনি যাতে ঘরে বসেই মোবাইল ফোনে ভোট দিতে পারেন সেরকম ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এতে ভোটকেন্দ্রে ভিড় অনেকটা যেমন কমবে, তেমনই মানুষ বাইরের রাজনৈতিক হিংসা এড়িয়ে ঘরে বসেই স্বাধীনভাবে নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবেন।

অমরেশ সিং
তারবান্ধা, ফাঁসিদেওয়া।

গাছে বিজ্ঞাপন নয়

বর্তমানে কোনও কিছু প্রচারের প্রধান মাধ্যম হল বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের দ্বারাই কোনও জিনিস জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞাপনের বাড়বাড়ন্ত একটু বেশি। প্রচারের জন্য যেখানে সেখানে বিজ্ঞাপন লাগানো হচ্ছে। অনেকে আবার গাছে বিজ্ঞাপন লাগান, যা একদমই উচিত নয়। আমরা সবাই জানি গাছেরও প্রাণ আছে।

তাই সেই গাছে বিজ্ঞাপন লাগানো অনুচিত। অনেকে বিজ্ঞাপন লাগানোর জন্য গাছে পেরেক ব্যবহার করেন। বিজ্ঞাপনটি ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে গেলেও সেই পেরেকটি কিন্তু অক্ষত থাকে এবং পরবর্তীতে গাছের ক্ষতি করে।

তাই সকলের কাছে অনুরোধ, গাছে বিজ্ঞাপন লাগানোয় বাধা দিন। যাতে প্রতিটি গাছ সুস্থভাবে বাঁচতে পারে।

দেবাশিস কর্মকার
টেকাটুলি, জলপাইগুড়ি।

সাচার রিপোর্টের দেড় দশক পরেও এক ছবি

ইদের মুখে ভাবার তথ্য। ৬৪.৭ শতাংশ মুসলিম পরিবার দারিদ্র্যসীমার নীচে, ৪৭ শতাংশ মুসলমান খেতমজুর।

মিরাজুল ইসলাম

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন – 'রাজা আসে যায় রাজা বদলায় /জামা কাপড়ের রং বদলায় / দিন বদলায় না!'

আজ থেকে ১৮ বছর আগে বিচারপতি রাজেন্দ্র সাচারের নেতৃত্বে একটি রিপোর্টে তৎকালীন সরকারের মুসলমানদের প্রতি বৈষম্যের নগ্নচিত্র ধরা পড়ে। সেই রিপোর্টে জানা যায়, সারা দেশের তুলনায় বাংলার মুসলমানদের অবস্থা বেশি করুণ। সেই সময় সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের অবস্থান ছিল ২.১ শতাংশ। ইদের আগে একটা কথা মনে হয় বারবার। বর্তমান সরকার মুসলমানদের সামনে উন্নয়নের টোপ ঝুলিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তুলেছে তাতে সন্দেহ নেই। অথচ রিপোর্ট পরবর্তী এই ১৮ বছরে বাঙালি মুসলমানের উন্নতি কতটা হয়েছে?

আজকের সরকারপক্ষ বিরোধী অবস্থায় নানা প্রতিশ্রুতি দিলেও ক্ষমতায় এসে সব ভুলে বসে আছে। সরকার বলে, 'একশো শতাংশ কাজ হয়ে গিয়েছে'। বিরোধীরাও সরকারের মুসলিম তোষণের অভিযোগ চড়া সুরে করেন। কিন্তু বিভিন্ন সমীক্ষার ভিত্তিতে যেসব তথ্য আসছে তাতে দেখা যাচ্ছে মুসলমানদের বিশেষ উন্নতি হয়নি।

মুসলিমদের ওবিসি আওতায় নিয়ে এসে ১৭ শতাংশ সংরক্ষণ দেওয়া হয়। কিন্তু উচ্চশিক্ষা ও সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে এই সংরক্ষণের আইনকে বুড়ো আঙুল দেখানো হচ্ছে। কল্যাণী, যাদবপুর সহ বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডিতে ওবিসি সংরক্ষণ মানা হয়নি। সংরক্ষণ মানা হচ্ছে কি না খতিয়ে দেখার জন্য রাজ্য সরকারের কোনও সেল নেই। কোচবিহার থেকে

কাকদ্বীপে বাইরে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের অধিকাংশ মুসলিম। প্রতীচী ইনস্টিটিউটের রিপোর্ট বলছে, বর্তমানে ৬৪.৭ শতাংশ মুসলিম পরিবার দারিদ্র্যসীমার নীচে, ৪৭ শতাংশ মুসলমান খেতমজুর, দিনমজুর।

ইদের প্রেক্ষাপটে আরও কিছু তথ্য চমকে দিতে পারে। স্টাফসেন্সাস রিপোর্টে জানা যায়, সরকারি চাকরিতে মুসলিমদের অবস্থান ৫.৭৩ শতাংশ। সরকারি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মুসলিম শিক্ষকের অনুপাত ৭.৮ শতাংশ। রাজ্য পুলিশে মুসলিম যোগদান ৯.৪৪ শতাংশ। রাজ্যে স্নাতক করছে ১২.৫ শতাংশ, স্নাতকোত্তর করছে ৭.৭ শতাংশ। উচ্চশিক্ষা ও চাকরিতে যে শতাংশ হার বৃদ্ধি পেয়েছে, তার নেপথ্যে ভূমিকা আল আমিন মিশন সহ অন্য মিশনারি স্কুলগুলির।

উত্তরবঙ্গের মুসলমানরা আরও পিছিয়ে, মুসলিমদের এলাকায় নেই ভালো স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি। মাদ্রাসা স্কুলগুলি পরিকাঠামো ও শিক্ষকের অভাবে বন্ধ হওয়ার মুখে। উত্তরবঙ্গের মুসলিম মেয়েদের উচ্চশিক্ষা, সরকারি চাকরিতে অংশগ্রহণ আরও করুণ। মুসলিমদের উচ্চশিক্ষার জন্য আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হল। শুরুতে ভালো চললেও এখন অর্থ, পরিকাঠামোর অভাব, দুর্নীতি সহ বিভিন্ন রোগে জীর্ণ। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তর দেখছেন। কিন্তু কাজের মধ্যে নজরে পড়েছে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি বিল্ডিং, ৩টি হস্টেল, হজ হাউস, ইমাম ভাতা, ইফতারের মজলিশ ও দুই ইদে রেড রোডের জামাতে ভাষণ। প্রত্যেক বছরে ঘটা করে সংখ্যালঘু বাজেট বরাদ্দ হয়, কিন্তু অধিকাংশ অর্থই ব্যয় হয় না।

বঙ্গে হিন্দু-মুসলমান, শতকের পর শতক পাশাপাশি বাস করলেও এক উদাসীনতা ছুঁয়ে যায় ইদের উৎসবে। আগের বছরে ইদের ছুটিতে কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরছি, ট্রেনে দুজন ভদ্রলোক গল্প করছেন, পরশুদিন অফিস ছুটি। কীসের ছুটি রে? অন্যজন অবজ্ঞার সুরে উত্তর দিলেন 'মুসলমানদের ইদ না মহরম কী একটা আছে।' কলকাতায় ঘর ভাড়া নিতে গেলে আগে জিজ্ঞাসা করে বাঙালি না মহামেডান। দ্বিধায় পড়তে হয়। ইদানীং আমাদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে বিরল রোগ, আমরা কেমন অসহিষ্ণু হয়ে উঠছি। অথচ এই ইদ মিলনের কথা বলে।

(লেখক আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, কুশমণ্ডির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। রাজনীতির বাইরে সবরকম বিষয়ে। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৮০৫

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। রীতিনীতি বা স্বাদু খাবার ৩। আকাট বা নির্বোধ, বোকাসোকা ৪। নিরেট বা কঠিন হয়ে যাওয়া ৫। কলুর বলদ যাকে কেন্দ্র করে ঘোরে ৭। শরীরের যে অংশ কাটলে ব্যথা করে না ১০। প্রাণবায়ু বা আলুর ব্যঞ্জন ১২। কোনও কিছু নষ্ট হয়ে যাওয়া ১৪। অপর্যাপ্ত পরিমাণে বা অঢেল ১৫। জল খাবার বা ব্রেকফাস্ট ১৬। কবল, ফাঁদ বা কৌশল।

উপর-নীচ : ১। পরিসর, বিস্তার বা ক্ষেত্রমান ২। শর্বরী, তামসী অথবা তমা ৩। সব দিক ভেবে বা বুঝে নিয়ে চলা ৬। সংশোধনাগার ৮। সন্ধান অথবা সংবাদ ৯। পাহাড় সংলগ্ন এলাকা ১১। দেশজুড়ে দুর্ভিক্ষ বা অন্নের আকাল ১৩। যাচাই বা পরীক্ষা করে দেখা।

সমাধান ■ ৩৮০৪

পাশাপাশি : ২। অনাদর ৫। তাম্বুলি ৬। বকবকম ৮। বিলি ৯। ভাম ১১। অসমতল ১৩। মিলন ১৪। মানচিত্র।

উপর-নীচ : ১। তোতাপাখি ২। অলি ৩। দণ্ডক ৪। ভরম ৬। বলি ৭। বয়াম ৮। বিরাম ৯। ভাল ১০। রোষানল ১১। অনূঢ়া ১২। তর্জন ১৩। মিত্র।

বিন্দুবিসর্গ

টুকরো খবর

বাস খাদে, মৃত ১৫

ছত্তিশগড়ের দুর্গ জেলায় বাস দুর্ঘটনায় অন্তত পক্ষে ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ১২-র বেশি। মঙ্গলবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কুমহারি থানার খাপরি গ্রামের কাছে। বাসটি একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মীদের নিয়ে ফিরছিল। আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হুড়মুড় করে এক গভীর খাদে পড়ে যায়। এসপি হরিশ পাতিল জানিয়েছেন, রাত ৮টা ৩০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। বাসযাত্রীরা কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। বাসে যাত্রীসংখ্যা ছিল ৩০-এর বেশি।

ওয়াশিংটনে অস্ত্রসম্ভার। যা পাঠানো হচ্ছে ইউক্রেনে। বুধবার।

বিড়াল বাঁচাতে মৃত ৫

বর্জ্যভর্তি গর্তে পড়ে গিয়েছিল বিড়াল। তাকে বাঁচাতে এক ব্যক্তি ঝাঁপান। তিনি কাদায় আটকে যান। এবার তাঁকে উদ্ধার করতে আরও পাঁচজন ঝাঁপিয়ে পড়েন। মঙ্গলবার মহারাষ্ট্রের আহমেদনগর জেলার নেভাসার ওয়াকড়ি গ্রামে ছ'জন ঝাঁপিয়ে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন মারা গিয়েছেন। এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করা গিয়েছে। হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে। নেভাসার পুলিশ ইনস্পেকটর ধনঞ্জয় যাদব জানিয়েছেন, বুধবার দেহগুলি ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

মাছ বিতর্কে তেজস্বী

নবরাত্রির সপ্তাহে তেজস্বী যাদবের মাছ খাওয়া নিয়ে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি। সাংসদ গিরিরাজ সিং এক হাত নিয়ে লালুপুত্রকে 'মরশুমি সনাতনি' বলে মন্তব্য করেছেন। তার সপাটে জবাব দিলেন বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, নবরাত্রি পড়ার আগে তিনি মাছ খেয়েছেন।
মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও পোস্ট করেছিলেন তেজস্বী যাদব। তাতে দেখা গিয়েছে, হেলিকপ্টারে বসে তেজস্বী রুটির সঙ্গে পাবদা মাছ খাচ্ছেন। তা দেখে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী গিরিরাজ আক্রমণ শানান। বলেন, নবরাত্রিতে মাছ খেয়ে তেজস্বী সনাতন হিন্দুধর্মের অপমান করেছেন। লালুপুত্রের সাফ কথা, তিনি বিজেপির লোকদের আই-কিউ টেস্ট নিতে ছবিটি পোস্ট করেছেন। ভিডিওটি ৮ এপ্রিল তোলা। যাঁরা সমালোচনা করছেন তাঁরা লেখাপড়া জানেন না। বেকারত্ব, পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশা, দারিদ্র্যের মতো ইস্যু নিয়ে তাঁরা কথা বলেন না।'

'লালু শুধু পরিবারের'

মাসকয়েক আগেও বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তেজস্বী যাদব। নীতীশ কুমারের পালাবদলের পর নতুন সরকারে উপমুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন বিজেপি নেতা সম্রাট চৌধুরী। মঙ্গলবার বিরোধী দল আরজেডির প্রধান লালুপ্রসাদ যাদবের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন তিনি। সম্রাটের অভিযোগ, লালুপ্রসাদ সাম্প্রদায়িক বিভেদ তৈরি করার চেষ্টা করছেন। তিনি শুধু পরিবারের কথা ভাবেন। উপমুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'বিহারের মানুষ জানেন লালুপ্রসাদ যাদব একজন দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা যিনি শুধু পরিবারের কথা ভেবে কাজ করেন। পরিবারের বাইরে কারও জন্য কিছু করতে পারেন না। তিনি সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ তৈরির চেষ্টা করছেন... এটা তাঁর পুরোনো অভ্যাস।'

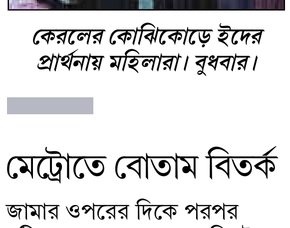

কেরলের কোঝিকোড়ে ইদের প্রার্থনায় মহিলারা। বুধবার।

মেট্রোতে বোতাম বিতর্ক

জামার ওপরের দিকে পরপর দুটি বোতাম খোলা। বেশ কিছুটা বুক দেখা যাচ্ছে। পোশাক অপরিচ্ছন্ন। এই কারণে মঙ্গলবার বেঙ্গালুরুর ডড্ডাকাল্লাসান্দ্রা মেট্রো স্টেশনে এক ব্যক্তিকে ট্রেনে উঠতে দেওয়া হল না। বেঙ্গালুরু মেট্রো কর্তৃপক্ষের এই আচরণে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। এক সহযাত্রী ঘটনাটি রেকর্ড করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করায় নেটিজেনদের মধ্যে জোর সমালোচনা শুরু হয়েছে। সহযাত্রীটি লিখেছেন, 'এইমাত্র আমার সামনে ঘটনাটি ঘটেছে। ওই ব্যক্তিকে তার জামার ওপরের দুটি বোতাম সেলাই করতে বলা হয়েছে।'

সোনার চেয়ে দামি হাসি

মুম্বইয়ে এক অনুষ্ঠানে অভিনেত্রী বিদ্যা বালন। বুধবার। - এএফপি

মমতাবালার শপথ নিয়ে বিতর্ক

ইষ্টদেবতা হরিচাঁদ ঠাকুরের নাম না মানায় ক্ষুব্ধ সাংসদ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল : নিজেদের ইষ্টদেবতার নামে শপথ নেওয়ায় শপথ বাতিল হল তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে নিজেদের ইষ্টদেবতা হরিচাঁদ ঠাকুরের নামে শপথ নিলেও তার মান্যতা না মেলায় ফের দ্বিতীয়বার শপথ নিতে হল মতুয়া সম্প্রদায় থেকে আসা মমতাবালা ঠাকুরকে। যদিও সূত্রের খবর, বিজেপির এক সাংসদ জয় শ্রী রামের নামে শপথ নিলেও তার বৈধতা দেন চেয়ারম্যান। আর এই ঘটনাকে ঘিরেই শুরু হল বিতর্ক। উল্লেখ্য, তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যসভায় ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ির সদস্য মমতাবালা ঠাকুরকে এবারে মনোনয়ন দিয়েছে। প্রথমবার নিজেদের ইস্টদেবতা হরিচাঁদ গুরুচাঁদের নামে শপথ নেওয়ার পর শপথ বাতিল হলে ফের দ্বিতীয়বার তিনি ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করেন।

শপথ গ্রহণের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন মমতাবালা ঠাকুর। বলেন, 'মতুয়া সমাজের জন্য সবচেয়ে কলঙ্কের দিন আজ।' তিনি অভিযোগ করেন, এর আগে কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর, শান্তনু ঠাকুর এমনকি তিনি নিজেও লোকসভায় হরিচাঁদ গুরুচাঁদের নামে শপথ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সেই সময় কোনও বাধা আসেনি অথচ বুধবার শপথ গ্রহণে বাধা পেলেন তৃণমূলের

রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর। প্রথমবারের শপথ বাতিল করে দ্বিতীয়বার তাঁকে আবার শপথ নিতে বাধ্য করেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তথা উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর।

এদিন মমতাবালা বলেন, 'সারা দেশে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি মতুয়া সম্প্রদায় রয়েছে। আজ যে ঘটনা ঘটল তার প্রভাব বিজেপি টের পাবে ভোটের ফলাফলে।' তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'ভোটের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী ঠাকুরবাড়িতে গিয়েছিলেন বড়মাকে প্রণাম করতে, হরিচাঁদ-গুরুচাঁদের নাম নিতে। অথচ আজ সংসদে এসে শপথ নিতে গিয়ে আমার ঠাকুরের নাম নিতে দেওয়া হল না। এর থেকে দুঃখজনক ঘটনা আর কিছু নেই। মতুয়া সমাজের সবচেয়ে কলঙ্কের দিন আজ।'

তৃণমূলের নতুন রাজ্যসভার সাংসদ এদিন বলেন, এর মাধ্যমে হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের অপমান করা হয়েছে। এদিন রাজ্যসভায় মোট ১০ জন সাংসদ শপথ নেন। সাগরিকা ঘোষও এদিন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ হিসাবে শপথ নেন।

অন্যদিকে বড়মা বীণাপাণি দেবীর ঘরকে কেন্দ্র করে ঠাকুরবাড়ির মধ্যে বিভাজন স্পষ্ট হয়েছে। একদিকে বড়মা বীণাপাণি দেবীর নাতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, অন্যদিকে বীণাপাণি দেবীর পুত্রবধূ মমতাবালা ঠাকুর। সম্প্রতি বড়মার ঘর নিয়ে ঠাকুরবাড়ির এই দুই পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব চরমে উঠেছে। জানা গিয়েছে, এদিন শপথ গ্রহণের পর রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এবং দেশের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকরকে আলাদাভাবে সেই বিষয়ে অবগত করিয়েছেন মমতা বালা ঠাকুর। রাজ্যসভার চেয়ারম্যানও পুরো বিষয়টি শুনে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

চিন সীমান্ত নিয়ে সরব মোদি

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল : লাদাখ থেকে অরুণাচলপ্রদেশ। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর চাপ তৈরির চেষ্টা করছে চিন। গালওয়ানে দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর উত্তেজনার পারদ আরও চড়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারত-চিন সীমান্ত সমস্যা নিয়ে সরব হলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক সাক্ষাৎকারে মোদি বলেন, 'আঞ্চলিক এবং বিশ্বশান্তির স্বার্থে ভারত-চিন সম্পর্কে স্থিতিশীলতা রক্ষা করা জরুরি। আমার বিশ্বাস যে, অবিলম্বে আমাদের সীমান্ত সমস্যা জরুরিভিত্তিতে মোকাবিলা করতে হবে। স্থিতিশীল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রতিবন্ধকতাগুলিকে দূর করা প্রয়োজন।'

এদিকে, বিরোধী ইন্ডিয়া জোট চিন্তাভাবনার দিক থেকেও দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে বলে তোপ দাগলেন মোদি। বুধবার মহারাষ্ট্রের রামটেকে এনডিএ-র একটি জনসভায় বক্তৃতা দেন তিনি। কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলি বারবার অভিযোগ করছে, বিজেপি ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে জিতলে দেশের সংবিধান এবং গণতন্ত্র বিপন্ন হবে। সেই অভিযোগকে খণ্ডন করে মোদি বলেন, 'বিরোধীরা এই অভিযোগ অটলবিহারী বাজপেয়ীর সময়ও করত। আমি এমন কোনও নির্বাচন দেখিনি যেখানে বিরোধীরা এই ধরনের অভিযোগ করেনি। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এরা চিন্তাভাবনার স্তরেও কতটা দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে যে নতুন কোনও আইডিয়ার কথা ভাবতেও পারে না।'

প্রধানমন্ত্রীর সাফ কথা, 'বিরোধীরা যত আমাকে গালি দেবে, আমার স্বর্গীয় বাবা-মাকে গালি দেবে, ইভিএমকে গালি দেবে ততই বিজেপি ৪০০ আসন জয়ের সংকল্প পূরণের পথে এগোবে।'

তামিলনাড়ুতে ডিএমকে-র বিরুদ্ধে পরিবারতন্ত্র এবং দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হন মোদি। সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার অভিযোগও তোলেন মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের ছেলে উদয়নিধি এবং কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে।

মাস্কের বিশাল বিনিয়োগ ভারতে

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল : ভারত সফরে আসছে টেসলা, স্পেসএক্স, এক্সের কর্ণধার এলন মাস্ক। এপ্রিলের চতুর্থ সপ্তাহে দিল্লিতে আসার পরিকল্পনা রয়েছে মাস্কের। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। বিশ্বের প্রথমসারির ধনকুবের ভারতে টেসলার গাড়ি তৈরির জন্য বিপুল অঙ্কের লগ্নির কথা ঘোষণা করতে পারেন। ভারতীয় মুদ্রায় যা সাড়ে ১৬ হাজার কোটি টাকার গণ্ডি টপকে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

হেপাটাইটিস বি, সি সংক্রমণে বিশ্বে দুইয়ে ভারত

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল : গোটা বিশ্বে হেপাটাইটিস বি এবং সি'র প্রকোপ বাড়ছে। আক্রান্তদের বড় অংশ ভারতীয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, হেপাটাইটিস আক্রান্ত দেশের তালিকায় দু'নম্বরে রয়েছে ভারত। ২০২২ সালে এদেশে হেপাটাইটিস বি-তে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২.৯৮ কোটি। হেপাটাইটিস সি-তে আক্রান্ত হয়েছিলেন ৫৫ লক্ষের বেশি। হেপাটাইটিস আক্রান্তের সংখ্যার নিরিখে বিশ্বে একনম্বরে রয়েছে চিন। সেখানে ৩.৬ কোটির বেশি মানুষ এই রোগে আক্রান্ত।

রিপোর্ট অনুযায়ী, পৃথিবীতে হেপাটাইটিস বি ও সি'র বাহক ২৫ কোটির বেশি। হেপাটাইটিস হল লিভারের প্রদাহজনিত রোগ। বিভিন্ন ধরনের হেপাটাইটিসের উপসর্গ আলাদা। দূষিত খাবার ও পানীয় থেকে হতে পারে হেপাটাইটিস এ এবং ই। হেপাটাইটিস বি ও সি হল এক ধরনের ডিএনএ ভাইরাস যা রক্ত, থুতু এমনকি বীর্যের মাধ্যমে ছড়াতে পারে। ক্ষুর, ব্রাশ, সুচ বা শারীরিক সম্পর্কের মাধ্যমে এটি একজনের দেহ থেকে অন্যজনের দেহে বাসা বাঁধে। এই ভাইরাস ক্ষতি করে লিভারের। হেপাটাইটিসে আক্রান্ত হলে জ্বর, সাদা মল, হলুদ প্রস্রাব, বমি ভাব, জন্ডিসের মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

হু-রিপোর্ট

- ২০২২ সালে ভারতে হেপাটাইটিস বি-তে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২.৯৮ কোটি
- হেপাটাইটিস সি-তে আক্রান্ত হয়েছিলেন ৫৫ লক্ষের বেশি
- পৃথিবীতে হেপাটাইটিস বি ও সি'র বাহক ২৫ কোটি
- প্রতিবছর বিশ্বে ১০ কোটির বেশি মানুষ হেপাটাইটিসে আক্রান্ত হন

এক দেশ, দুই মা

কেউ উৎসবে, কেউ হাহাকারে। তিরুবনন্তপুরমে ইদের নমাজে সন্তান নিয়ে মা। ইম্ফলে ত্রাণশিবিরে মায়ের মুখে আবার অন্য অভিব্যক্তি। বুধবার। - পিটিআই

শারদও রাজি ছিলেন : প্রফুল

মুম্বই, ১০ এপ্রিল : আগামী সপ্তাহে লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। তার আগে এনসিপি'র অজিত গোষ্ঠীর নেতা প্রফুল প্যাটেল বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন। বুধবার তিনি দাবি করলেন, শারদ পাওয়ার বিজেপির হাত ধরতে ৫০ শতাংশ রাজি ছিলেন। কিন্তু শেষমুহূর্তে শারদ বেঁকে বসায় তা হয়নি। এই বিষয়ে সুপ্রিয়া সুলের তরফে প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি(এনসিপি)-র নেতৃত্ব নিয়ে ২০২৩ সালের মাঝামাঝি এনসিপিতে গোষ্ঠীকোন্দল চরমে উঠেছিল। সেইসময় এনসিপি থেকে বেরিয়ে আসেন শারদ পাওয়ারের ভাইপো অজিত পাওয়ার। তিনি ন'জন বিধায়ককে নিয়ে একনাথ শিন্ডে পরিচালিত মহারাষ্ট্র মন্ত্রীসভায় যোগ দেন। ২ জুলাই সপার্ষদ শপথ নেন অজিত পাওয়ার। উপমুখ্যমন্ত্রী হন অজিত। প্রফুল প্যাটেলের দাবি, জুলাইয়ের ১৫-১৬ তারিখে অজিত ও তাঁর সঙ্গীরা শারদ পাওয়ারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। পুনেতে বৈঠক হয়েছিল। শারদ পাওয়ারকে বিজেপির হাত ধরতে জোরাজুরি করা হয়। তিনি আংশিক রাজি হলেও শেষ মুহূর্তে অগ্রাহ্য করেন। শারদ পাওয়ার গোষ্ঠীর বক্তব্য, ভোটের মুখে এই সমস্ত বলে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা চলছে।

পদ্মই মাথাব্যথা শশীর

তিরুবনন্তপুরম, ১০ এপ্রিল : রেকর্ড বলছে, ১৯৫২ থেকে একটানা চারবার কাউকেই লোকসভায় নির্বাচিত করে পাঠাননি তিরুবনন্তপুরমের ভোটাররা। কংগ্রেসের এ চার্লস ১৯৮৪, ১৯৮৯ এবং ১৯৯১ সালে টানা তিনবার জিতেছিলেন। কিন্তু ১৯৯৬ সালে সিপিআইয়ের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন তিনি। থারুরও ২০০৯ থেকে একটানা তিনবার জয়ী হয়েছেন। মোদি ঝড়ের সামনেও অটুট ছিল তিরুবনন্তপুরমের হাত দুর্গ।

রাষ্ট্রসংঘের প্রাক্তন অবরসচিবের বিরুদ্ধে এবার বিজেপি প্রার্থী করেছে কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখরকে। ধার ও ভারের দিক থেকে থারুরের তুলনায় তিনি কোনও অংশে কম যান না। সুবক্তা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আস্থাভাজন, উদ্যোগপতি এবং প্রযুক্তিবিদ হিসেবে চন্দ্রশেখর নিঃসন্দেহে কেরলে বিজেপির অন্যতম তুরুপের তাস। গেরুয়া শিবিরের আশা, রাজীব চন্দ্রশেখরের হাত ধরেই শ্রী পদ্মনাভস্বামীর মাটিতে 'পদ্ম' ফুটবে। কংগ্রেস-বিজেপির এই লড়াইয়ে বামেরা হাল ছাড়তে নারাজ।

এলডিএফ এবার প্রার্থী করেছে তিরুবনন্তপুরমেরই প্রাক্তন সিপিআই সাংসদ বর্ষীয়ান পি রবীন্দ্রনকে। যেহেতু তিরুবনন্তপুরম লোকসভার ৭টি বিধানসভার মধ্যে পাঁচটিই সিপিএমের দখলে রয়েছে তাই বামেরা এই আসন ফিরে পেতে মরিয়া। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, বিজেপির জয়ের সম্ভাবনা দেখা দিলে সিপিএমের ভোট থারুরের অনুকূলে ট্রান্সফার করা হতে পারে। তবে বামেরা লড়াইয়ে থাকলেও প্রচারের যাবতীয় নজর কাড়ছেন থারুর এবং চন্দ্রশেখর। কেরলে ২৬ এপ্রিল ভোট।

সম্প্রতি চন্দ্রশেখরের বিরুদ্ধে টাকা দিয়ে ভোট কেনার অভিযোগ তুলেছিলেন থারুর। এর জবাবে থারুরকে একটি মানহানির নোটিশ পাঠিয়েছেন চন্দ্রশেখর। কংগ্রেস প্রার্থীকে নিঃশর্ত ক্ষমাও চেয়ে নিতে বলেছেন তিনি। থারুর সম্প্রতি এক্সে লেখেন, 'মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা এবং ১০ বছর ধরে বিজেপির বিদ্বেষের রাজনীতি নিয়ে বিতর্ক হোক। সেইসঙ্গে গত ১৫ বছরে তিরুবনন্তপুরমে আমরা যে সমস্ত উন্নয়ন করেছি সেগুলি নিয়েও আলোচনা হোক।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিজের সরকারি লেটারহেড ব্যবহার করায় তাঁর বিরুদ্ধে কমিশনে নালিশও জানিয়েছে কংগ্রেস।

৪০০ আসনের স্বপ্ন ছোঁয়ার জন্য মোদি-শা-নাড্ডাদের কাছে এবারের ভোটে পাখির চোখ যে দক্ষিণ ভারত তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে চন্দ্রশেখর চেষ্টার কোনও কসুর রাখছেন না। ভোটারদের মন টানার পাশাপাশি কংগ্রেসের ঘর ভাঙানোর চেষ্টাও জারি রেখেছেন তিনি। মার্চের শেষ সপ্তাহে অন্তত ৬০ জন স্থানীয় প্রভাবশালী কংগ্রেস কর্মী বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন।

নজরকাড়া কেন্দ্র/তিরুবনন্তপুরম

নমাজে শশী থারুর। বুধবার তিরুবনন্তপুরমে।

দ্বিগুণ কর মারাঠি সাইনবোর্ড না থাকলে

মুম্বই, ১০ এপ্রিল : লোকসভা ভোটের আগে মারাঠি ভোটব্যাংক নিয়ে সতর্ক সব দল। দাবি-দাওয়া নিয়ে সুর চড়াচ্ছেন মারাঠি সংরক্ষণের দাবিতে আন্দোলনকারী নেতারা। এই পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন ফরমান জারি করেছে বৃহৎ মুম্বই পুরসভা (বিএমসি)। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, যেসব সংস্থার সাইনবোর্ডে মারাঠি ভাষা ব্যবহার করা হবে না তাদের দ্বিগুণ হারে সম্পত্তি কর দিতে হবে। আইনি পদক্ষেপের ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে পুরসভার তরফে। প্রয়োজনে মারাঠি ভাষাহীন সাইনবোর্ডগুলির লাইসেন্স বাতিল করা হবে। বাজেয়াপ্ত করা হবে আমানত। সেক্ষেত্রে নতুন করে লাইসেন্স পেতে ২৫ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে হবে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে।

সূত্রের খবর, সাইনবোর্ডে মারাঠি ভাষা ব্যবহার নিয়ে কড়াকড়ি শুরু করে দিয়েছে পুরসভা। মার্চ পর্যন্ত ৮৭,০৪৭টি দোকান ও সংস্থায় গিয়েছে পুরসভার প্রতিনিধি দল। দেখা গিয়েছে ৯৬.৫ শতাংশ সাইনবোর্ডে মারাঠি রয়েছে।

মারাঠি ব্যবহার না করা ৩,০৪০টি প্রতিষ্ঠানকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে মুম্বই পুরসভার ক্ষমতা রয়েছে একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন শিবসেনার হাতে। পুরসভার নির্দেশিকাকে নির্বাচনি চমক বলে দাবি করেছে উদ্ধব ঠাকরের ইউবিটি। দলের মুখপাত্র আনন্দ দুবে বলেন, 'মানুষ সাইনবোর্ডে মারাঠি ভাষা ব্যবহার করতে ভালোবাসেন। কিন্তু আদর্শ আচরণবিধি জারি থাকায় এই ধরনের নির্দেশিকা জারি করার অর্থ কী হতে পারে? এটা কার নির্দেশে হয়েছে? এর উত্তর বিএমসি কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে।'

নেতানিয়াহুকে তোপ

ক্রমশ চাপ বাড়াচ্ছেন বাইডেন

ওয়াশিংটন, ১০ এপ্রিল : গাজা ইস্যুতে ইজরায়েলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়াচ্ছে সব ঋতুর বন্ধু আমেরিকা! ইজরায়েলের সেনা অভিযানে রাশ টানতে প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর ওপর চাপ বাড়াচ্ছেন খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। কয়েকসপ্তাহ ধরে খোলাখুলি গাজায় ইজরায়েলি অভিযান বন্ধ করার বার্তা দিচ্ছিলেন তিনি। বুধবার একধাপ এগিয়ে মার্কিন শীর্ষ নেতা বলেছেন, 'গাজায় উনি (নেতানিয়াহু) যা করছেন সেটা ভুল।'

দিনকয়েক আগে গাজায় খাবার সরবরাহকারী একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কেন্দ্রে হামলা চালিয়েছিল ইজরায়েলি সেনা। ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে কমপক্ষে ১১ জনের মৃত্যু হয়। নিহতদের মধ্যে বিভিন্ন দেশের নাগরিকরা রয়েছেন। তারপরেই গাজায় সেনা অভিযান বন্ধ করতে ইজরায়েলের ওপর চাপ বাড়িয়েছে মার্কিন প্রশাসন। আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবীদের মৃত্যু নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করলেও নিজের অবস্থানে অনড় নেতানিয়াহু। প্রধানমন্ত্রীর সাফ কথা, 'ইহুদি বিরোধী জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসকে নির্মূল করতে গাজায় সেনা অভিযান চালিয়ে যাবে ইজরায়েল।' এদিকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ইরান ও ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা। আমেরিকা ঘনিষ্ঠ আরব দেশগুলিতেও নেতানিয়াহুকে নিয়ে অসন্তোষ বাড়ছে। বন্ধু রাষ্ট্রপ্রধানকে নিয়ে বাইডেনের মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

মোদিকে কটাক্ষ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল : কংগ্রেসের নির্বাচনি ইস্তাহারে মুসলিম লিগের ছাপ রয়েছে বলে আক্রমণ শানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোশ্যাল মিডিয়ায় এদিন রাহুল গান্ধি নাম না করে লিখেছেন, 'রাজনীতির মঞ্চ থেকে মিথ্যা বর্ষণ করলেও ইতিহাস বদলে যাবে না। দেশের বিভাজন যারা চাইত সেই শক্তির সঙ্গে কারা হাত মিলিয়ে তাদের বাধ্য করেছিল এবং কারা দেশের একতা ও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিল ইতিহাস তার সাক্ষী। কারা ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় ইংরেজদের পাশে ছিল? যখন কংগ্রেস নেতারা জেলে বন্দি ছিলেন।'

কেজরি মামলা শুনল না সুপ্রিম কোর্ট

আপ মন্ত্রীর ইস্তফা

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল : আপের আশঙ্কাই শেষমেশ সত্যি হল। পুরোটা না হলেও খানিকটা তো বটেই। আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জেল-পর্বের মধ্যেই আপ মন্ত্রীসভা থেকে ইস্তফা দিলেন দিল্লির সমাজকল্যাণ ও এসসি, এসটি কল্যাণমন্ত্রী রাজকুমার আনন্দ। দলের বিরুদ্ধে দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগ তুলে আপ থেকেও পদত্যাগ করেছেন তিনি। যদিও আপ নেতৃত্বের পালটা দাবি, বিজেপির চাপেই এই পদক্ষেপ করেছেন আনন্দ।

দিল্লি হাইকোর্ট মঙ্গলবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জামিনের আবেদন খারিজ করে তাঁর গ্রেপ্তারি বৈধ বলে জানিয়েছিল। ওই রায়ের বিরুদ্ধে বুধবার সুপ্রিম কোর্টে গিয়েও সাফল্য পাননি আপ সুপ্রিমো। জরুরিভিত্তিতে শুনানির আবেদন করেছিলেন আপ সুপ্রিমোর আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি। কিন্তু প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় তাতে সায় দেননি। বৃহস্পতিবার ইদ, শুক্রবার স্থানীয় ছুটি এবং শনি ও রবি সপ্তাহান্তের ছুটির কারণের সোমবার তাঁর মামলার শুনানি হবে বলে জানিয়ে দেয় শীর্ষ আদালত। অর্থাৎ এই সপ্তাহে তিহার জেলেই থাকতে হচ্ছে কেজরিওয়ালকে। এই ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই আনন্দের ইস্তফা ঝাড়ুবাহিনীকে অস্বস্তিতে ফেলেছে।

আবগারি দুর্নীতিতে কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারির পর আনন্দই প্রথম মন্ত্রী যিনি পদত্যাগ করলেন।

সুন্দরবনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

টিঙ্কু বড়াইক, *শিক্ষক*
সলসলাবাড়ি মডেল হাইস্কুল
সলসলাবাড়ি, আলিপুরদুয়ার

২০২৫ সালে মাধ্যমিকে নদীর কাজ এবং হিমবাহের কাজের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রথম থেকেই তোমরা এই অধ্যায়গুলোর বড় প্রশ্ন, টিকা এবং টেক্সটবুকের লাইন ধরে এই দুটি অধ্যায় খুব ভালো করে তৈরি রাখবে ছবি সহ। নীচে নদী অধ্যায়ের দুটি প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

প্রশ্ন 1. সুন্দরবনের বদ্বীপ অংশে যথা লোহাচড়া, ঘোড়ামারা ও নিউমুর দ্বীপগুলির ওপর বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ব্যাখ্যা করো।

উত্তর:-সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ অঞ্চল যা সমগ্র ভারত ও বাংলাদেশের সক্রিয় বদ্বীপ অংশে অবস্থিত। ভারতের সুন্দরবন অঞ্চলের আয়তন প্রায় ৪,৬২৪ বর্গ কিলোমিটার। ভারতে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য প্রায় ৪১% স্থানজুড়ে অবস্থান করেছে যা বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য অঞ্চল। ১৯২৭ সালে ইহা সংরক্ষিত বনভূমি, ১৯৮৭ সালে ইউনেসকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট, ১৯৮৯ সালে ভারত সরকার বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সুন্দরবনের ১০২টি দ্বীপের মধ্যে ৫৬টি দ্বীপে প্রায় ৪৫ লক্ষ মানুষ বসবাস করেন।

দ্বীপগুলির বর্তমান অবস্থান ও জলবায়ুর প্রভাব :-

জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় এখানকার দ্বীপগুলির ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে যা নিম্নরূপ-

A. লোহাচড়া দ্বীপ :-

অবস্থান :- হুগলি নদীর মোহনায় গঠিত এই দ্বীপটি সুন্দরবনের ক্ষুদ্র দ্বীপ।

বর্তমান অবস্থা :-

১৯৮০ সালে এই দ্বীপটি বিলীন হতে শুরু করে, যা ১৯৯৫ সালে উপগ্রহ চিত্রে আর দেখা যায় না। ২০০৭ সালে এই দ্বীপটির কিছু অংশ আবার দৃশ্যমান হতে শুরু করে।

কারণ :-

1. সমুদ্র জলতলের উত্থান ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে

2. বিপর্যয় বেশি হওয়ায় উপকূলভাগে ক্ষয় ও ম্যানগ্রোভ বনভূমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

B. ঘোড়ামারা দ্বীপ

অবস্থান:-হুগলি নদীর মোহনায় এই দ্বীপটি অবস্থিত।

বর্তমান অবস্থা:-

১৯৭৫ সালে এই দ্বীপটির মোট ক্ষেত্রমান ছিল ৮.৫১ বর্গ কিলোমিটার, ২০১২ সালে সামুদ্রিক ক্ষয়ের ফলে এর আয়তন কমে দাঁড়ায় ৪.৪ বর্গ কিমিতে।

কারণ :-

1. সমুদ্রজলের উচ্চতা বৃদ্ধি এই বদ্বীপ ধ্বংসের মূল কারণ বলে মনে করেন বিজ্ঞানীরা।

2. সমুদ্রস্রোতের আঘাতে উপকূলভাগের ব্যাপক ক্ষয় ঘটে।

C. নিউমুর দ্বীপ :-

অবস্থান :-

বঙ্গোপসাগরের হাঁড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায় অবস্থিত জনমানবশূন্য নতুন দ্বীপটি হল নিউমুর, বাংলাদেশে যা তালপট্টি নামে পরিচিত।

বর্তমান অবস্থা :-

১৯৭০ সালে এই দ্বীপটির উত্থান ঘটে ভোলা ঘূর্ণিঝড় যা ২০১০ সালে দ্বীপটি নিমজ্জিত হয়ে যায় কেবলমাত্র ভাটার সময় দ্বীপটির কিছু অংশ দৃশ্যমান হয়।

কারণ :- জলবায়ুর পরিবর্তন, বৃষ্টিপাতের পার্থক্য ও উপকূলভাগের ক্ষয়কার্যের ফলে দ্বীপটির অবনমন ঘটেছে।

প্রশ্ন:-2. সুন্দরবনের বদ্বীপ অংশে পৃথিবীব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ব্যাখ্যা করো।

উত্তর :- বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে সুন্দরবন অঞ্চলের উষ্ণতা প্রতি দশকে ঘরে 5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড করে বাড়ছে এবং এর প্রভাব পড়ছে সুন্দরবন অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র ও জনজীবনের ওপর।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব :-

বিশ্ব উষ্ণায়ন পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এই অঞ্চলে নিম্নলিখিত ক্ষতিকর প্রভাবগুলি লক্ষ করা যাচ্ছে যথা

a) প্রাকৃতিক প্রভাব:-

I) সমুদ্র জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি:-

সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট-এর সমীক্ষা অনুসারে বিগত ২০ বছরে পৃথিবীর উষ্ণতা গড়ে ২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলে বছরে ২ সেন্টিমিটার করে সমুদ্র জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে উপকূলবর্তী ম্যানগ্রোভ অরণ্য ও বাস্তুতন্ত্রের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে।

II. সম্পদের পরিমাণ হ্রাস :-

সুন্দরবনের অর্থনীতি মূলত কৃষিজ ও বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল। বনভূমি ক্রমাগত ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় বনজ সম্পদের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে এবং জল দূষণের ফলে সামুদ্রিক সম্পদের পরিমাণ কমে যাচ্ছে।

III. ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি :-

সমুদ্র জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে বহু সংখ্যায় ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হচ্ছে যেমন আয়লা, লায়লা, ফণী, ইয়াস প্রভৃতি সৃষ্টি হচ্ছে যার ফলে উপকূলবর্তী ম্যানগ্রোভ অরণ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে।

iv. বন্য প্রজাতি হ্রাস :-

ঘূর্ণিঝড় ও উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রজলের লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে, মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে ম্যানগ্রোভ বনভূমির উদ্ভিদ ও প্রাণী সংকটময় অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। বিগত

দশম শ্রেণি
ভূগোল

কয়েক দশকে প্রায় 4% ম্যানগ্রোভ অরণ্য ধ্বংস হয়েছে এবং বহু প্রাণী বিপদাপন্ন ও বিলুপ্ত হয়েছে। যেমন রয়েল বেঙ্গল টাইগার, খাড়িয় কুমির প্রভৃতি।

B) আর্থসামাজিক প্রভাব

I) কৃষিভূমি ধ্বংস :-

সুন্দরবনের বহু কৃষিজমি সমুদ্র জলতলে বিলুপ্ত হয়েছে এবং মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষিকাজের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

II) জনবসতি পরিবর্তন :-

জমি হ্রাস, ঘূর্ণিঝড় ও উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এখানকার অধিবাসীরা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। ২০১৫ সালে প্রায় ছয় হাজার পরিবার গৃহহীন হয়েছে এবং ১৩ শতাংশ মানুষ স্থানান্তরিত হয়েছে।

উদ্ভিদের চলন ও গমন

পম্পা কুণ্ডু, *শিক্ষিকা*
পূর্ব ধনতলা উচ্চবিদ্যালয়
জলপাইগুড়ি

দশম শ্রেণি
জীবনবিজ্ঞান

1.উদ্ভিদের চলন কয় প্রকার ও কী কী?

উ: উদ্ভিদের চলন তিন প্রকার ট্যাকটিক, ট্রপিক ও ন্যাস্টিক চলন।

2. ট্যাকটিক চলনকে গমনও বলা হয় কেন?

উ: বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ উদ্দীপকের প্রভাবে ট্যাকটিক চলনে নিম্ন শ্রেণির উদ্ভিদের সমগ্র দেহ বা দেহাংশের সামগ্রিক স্থান পরিবর্তন ঘটে, তাই একে গমন বলা হয়। যেমন- ক্ল্যামাইডোমোনাস।

3. স্পর্শের ফলে লজ্জাবতী পাতার নুয়ে যাওয়া কোন প্রকার চলন?

উ : সিসমোন্যাস্টিক চলন।

4. কোন কোষ স্পর্শের ফলে লজ্জাবতী পাতার পত্রগুলো বন্ধ হতে সাহায্য করে?

উ: স্পর্শের ফলে লজ্জাবতীর পাতার পত্রগুলো বন্ধ হতে সাহায্য করে উপাধান কোষ।

5. সিসমোন্যাস্টিক চলনে উদ্দীপক হিসাবে কী কাজ করে?

উ: স্পর্শ ও আঘাত এই ধরনের চলনে উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে।

6. বনচাঁড়ালের পাতার প্রকৃতি কীরূপ?

উ : এই গাছের পাতার প্রকৃতি হল ত্রিফলক বিশিষ্ট পক্ষল যৌগিক পত্র।

7. কোন কোষের রসস্ফীতির তারতম্যের জন্য বনচাঁড়াল পত্রক-এর চলন দেখা যায়?

উ: উপাধান কোষের এই তারতম্যের জন্য দেখা যায়।

8. অনুকূল অভিকর্ষবর্তী চলন কোথায় দেখা যায়?

উ : মূলে এই ধরনের চলন দেখা যায়।

9. উদ্ভিদের রসস্ফীতিজনিত চলন প্রকৃতপক্ষে কী চলন?

উ : এটি প্রকৃতপক্ষে ন্যাস্টিক চলন।

10. মূলের প্রতিকূল অভিকর্ষ বৃত্তীয় চলনের উদাহরণ দাও।

উ : লবণাম্বু উদ্ভিদের শ্বাসমূল। যেমন সুন্দরী গাছ।

11. বটের ঝুড়ি সোজা মাটির দিকে যায়, এটি কী প্রকারের চলন?

উ : অনুকূল অভিকর্ষবর্তী চলন।

12. হেলিওট্রপিজোম কী?

উ : ফটোট্রপিক চলনে আলোর উৎস সূর্য হলে তাকে হেলিওট্রপিজোম (হেলিও কথার অর্থ সূর্য) বলে।

13. পত্ররন্ধ্রের খোলা বা বন্ধ হওয়া কী প্রকারের চলন?

উ : ফটোন্যাস্টিক চলন।

14. ফটোন্যাস্টিক চলন কার প্রভাবে ঘটে?

উ : আলোর তীব্রতার প্রভাবে।

15. উষ্ণতার তীব্রতা দ্বারা ফুল ফোটা কী জাতীয় চলন?

উ : থার্মোন্যাস্টিক চলন।

16. স্বল্প সূর্যালোকে ফোটে এমন দুটি ফুলের উদাহরণ দাও।

উ : বেলী ও হাসনুহানা।

17. ভেনাস ফ্লাই ট্র্যাপ উদ্ভিদের পাতার সূক্ষ্ম সংবেদনশীল রোমের চলন কী ধরনের চলন?

উ : এটি কেমোন্যাস্টিক চলন।

18. সূর্যাস্তের পর তেঁতুল গাছের পাতাগুলো মুদে যায়- এটি কী প্রকার চলন?

উ : নিকটিন্যাস্টিক চলন।

19. গ্যালভানোট্যাকটিক চলন কী?

উ: বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে এই চলন ঘটে। যেমন কয়েক প্রকার শৈবালে এই চলন ঘটে। একে গ্যালভানোট্যাক্সিস বা electrotaxis বলে।

20. রিওট্যাক্সিস চলন কাদের মধ্যে দেখা যায়?

উ : জলস্রোতের তারতম্যের কারণে কয়েক প্রকার শৈবালে এই ধরনের চলন দেখা যায়।

খুঁটিয়ে পড়বে গ্যাসের আচরণ

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম
হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

দশম শ্রেণি
ভৌতবিজ্ঞান

মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞানের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় 'গ্যাসের আচরণ' আজ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে মোট ৪ নম্বর থাকবে। মাধ্যমিকে এই অধ্যায় থেকে সব ধরনের প্রশ্ন অর্থাৎ বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন (MCQ), অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ও দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন আসবে।

'গ্যাসের আচরণ' অধ্যায়টি যতটা সহজভাবে সম্ভব পাঠ্যসূচিভুক্ত অংশ অনুযায়ী আলোচনা করছি। তবে শুধুমাত্র মুখস্থ নয়, বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা তৈরির চেষ্টা করবে। এই অধ্যায় থেকে পুরো নম্বর পেতে হলে ভৌতবিজ্ঞানের পাঠ্যবইটি খুঁটিয়ে পড়তে হবে। মনে রাখবে পাঠ্যবইয়ের কোনও বিকল্প নেই।

'গ্যাসের আচরণ' অধ্যায় নিয়ে প্রথমেই যেটা বলব গ্যাসীয় পদার্থের অণুগুলির মধ্যে আন্তরাণবিক আকর্ষণ বল খুব কম। এজন্য গ্যাসের অণুগুলি স্বাধীন ও বিশৃঙ্খলভাবে সর্বদা সঞ্চারণশীল। এই কারণে গ্যাসীয় পদার্থকে যখন যে পাত্রে রাখা হয় সর্বদা সেই পাত্রেরই আয়তন ও আকার অধিকার করে। আয়তনের SI একক m^3 ও CGS একক cm^3 বা cc , এছাড়াও আয়তনের অন্যান্য একক হল L, ml, dm^3 ।

গ্যাসের গতিশীল অণুগুলি আবদ্ধ পাত্রের দেওয়ালের প্রতি একক ক্ষেত্রফলে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষজনিত কারণে লম্বভাবে যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করে তাকে গ্যাসের চাপ বলে। চাপের SI একক N/m^3 ও CGS একক $dyne/cm^3$, এছাড়াও চাপের আরও কয়েকটি একক হল atm, বার ও টর। কোনও বদ্ধ পাত্রের মধ্যে আবদ্ধ গ্যাসের চাপ ম্যানোমিটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা হয়। গ্যাসের অণুগুলির গড় গতিশক্তি গ্যাসের পরম তাপমাত্রার সমানুপাতিক। তাপ প্রয়োগ করলে গ্যাসের অণুগুলির গড় গতিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং গ্যাসের তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পায়। আবার উষ্ণতা হ্রাস করলে গ্যাসের অণুগুলির গড় গতিশক্তি হ্রাস পায়। যে উষ্ণতায় সকল গ্যাসের আয়তন লোপ পায় তাকে পরম শূন্য উষ্ণতা বলে। গ্যাস সংক্রান্ত বিভিন্ন সূত্রগুলো (বয়েলের সূত্র, চার্লসের সূত্র, চাপের সূত্র, অ্যাভোগাড্রো প্রকল্প বা অ্যাভোগাড্রো সূত্র, গে-লুসাকের গ্যাস আয়তন সূত্র) খুব ভালোমতো বুঝে নিয়ে সূত্রগুলোর বিবৃতি পড়ে নিতে হবে। বয়েলের সূত্রের P-V, PV-P, P-1/V, V-1/P লেখচিত্র, চার্লসের সূত্রের V-T, V-t লেখচিত্র, চাপের সূত্রের P-T, P-t লেখচিত্র, অ্যাভোগাড্রো সূত্রের V-n লেখচিত্র ভালোমতো দেখে নেবে ও খাতায় বারবার আঁকবে।

বয়েল ও চার্লসের সূত্রের সমন্বয় রূপ প্রতিষ্ঠা ও আদর্শ গ্যাস সমীকরণ প্রতিষ্ঠা-এই দুটো প্রমাণ খাতায় লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবে। সূত্রগুলোর গাণিতিক ফর্মুলা দিয়ে numericals-গুলো করতে হবে। যখন দেখবে কোনও numerical -এ স্থির উষ্ণতা কথাটি উল্লেখ আছে তখন বুঝবে এটা সমাধান করতে বয়েলের সূত্র প্রয়োগ করতে হবে। স্থির চাপ কথাটি কোনও numerical-এ উল্লেখ থাকলে বুঝবে চার্লসের সূত্র প্রয়োগ করতে হবে। কোনও numerical-এ আয়তন স্থির থাকলে চাপের সূত্র প্রয়োগ করতে হবে। যদি কোনও numerical-এ চাপ, আয়তন ও তাপমাত্রা তিনটিরই উল্লেখ থাকে তবে numericalটি সমাধান করার জন্য বয়েল ও চার্লসের সূত্রের সমন্বয় রূপটি কাজে লাগাতে হবে। আর কোনও numerical-এ মোল সংখ্যা বা গ্যাসের ভর উল্লেখ থাকলে বুঝবে $PV=nRT$ সমীকরণটি ব্যবহার করতে হবে। সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক R-এর একক, বিভিন্ন একক পদ্ধতিতে এর মান ও মাত্রা সংকেত পড়ে নিতে হবে।

গ্যাসের গতীয় তত্ত্বের সবগুলো স্বীকার্য খুব ভালোমতো বুঝতে হবে ও পড়ে নিতে হবে। যে সমস্ত গ্যাস সকল চাপ ও তাপমাত্রায় বয়েল, চার্লস ও অ্যাভোগাড্রো সূত্র অর্থাৎ আদর্শ গ্যাস সমীকরণ $PV=nRT$ মেনে চলে তাদের আদর্শ গ্যাস বলে। বাস্তবে আদর্শ গ্যাসের কোনও অস্তিত্ব নেই। যে সমস্ত গ্যাস বয়েল, চার্লস ও অ্যাভোগাড্রো সূত্র অর্থাৎ আদর্শ গ্যাস সমীকরণ $PV=nRT$ মেনে চলে না তাদের বাস্তব গ্যাস বলে। বাস্তব গ্যাস খুব নিম্ন চাপে ও উচ্চ তাপমাত্রায় আদর্শ গ্যাসের ন্যায় আচরণ করে। নির্দিষ্ট চাপ ও উষ্ণতায় 1 মোল গ্যাসীয় পদার্থের আয়তনকে বলে মোলার আয়তন। STP-তে যে কোনও গ্যাসীয় পদার্থের মোলার আয়তনের মান সর্বদা 22.4 L বা 22400 mL হয়। মোলার আয়তনের মান গ্যাসের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না, এর মান কেবলমাত্র চাপ ও উষ্ণতার উপর নির্ভর করে। পুরো অধ্যায়টি মোটামুটি আলোচনা করলাম। আবারও বলছি কোনও টপিক না বুঝে মুখস্থ করবে না, ভালোমতো বুঝে নিলে এমনিতেই মুখস্থ হয়ে যাবে। আর বেশি বেশি করে লিখবে, তাহলে দেখবে এই অধ্যায় থেকে মাধ্যমিকে পুরো নম্বর তুলতে সমর্থ হবে।

জানার বিষয়

কবি ও কাব্যের নাম

সুকান্ত ভট্টাচার্য :
ছাড়পত্র, ঘুম নেই, পূর্বাভাস, মিঠেকড়া।

জীবনানন্দ দাশ :
ঝরাপালক, ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমির, রূপসী বাংলা।

মোহিতলাল মজুমদার :
স্বপ্নপসারী, বিস্মরণী, স্মরগরল, হেমন্ত গোধূলি, ছন্দ চতুর্দশী।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত :
মরীচিকা, মরুমায়া, অনুপূর্বা, মরুশিখা, সায়ম, ত্রিযামা, নিশান্তিকা।

ইংরেজি কথোপকথনে দক্ষতা বৃদ্ধির উপায়

শ্রাবণী দত্ত, *প্রধান শিক্ষিকা,*
কালীচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়,
রাঙ্গাপানি, শিলিগুড়ি

সাম্প্রতিককালে ইংরেজি ভাষার চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষাজ্ঞান প্রয়োজন। কিন্তু অনেক সময়ই এই ভাষা শিখতে শুরু করেও আমরা ব্যর্থ হই। তখন এক অজানা ভীতি ঘিরে ধরে। যথেষ্ট শব্দভাণ্ডারের অভাব, চর্চা ও নিয়মিত ব্যবহারের উপযুক্ত পদ্ধতির অভাব এবং কিছুক্ষেত্রে অনুপ্রেরণার অভাব প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। কিন্তু এর সহজ সমাধান করা চাইলেই সম্ভব। সর্বপ্রথম অনুপ্রেরণা জাগাও মনে যা পরবর্তী পদক্ষেপগুলোকে মসৃণ করবে। ভীতি দূর করে ইংরেজি ভাষাতে দক্ষতা বাড়াতে থাকছে কিছু পরামর্শ।

যত শুনবে (listening), পড়বে(reading), দেখবে (observing), চর্চা(repeating) করবে, ততই ইংরেজিতে দক্ষতা বাড়বে। ক্রমবর্ধমান যুগে খুব আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে ভাষা শিক্ষার সহজ পথ হল জনপ্রিয় চলচ্চিত্র অথবা টিভি শো দেখা যা গ্রামার ও নতুন শব্দ শেখার বিরক্তিকর প্রক্রিয়াকে খুব আনন্দদায়ক করার দুর্দান্ত সুযোগ। চলচ্চিত্র বা টিভি শো-তে ইংরেজি ভাষায় কথোপকথন হলে চেষ্টা করো কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শোনার ও অর্থ বোঝার। অর্থ না জানলে Dictionary বা Google-এর সাহায্য নিতে পারো।

গ্রামারে দক্ষতা বাড়াতে ও সাবলীলভাবে ইংরেজি বলতে সবসময় চেষ্টা করবে ইংরেজিতে লেখা গল্প, কবিতা ও সংবাদপত্র উচ্চস্বরে রিডিং পড়তে। এতে উচ্চারণের জড়তা তো কাটবেই, গ্রামারের ব্যবহার শিখবে ও শব্দভাণ্ডার বাড়বে। প্রতিদিন ১০-১২ শব্দ অর্থ সহ শিখবে।

নতুন শেখা শব্দগুলো ব্যবহার করে গ্রামারের নিয়ম অনুযায়ী নতুন নতুন বাক্য গঠন করবে। পরিবারের সদস্য এবং বন্ধুদের সঙ্গে নিয়মিত ইংরেজিতে কথা বলবে ছোট ছোট বাক্যের মাধ্যমে। প্রতিদিনের অভ্যাসে ধীরে ধীরে এই ভাষার ওপর দক্ষতা তৈরি হবে।

নিয়মিত যে কোনও একটি বিষয়কে বেছে নিয়ে অন্তত ১০ লাইন লেখার অভ্যাস তৈরি করবে। দেখবে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সাবলীলভাবে ইংরেজি লেখার পদ্ধতি আয়ত্ত করে ফেলছ। ধীরে ধীরে লাইনের সংখ্যা বাড়াতে পারো। লেখার পর অবশ্যই শিক্ষক-শিক্ষিকাকে একবার দেখিয়ে নেবে, তাহলে সংশোধনের মাধ্যমে দক্ষ হয়ে উঠবে।

ভাবতে শেখো
প্রকাশ করো

দেশ এবং সমাজের নানাবিধ সমস্যা তোমাকে যন্ত্রণা বা পীড়া দেয়? সমস্যার সমাধানে নতুন ভাবনা এলেও প্রকাশের উপযুক্ত মঞ্চ না থাকায় সেগুলি হারিয়ে যায়? তোমার প্রিয় গ্রাম বা শহরের পরিবেশ ও অন্যান্য সমস্যা তোমাকে দগ্ধ করছে? তোমাদের যুক্তিবাদী ও সৃজনশীল ভাবনা আমাদের লিখে পাঠাও। বিষয় আমরা জানাব। লেখা মনোনীত হলে প্রকাশিত হবে পড়াশোনা বিভাগে।

আজকের বিষয় বিশ্বায়নের বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাবকে পরাস্ত করতে তুমি কী কী পরামর্শ দিতে চাও?

লেখা পাঠাও হোয়াটসঅ্যাপে, বাংলা টাইপ করে। ৮১১৬৪১৭৫৬৫ নম্বরে।
১৭ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখের মধ্যে।
অনধিক ২৫০ শব্দের মধ্যে লিখবে।
সঙ্গে নাম, কলেজ/ইউনিভার্সিটির নাম, ঠিকানা অবশ্যই লিখবে এবং তোমার ফোটো পাঠাবে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ছোট তারা

শিবনগর কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র প্রীতম কীর্তনিয়া গল্প লিখতে ভালোবাসে। এত কম বয়সেই সে অনেক ছোটগল্প লিখে ফেলেছে।

সরকারি কুয়ো সংরক্ষণ বিশবাঁও জলে

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : বছর দুয়েক আগে পুর এলাকার রানা বস্তি ও ক্ষুদিরাম কলোনিতে ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল। সেসময় সরকারি কুয়োর গুরুত্ব বুঝেছিলেন ওই এলাকার বাসিন্দারা। কারণ, সংকীর্ণ রাস্তায় ঢুকতে পারেনি দমকলের ইঞ্জিন। তখন সরকারি কুয়োর জলেই আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন এলাকাবাসী। তা থেকে শিক্ষা নিয়ে পুরনিগম ঘোষণা করেছিল শহরের নানা জায়গায় থাকা সরকারি কুয়োগুলির সংরক্ষণ করা হবে। কিন্তু ঘোষণাই সার। সেগুলির অধিকাংশই এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। ফলত, পুর নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

নিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এসম্পর্কে বলেন, 'দখলদারির তেমন অভিযোগ মেলেনি। অভিযোগ পেলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে, সরকারি কুয়োগুলি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হয়েছে।' উল্লেখ্য, নিগমের গত বোর্ড মিটিংয়ে অবশ্য ৫০টি নতুন কুয়ো তৈরির জন্য প্রায় ২৯ লক্ষ টাকা ও পুর এলাকার ১৫০টি কুয়ো সংস্কারে তিন লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

৪১ নম্বর ওয়ার্ডের আমতলায় বছর দুয়েক আগে দুটো সরকারি কুয়ো থাকলেও তার একটি আবর্জনা ফেলে বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যটি ঘেরাও করে নিজ দখলে নিয়েছেন স্থানীয় এক বাসিন্দা। ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজিপাড়াতেও একই হাল। সেখানে কুয়ো বুজিয়ে নির্মাণকাজ হয়েছে। ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা মেয়র পারিষদ শোভা সুব্বার অবশ্য দাবি, 'আগে কিছু কুয়ো দখল হয়েছিল। তবে বাকিগুলির সংস্কার করা হচ্ছে।' ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের ভানুনগরে থাকা সরকারি কুয়োটিও ব্যক্তিগত দখলে চলে গিয়েছে। দখলকারীর কথায়, 'এখন আর কেউ কুয়ো ব্যবহার করে না। তাই ঘেরা দিয়ে নিজস্ব কিছু কাজে ব্যবহার করছি।' ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের সরকারি কুয়োটি এখনও দখলমুক্তই। স্থানীয় বাসিন্দা আরতি সাহানির কথায়, 'কুয়োগুলির প্রয়োজনীয়তা অগ্নিকাণ্ডের সময় বোঝা গিয়েছিল। এখনও হাতেগোনা যে কয়টি সরকারি কুয়ো রয়েছে, ওগুলি দখল না করে সবাই বাঁচিয়ে রাখুন।'

এসি মেশিন থেকে তামার তার চুরি

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : হাকিমপাড়ায় ভোরবেলা হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এসি। কী কারণে ওই এসি বন্ধ? সকালে সেটা পরীক্ষা করতে গিয়ে অবাক বাড়ির মালিকরা। এসির তামা চুরি করে নেওয়ায় এই বিভ্রাট। একটা, দুটো নয়, চলতি মাসের ৩ ও ৪ তারিখ এধরনের ছয়টিরও বেশি জায়গায়, এসির তার কেটে তামা চুরির ঘটনায় ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে চাঞ্চল্য ছড়ায়। শেষমেশ ওই দুষ্কৃতীর খোঁজ পেল পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ।

ধৃত ওই ব্যক্তির নাম মহম্মদ আলাউদ্দিন। তাঁর কাছ থেকে ১ কেজি চুরি করা ওই তামা উদ্ধার হয়েছে। ধৃতকে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

গত ৩ তারিখ ওই ওয়ার্ড থেকে প্রথমে এক চিকিৎসক এসির তার কেটে তামা চুরি করার ব্যাপারটা পুলিশকে জানান। এরপরেই পুলিশ তদন্তে নামে। এরমধ্যেই পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে, পরদিনও পাঁচ বাড়ির মালিকরা দেখেছেন একইরকমভাবে তাঁদের এসির তার কেটে তামা চুরি করে নেওয়া হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে পুলিশ অভিযুক্তের খোঁজ পায়। রতনলাল বস্তি এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

জমজমাট ইদের বাজার। বুধবার শিলিগুড়ি হাসমি চকে তপন দাস, সূত্রধর ও শান্তনু ভট্টাচার্যের তোলা ছবি।

ইদেও বেড়ানোর ভাবনা নয়া প্রজন্মের

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : গোটা বছর রমজান মাসের ইদের দিকেই তাকিয়ে থাকেন সলমন, সাকিব, খুশবুরা। রোজার পর সন্ধ্যায় ইফতারের আনন্দটাই যে আলাদা সেই নিয়েই গল্প করছিলেন সাকিনা, সানিয়ারা। ইদকে কেন্দ্র করে হাসমি চকে বসে বিশেষ ইদের বাজার। বুধবার সকাল থেকেই ইদের বাজারে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। কেউ ইদের আনন্দে আত্মীয়দের বাড়িতে যাবেন আবার কেউ বাড়িতেই বিরিয়ানি, ফিরনি সহ নানা খাবারের আয়োজন করছেন। ইদকে কেন্দ্র করে বিস্তর প্ল্যান রয়েছে অনেকের।

বৃহস্পতিবার সকাল ন'টায় কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে ইদের নমাজের আয়োজন করা হবে। ভেনাস মোড়ের জামা মসজিদের ইমাম সাদ্রে আলম বলেন, 'প্রতি বছরই আমরা সবাই একসঙ্গে নমাজ পড়ি। এবছর আমরা কাঞ্জনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে নমাজ পড়ব। তারপর প্রায় প্রত্যেকেরই নিজস্ব প্ল্যান আছে, কেউ ঘুরতে যাবেন কেউ বাড়িতেই নানা আয়োজন করেছেন।' ইদের দিন বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান রয়েছে শাকিব, রাশিদদের। শাকিব বলছিলেন, 'ইদের দিন দুপুরে বাইরেই রেস্তোরাঁয় খেতে যাব। এরপর বন্ধু ও পরিবার নিয়ে ঘোরার পরিকল্পনা আছে।'

নানা পরিকল্পনা

- ইদের দিন বন্ধুদের সঙ্গে বেড়ানোর প্ল্যান অনেকের
- কেউ কেউ বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে আসতে বলেছেন
- কারও বাড়িতে বিরিয়ানি, মাটন কোর্মার অঢেল আয়োজন
- খাওয়াদাওয়া, আমোদ-প্রমোদে দিনটা কাটিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা অনেকের

বছরের এই একটা দিনেই যেন মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়ে বলে জানাচ্ছিলেন খুশবু বেগম। বলছিলেন, 'আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব সবাইকে বাড়িতে আসতে বলেছি। বিরিয়ানি, মাটন কোর্মা ও আরও অনেক খাবারের আয়োজন করা হবে।'

গোটা বছর অন্য কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও রমজান মাসে হাসমি চকেই দোকান করেন আফজাল খান। বলছিলেন, 'এই রমজানে বেশ ভালোই ব্যবসা হল। পরিবারের সবাইকে নতুন জামাকাপড় কিনে দিয়েছি। সকালে নমাজ পড়ে সারাদিন পরিবারের সঙ্গেই কাটাব।' ইদের একটি দিনের জন্যই সারাবছর অপেক্ষা করে থাকেন তাঁরা। খাওয়াদাওয়া, আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়েই গোটা দিন কাটিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনায় রুকসানা, শোয়েবরা। রমজান মাস শেষ হয়ে যাওয়াতে কিছুটা দুঃখ পাচ্ছেন শোয়েব। বলছিলেন, 'সারাবছর এই পবিত্র মাসের জন্যই আমরা অপেক্ষা করি। এত তাড়াতাড়ি রমজানের মাস শেষ হয়ে যাচ্ছে তাই একটু খারাপ লাগছে। তবে আবার ইদ আসার অপেক্ষায় রয়েছি।'

৩০ মিনিটে মায়ের কোলে

পুলিশের তৎপরতায় ছেলেকে পেয়ে খুশি অপর্ণা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : শিলিগুড়ি পুলিশের তৎপরতায় ৩০ মিনিটের মধ্যে বিশেষভাবে সক্ষম ছেলেকে ফিরে পেলেন মা। মঙ্গলবার ঘটনাটি হলেও বুধবার তা প্রকাশ্যে এনেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। স্কুল থেকে ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন মা। পথে হারিয়ে যায় ছেলে। পুরো ঘটনাটি শিলিগুড়ির সেবক মোড় ট্রাফিক গার্ডের ইনচার্জ নিলয় ঝা'কে জানান ওই কিশোরের মা। সেখান থেকে কন্ট্রোল রুম, সমস্ত ট্রাফিক গার্ড, থানাকে বিষয়টি জানানো হয়। খোঁজাখুঁজি শুরু হতেই পানিট্যাঙ্কি মোড়ে কিশোরের সন্ধান মেলে। ছেলেকে ফিরে পেয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ওই কিশোরের মা অপর্ণা রায়। তাঁর বক্তব্য, 'আমি প্রথমে ভাবিনি, এভাবে ছেলে হারিয়ে যাবে। আর এত তাড়াতাড়ি পুলিশ তার খোঁজ এনে দেবে, সেটাও মাথায় আসেনি। শিলিগুড়ি পুলিশের ভূমিকায় আমি খুব খুশি। জলপাইগুড়িতে সবার কাছে শিলিগুড়ি পুলিশের কথা জানিয়েছি।'

ঘটনাটি কী ঘটেছিল? জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ১০টায় ছেলেকে নিয়ে সেবক রোডের একটি স্কুলে এসেছিলেন রাণীনগরের বাসিন্দা অপর্ণা রায়। তাঁর ১৬ বছরের ছেলে বিশেষভাবে সক্ষম। স্কুল থেকে বেরিয়ে কিশোর আইসক্রিম খাওয়ার জেদ করায় তাকে দাঁড় করিয়ে দোকানে যান অপর্ণা। আইসক্রিম নিয়ে ফিরে দেখেন, ছেলে নেই। পাগলের মতো এদিক ওদিক খোঁজ করতে থাকেন। কিন্তু ছেলেকে দেখতে পাননি।

আইসক্রিমের জন্য

- ছেলে আইসক্রিমের আবদার করলে অপর্ণা ছেলেকে দাঁড় করিয়ে দোকানে যান
- ফিরে এসে দেখেন ছেলে নেই, আশপাশের এলাকায় খোঁজ করলেও পাননি ছেলেকে
- সেবক মোড়ে ট্রাফিক গার্ডকে বিষয়টি জানালে শহরের সব রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়
- পানিট্যাঙ্কি মোড়ে ১৬ বছর বয়সি ওই কিশোরের সন্ধান মেলে

এরপর সেবক মোড় ট্রাফিক গার্ডের কাছে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন। ওই মহিলাকে কাঁদতে দেখে ট্রাফিক গার্ডের পুলিশকর্মীরা ইনচার্জকে সবটা জানান। অপর্ণার মুখে সবটা শুনে কন্ট্রোল রুম, সমস্ত ট্রাফিক গার্ড, থানাকে জানিয়ে দেন। সেইমতো ছবি নিয়ে কিশোরের খোঁজ শুরু হয়। শহরের সমস্ত এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখা হয়। দেখা যায়, পানিট্যাঙ্কি মোড় এলাকায় ঘোরাফেরা করছে ওই কিশোর। সঙ্গে সঙ্গে কন্ট্রোল রুম থেকে বিষয়টি সেবক মোড়ে জানানো হয়। সেইমতো সেবক মোড় ট্রাফিক গার্ড থেকে পুলিশকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই কিশোরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। জানা গিয়েছে, ওই কিশোর একা একাই হাঁটতে হাঁটতে পানিট্যাঙ্কি মোড়ে চলে এসেছিল।

সরকারি স্কুলে আগ্রহ বাড়াতে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : সরকারি স্কুলে পড়ুয়া টানতে চেষ্টার কোনও কসুর করছে না প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ। এবার সাধারণের মধ্যে স্কুলের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে হাতিয়ার করা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াকেও। স্কুলে যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হচ্ছে, তার ছবি এবং ভিডিও আপলোড করা হচ্ছে স্কুলের পেজে। একেবারে বেসরকারি স্কুলের ধাঁচেই এ কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন স্কুলের প্রচার হচ্ছে, তেমনই স্কুলে সন্তানরা কী শিখছে তা দেখতে পাচ্ছেন অভিভাবকরাও।

প্রাথমিক স্কুলে কি আদৌ পড়াশোনা হয়? আজকাল এমন প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক। সরকার চাইছে, সরকারি স্কুল নিয়ে মানুষের মনে কিছু ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। সেগুলিকে এবার কাটাতে। ইতিমধ্যে অনেক স্কুলের তরফে ফেসবুক পেজে বিভিন্ন কর্মসূচি, অনুষ্ঠানের ছবি, ভিডিও আপলোড করা হচ্ছে। বাকি স্কুলগুলোও যাতে এধরনের উদ্যোগ নেয় সেই আবাদেন জানিয়েছেন শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায়। তিনি বলছেন, 'স্কুলে কীভাবে পড়ানো হচ্ছে, পড়াশোনার পাশাপাশি আরও কী কী করানো হয়ে থাকে তা যদি সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করা হয় তাহলে আমাদের পাশাপাশি অভিভাবকরাও জানতে পারবেন। সরকারি স্কুলগুলোতে উন্নত শিক্ষাপদ্ধতি দেখে অনেক অভিভাবক তাঁদের সন্তানদের সরকারি স্কুলে ভর্তি করার উদ্যোগ নেবেন বলে আমরা আশাবাদী।'

প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ডিজিটাল লার্নিং বা স্মার্ট শিক্ষা চালু করার উপর বিশেষ জোর দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। নেতাজি বয়েজ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক কাঞ্চন দাস বলছেন, 'স্কুলে ব্রতচারী থেকে শিক্ষামূলক ভ্রমণ, মজার ছলে পড়াশনা, সাংস্কৃতিকচর্চা ও শরীরচর্চা করানো হয়ে থাকে। সেসব আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করি।' শিলিগুড়ি বয়েজ প্রাথমিক স্কুল, শিলিগুড়ি গার্লস প্রাথমিক স্কুল, বরদাকান্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ আরও কয়েকটি প্রাথমিক স্কুলে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্কুলের এসব কর্মসূচি দেখে স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়বে, আশায় রয়েছেন দক্ষিণ শান্তিনগর প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক চিত্তরঞ্জন সরকারও।

গাজনের কাঠ ছুঁয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন ভক্তের। বুধবার শিলিগুড়িতে শান্তনু ভট্টাচার্যের তোলা ছবি।

বেহাল গোঁসাইপুরে দেখা নেই জনপ্রতিনিধিদের

রাহুল মজুমদার

বাগডোগরা, ১০ এপ্রিল : কোথাও নালায় গজিয়েছে আগাছা। কোথাও আবার প্লাস্টিক এবং আবর্জনায় বন্ধ হয়েছে নালার মুখ। একাধিক এলাকায় বেহাল রাস্তাঘাটও। এলাকাজুড়ে তৈরি হয়েছে একের পর এক খাটাল। পরিষ্কারের বালাই নেই, স্থানীয়রা নিজেদের গাঁটের কড়ি খরচ করে নালা পরিষ্কার করেন। বাগডোগরার গোঁসাইপুরের বাসিন্দাদের অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনও কর্মীকে এলাকায় দেখা যায় না। আসেন না জনপ্রতিনিধিরাও। যদিও গোঁসাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রীতা সিংহ এলাকাবাসীর এই দাবি মানতে নারাজ। তাঁর সাফাই, 'আমরা তো কাজ করছি। জায়গায় জায়গায় নালা পরিষ্কারের কাজ হচ্ছে। তবে পকেট রুট হলে আমাদের জানাতে হবে।'

বাস্তব অবশ্য অন্য কথা বলছে। এলাকার পকেট রুট তো বটেই, প্রধান প্রধান রাস্তাগুলিতেও সঠিকভাবে যে নালা পরিষ্কার করা হয় না, সেটা সেখানে গেলেই দেখা যাবে। ফলে পঞ্চায়েত প্রধানের বক্তব্যের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন খোদ এলাকাবাসীরাই।

গোঁসাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোঁসাইপুর, চড়ক মাঠ সংলগ্ন এলাকা, আনন্দনগর মেইন রোড সহ একাধিক এলাকায় একই অবস্থা। মশার উৎপাতে ঘরের মধ্যে বসে থাকাটাই দায়ের। গোঁসাইপুর জিএসএফপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঠিক পাশের রাস্তাটির অবস্থা বেহাল। পিচের চাদর উঠে গিয়েছে। স্কুলের পাশের নালায় জমে থাকা জলে মশার লার্ভা রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা তথা প্রাক্তন সেনাকর্মী নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের বক্তব্য, 'এলাকার নালাগুলো তো আমরা পাড়ার কয়েকজন মিলে টাকা তুলে পরিষ্কার করাই। পঞ্চায়েত থেকে বছরে এক থেকে দু'বার করা হয়। ওটাতে কি আর কাজ হয়?'

বেহাল নিকাশি নালা। বুধবার গোঁসাইপুরে তোলা সংবাদচিত্র।

শোচনীয় চিত্র

- গোঁসাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় দুরবস্থার ছবিটা এক
- কোথাও আবর্জনায় নালার জল আটকে, কোথাও জমা জলে মশার লার্ভা ঘুরে বেড়াচ্ছে
- স্থানীয় প্রধানের দাবি, মাঝেমধ্যেই এলাকায় নালা পরিষ্কার করা হয়
- এদিকে স্থানীয়রা বলছেন, তাঁরা নিজেরা টাকা তুলে প্রতিবার নালা পরিষ্কার করান

সেখান থেকে এগিয়ে চড়ক মাঠের দিকে গেলে দেখা যাবে রাস্তার অবস্থা আরও খারাপ। কঙ্কালসার রাস্তায় পাথর বেরিয়ে গিয়েছে। ভাঙাচোরা ওই রাস্তা দিয়েই বাচ্চারা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যায়। আনন্দনগর মেইন রোড এলাকার রাস্তা যেমন খারাপ, তেমনই নালার অবস্থাও বেহাল। নিকাশির জলের ওপর জমে রয়েছে আবর্জনার স্তূপ। এলাকাবাসী শিবনাথ রায় বলেন, 'খুব মশার অত্যাচার। নালা থেকে পচা গন্ধ বের হয়। ঠিকমতো পরিষ্কার হলে তো এসব সমস্যা হত না। অন্তত গত ছয় মাসের মধ্যে এলাকায় মশার তেল স্প্রে করতে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

টিকিয়াপাড়ায় বন্ধ রেলের স্বাস্থ্যকেন্দ্র

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : টিকিয়াপাড়া সবজি বাজারের সামনে গিয়ে দেখা গেল তালাবন্ধ একটি দরজা। এখানেই যে একসময় চলত স্বাস্থ্যকেন্দ্র, তা দেখে বোঝার উপায় নেই। কারণ কোথাও তার বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই। একসময় রেলকর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ভরসা ছিল শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন সংলগ্ন রেলের এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি। এখন যা হয়ে উঠেছে রেলের চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের অঘোষিত অফিস।

রেলকর্মীদের সুবিধার জন্য প্রায় ৭০ বছর আগে চালু হয়েছিল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। আশপাশের সাধারণ মানুষও প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য এখানে আসতেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ১৯৮০ সালের দিকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে নিয়মিত চিকিৎসকও বসতেন। বছর ১৫ আগে ধুঁকতে শুরু করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের গেটের সামনে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে দোকান করেন রতন দে। তাঁর আক্ষেপ, 'সেসময় ডাক্তার শর্মা নামে একজন চিকিৎসক এখানে নিয়মিত বসতেন। কিন্তু তিনি অবসর নেওয়ার পর থেকে চিকিৎসাকেন্দ্রটি বন্ধ রয়েছে।'

তালাবন্ধ রেলের স্বাস্থ্যকেন্দ্র। - সংবাদচিত্র

স্বাস্থ্যে লক্ষ্য রেখে একদিকে যেখানে উন্নত পরিষেবার দিকে নজর দিয়েছে রেল, তখন কেন পুরোনো এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রেল আবাসনে থাকা কর্মীরা। বাসুনিয়া দেবী নামে স্থানীয় এক বৃদ্ধা বলছেন, 'একসময় আমাদের ভরসা ছিল এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি। দীর্ঘদিন চিকিৎসক না থাকলেও চৌধুরী নামে এলাকায় পরিচিত একজন কম্পাউন্ডার ছিলেন। জ্বর, সর্দিকাশির মতো অসুস্থতার জন্য তিনি ওষুধ দিয়ে দিতেন। কিন্তু এখন সে ব্যবস্থাও নেই।'

টিকিয়াপাড়ার পাশাপাশি দেশবন্ধুপাড়া, ফুলেশ্বরী, মিলনপল্লি, গেটবাজার, এনজেপি এলাকায় থাকা রেলকর্মীরাও এখানে চিকিৎসা করাতে আসতেন। তবে এখন প্রয়োজনে তাঁদেরও ছুটতে হচ্ছে প্রাইভেট চেম্বার বা শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে। কেন হাসপাতালটি এভাবে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে তা নিয়ে স্পষ্টভাবে মুখ খুলতে না চাইলেও রেল সূত্রে খবর, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে একেবারেই বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

যদিও এব্যাপারে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে'র সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন এব্যাপারে ডিআরএম কাটিহারের সঙ্গে কথা বলতে। ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি আবার ফোন তোলেননি। ফলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি নিয়ে রেলকর্তারা কী ভাবছেন, তা জানা সম্ভব হয়নি।

নর্দমা বন্ধ, সমস্যা ভাটালাইনে

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : শিলিগুড়ি সংলগ্ন মাটিগাড়ার ভাটালাইন এলাকায় কিছুদিন ধরেই জল জমে যাওয়ার সমস্যা দেখা দিচ্ছে। পাশেই একটি বড় আবাসন প্রকল্পের কাজ চলছে। এই কাজের জন্য ভাটালাইন এলাকার মূল নর্দমা আবাসনের পাঁচিল দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে অল্প বৃষ্টিতেই জল জমে যাচ্ছে গোটা এলাকায়। তৃণমূলের দার্জিলিং জেলার প্রার্থী গোপাল লামার সমর্থনে স্থানীয় তৃণমূল নেতারা বুধবার এই এলাকায় নির্বাচনি প্রচারে যেতেই স্থানীয়রা এই সমস্যার কথা তুলে ধরেন।

এদিন দার্জিলিং জেলার তৃণমূলের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ সহ পঞ্চায়েত সদস্যদের কাছে এলাকার নিকাশিনালার সমস্যা ও জল জমে যাওয়ার কথা তুলে ধরেন স্থানীয়রা। এলাকাবাসী সুধীরচন্দ দে বলেন, 'আমরা চাই এই সমস্যার সমাধান হোক।' সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা শুনে পাপিয়া বলেন, 'কীভাবে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব তা খতিয়ে দেখব।' মাটিগাড়ার পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভোলা ঘোষ বলেন, 'এলাকার মানুষ এই সমস্যার কথা আমাদের জানিয়েছিল। এদিন সেই সমস্যার কথাই তাঁরা আবার তুলে ধরলেন। কীভাবে এই সমস্যা সমাধান করা যায়, সেই চেষ্টা করা হচ্ছে।'

> কীভাবে এই সমস্যা সমাধান করা যায়, সেই চেষ্টা করা হচ্ছে।
>
> **ভোলা ঘোষ** সহ সভাপতি, মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতি

শিলিগুড়িতে একান্ত বৈঠক ও মালবাজারে প্রচার

মালবাজারের সভায় আলাপচারিতায় বিমল ও শুভেন্দু। ছবি : সন্তু চৌধুরী

বিমলকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তার আশ্বাস

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : বিমল গুরুংকে নিরাপত্তা দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। বুধবার তাঁকে এমনই আশ্বাস দিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন মালবাজারে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে আসেন শুভেন্দু। সেখানে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমলও ছিলেন। সভার ফাঁকে বিমলের সঙ্গে একান্তে কিছুক্ষণ বৈঠক করেছেন শুভেন্দু। সেখানেই দুই নেতার মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বিমল বৈঠকের বিষয়টি স্বীকার করলেও আলোচনা প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু বলতে চাননি।

সূত্রের খবর, বিমলকে একা ঘুরতে দেখেই শুভেন্দু তাঁকে নিরাপত্তারক্ষী নেওয়ার কথা বলেন। ভোটের মুখে তাঁর ওপর আক্রমণ হতে পারে এই আশঙ্কায় বিমলকে তিনি নিরাপত্তারক্ষী চেয়ে একটা আবেদন করতে বলেছেন। তিনি নিজে এই বিষয়ে উদ্যোগ নেবেন বলে বিমলকে আশ্বস্ত করেছেন শুভেন্দু।

২০১১ সালে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) গঠন হয়। বিমল গুরুং জিটিএ চিফ এগজিকিউটিভ হওয়ামাত্রই তাঁকে ভিআইপি গাড়ি, পুলিশের এসকর্ট দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে চিফ এগজিকিউটিভের পদটিকে রাজ্যের পূর্ণ মন্ত্রীর সমমর্যাদা দেওয়া হয়। পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই বিমল ফের গোর্খাল্যান্ড নিয়ে সুর চড়াতে শুরু করেন এবং সমস্ত সরকারি নিরাপত্তা ছেড়ে দেন। আবার কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি ভোল বদলে চিফ এগজিকিউটিভের পদে ফিরেছিলেন। কিন্তু ২০১৭ সালের জুন মাসে পাহাড়ে হিংসাত্মক আন্দোলন শুরু হতেই সমস্ত কিছু ছেড়ে পালিয়ে যান বিমল। ২০২০ সালের অক্টোবর মাসে তৃণমূলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাহাড়ে ফেরার পরে আর বিমলকে কোনও সরকারি নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি।

সেই সময় থেকে তিনি দলের নেতা-কর্মীদের নিয়েই ঘুরছেন। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে বিমল তৃণমূলের সঙ্গে থাকলেও কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্যের শাসকদলের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। লোকসভা ভোটে যে দল তাঁদের দাবিকে সমর্থন করবে মোর্চা তাদেরই সমর্থন দেবে বলে প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন মোর্চা প্রধান।

কিন্তু বিজেপি রাজু বিস্টকে পুনরায় প্রার্থী করার পরেই বিমল বিজেপিকে সমর্থনের ঘোষণা করেন। তিনি, দলের সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি, আশা গুরুং সহ অন্য নেতা-নেত্রীরা দার্জিলিংয়ের পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি লোকসভা এলাকাতেও প্রচারে যাচ্ছেন।

এরই মাঝে এদিন মালবাজারে জনসভা করতে আসেন শুভেন্দু অধিকারী। মালবাজার, গরুবাথান এলাকায় গোর্খা ভোট থাকায় বিমলকে সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এই সভাতে একমঞ্চে শুভেন্দু এবং বিমলকে দেখা গিয়েছে। জনসভা শেষে বিমলকে নিয়ে একান্তে বৈঠক করেছেন শুভেন্দু। সেখানে তিনি বিমলকে নিরাপত্তারক্ষী নেওয়ার প্রস্তাব দেন। পাশাপাশি, বিমলরা পুরো টিম নিয়ে দার্জিলিংয়ের পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি লোকসভার গোর্খা অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে যাতে প্রচার করেন, সেই আবেদন করেন।

মোর্চা সুপ্রিমোর হাত ধরে মঞ্চে উঠলেন শুভেন্দু

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১০ এপ্রিল : বুধবার দুপুরে মাল শহরের কলোনি ময়দানে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সুপ্রিমো বিমল গুরুংয়ের হাত ধরে মঞ্চে উঠলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা রাজ্য বিজেপির অন্যতম প্রধান মুখ শুভেন্দু অধিকারী। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে শুভেন্দু এদিন মাল পুরসভার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের থেকে শুরু করে তৃণমূলের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বকে বিঁধেছেন। পাশাপাশি চা বলয়ের ভোটব্যাংকের দিকে লক্ষ রেখে চা শ্রমিকদের একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

শুভেন্দু বলেন, রাজ্যে সরকার গঠনের এক মাসের মধ্যে চা বাগানের শুধুমাত্র পাট্টা নয়, জমির মালিকানাই দিয়ে দেওয়া হবে শ্রমিকদের। আর তাঁদের মজুরি করা হবে ৩৫০ টাকা।

শুক্রবার দুপুরে মাল শহরের কলোনি ময়দানে বিজেপির বিজয় সংকল্প সভা হয়। দুপুর আড়াইটার সময় বিমলকে সঙ্গে নিয়ে মঞ্চে ওঠেন। শুভেন্দু, বিমল সকলে মিলে হাত উঠিয়ে অভিবাদন গ্রহণ করেন। যদিও মঞ্চে এদিন বিমল কোনও বক্তব্য রাখেননি। শুভেন্দুর বক্তব্য শুরুর আগেই তিনি চলেও যান। যাওয়ার সময় বিমল বলেন, 'বিভিন্ন সময় নানা রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হয়। আমরা এবার বিজেপি প্রার্থীদের হয়ে পাহাড় ও ডুয়ার্সে প্রচার চালাচ্ছি।' আর শুভেন্দু বলেন, 'মোর্চা এনডিএ'র শরিক। আমরা সমস্ত জনজাতির মানুষকেই গুরুত্ব দিচ্ছি।'

এদিন শুভেন্দু অভিযোগ তোলেন, জেলার এক তৃণমূল নেত্রীর ভাই বালি, পাথর পাচারের সঙ্গে যুক্ত। ক্ষমতায় এসে মাল পুরসভার তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন খোদ চেয়ারম্যান স্বপন সাহার নাম করে। তাঁর আরও অভিযোগ, উত্তরবঙ্গের জঙ্গল লুট করছেন তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিরা। জবাবে তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন, 'সবই ভিত্তিহীন অভিযোগ। মানুষ ভোটে জবাব দেবে।'

কার সভায় লোক বেশি আর কার সভায় মাঠ ফাঁকা। বুধবার জলপাইগুড়ি জেলায় বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দুটি সভার পর সেই তুলনা টানা শুরু হয়ে গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার সঙ্গে। এদিন দুপুরে মাল শহরের কলোনি ময়দানে ও পরে রাজগঞ্জের তারঘেরা ময়দানে সভা দুটি করেন শুভেন্দু। দু'জায়গাতেই মাঠের অনেকটা অংশ ফাঁকাই পড়ে ছিল। এর পিছনে কারণ কী? বিজেপির স্থানীয় নেতারা দাবি করেছেন, যথেষ্ট লোক হয়েছিল। আর শাসকদলের রক্তচক্ষুর জন্যই নাকি অনেকে বিজেপির জনসভায় আসতে পারেননি এদিন।

সপ্তাহখানেক আগেই মুখ্যমন্ত্রীর সভায় মাঠ ভরেনি। এদিন তারঘেরার জনসভায় মাঠ ভরানোর প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, 'বিরোধী দলনেতা কী জিনিস, তা আর কেউ জানতে না পারলেও গত তিন বছরে পিসিমণি হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গিয়েছেন। যার ঠ্যালায় উত্তরবঙ্গে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সভায় লোক হয়নি। মাঠ ফাঁকা পড়ে ছিল।' গত বৃহস্পতিবার মাল শহরে আদর্শ বিদ্যাভবনের মাঠে জনসভা করে গিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সেবার মাঠও ভরেনি। তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চাও হয়েছিল।

তথ্য সহায়তা : বিদেশ বসু, সন্তু চৌধুরী ও রামপ্রসাদ মোদক।

রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার রাজভবনে।

ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ির অনুমতি দিল না কমিশন

কলকাতা, ১০ এপ্রিল : জলপাইগুড়িতে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার জন্য গত সপ্তাহেই নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুমতি চেয়েছিল নবান্ন। বুধবার নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, নতুন বাড়ি তৈরি করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি মেরামতির জন্য ৫ হাজার টাকা ও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি মেরামতির জন্য ২০ হাজার টাকা করে দেওয়া যাবে। এদিন সন্ধ্যায় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে আসার সময় রাজভবনে সাংবাদিকদের এই খবর জানান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জলপাইগুড়িতে ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি তৈরি করে দেওয়া নিয়ে কমিশনের কাছে অনুমতির জন্য হস্তক্ষেপ করতে রাজ্যপালকে আর্জি জানিয়েছিলেন অভিষেক। কিন্তু এদিন কমিশনের পক্ষ থেকে সেই অনুমতি না দেওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার ও কমিশনকে তীব্র আক্রমণ শানালেন অভিষেক।

এদিন অভিষেকের নেতৃত্বে ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দল রাজভবনে যান। বেরিয়ে অভিষেক বলেন, 'আমরা সোমবারই রাজ্যপালের কাছে এই নিয়ে আর্জি জানিয়েছিলাম। এদিন রাজ্যপাল আমাদের বললেন, তিনি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মুখ্য নির্বাচন কমিশনার তাঁর সঙ্গে কথা বলেননি। অপর দুই নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। তখনই আমরা রাজ্যপালকে জানাই, তাঁর কথাকেও গুরুত্ব দেয়নি কমিশন।' অভিষেক বলেন, 'আমি রাজ্যপালকে দোষারোপ করছি না। কিন্তু অদ্ভুত লাগে অসমের বিহু উৎসবের জন্য দেড় লক্ষ টাকা করে দেওয়া যাবে বলে সেই রাজ্য সরকারকে অনুমতি দিয়েছে কমিশন। অথচ জলপাইগুড়িতে গৃহহীনদের বাড়ি তৈরি করে

করা যাবে শুধু সংস্কার

দেওয়ার জন্য কমিশন টাকা দিল না। বিজেপিকে খুশি করতেই কমিশনের এই পদক্ষেপ। এতেই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে, বিজেপি কতটা বাংলা বিরোধী। এই টাকা রাজ্য সরকারই খরচ করত। এর জন্য কেন্দ্রের কাছে রাজ্য হাত পাতেনি। কিন্তু গরিব মানুষের বাড়ি তৈরিতে বাধা দিল কমিশন।' অভিষেক জানান, শুক্রবার তিনি জলপাইগুড়ি যাবেন। ক্ষতিগ্রস্ত ১৬০০ পরিবারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন বলেও জানিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। একইসঙ্গে কমিশনের এই বিমাতৃসুলভ আচরণ নিয়ে রাষ্ট্রপতিরও দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন অভিষেক।

জানেন কি

বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় ইন্দোনেশিয়ার মানুষজন সবচেয়ে খাটো হয়ে থাকেন।

গোরু উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ১০ এপ্রিল : কিশনগঞ্জের নেপাল সীমান্তে এসএসবি জওয়ানরা মঙ্গলবার বিকেলে একটি মিনি ট্রাক থেকে ১৬টি গোরু উদ্ধার করেন। বুধবার আইনি প্রক্রিয়ার পর গোরুগুলি দিঘলব্যাংক থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

অমিত বিক্রম

প্রথম পাতার পর

ঐতিহ্যবাহী বোল্লাকালী, বুড়াকালী, নরবড়িয়া শিব মন্দির এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী দুর্গা মুর্মুর উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানান। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনকেও তিনি অস্ত্র করেন। শা'র ভাষায়, 'মমতাদিদি সিএএ নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। সিএএ-তে আবেদন করতে মানা করছেন। আসলে মমতাদিদি অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গাদের অভ্যর্থনা জানান। শরণার্থীরা নির্ভয়ে সিএএ-তে আবেদন করুন। কারও বিরুদ্ধে কোনও মামলা হবে না।'

সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যানে মুক্ত চার গরাল

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যানে প্রথম দুই জোড়া হিমালয়ান গরাল ছাড়া হল। দার্জিলিং চিড়িয়াখানার তোপকেদাড়া প্রজননকেন্দ্রে গরালগুলির জন্ম হয়েছিল। রাজ্যের পদস্থ বনকর্তাদের উপস্থিতিতে ওই চারটি গরাল সিঙ্গালিলার জঙ্গলে ছেড়েছে দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্ক কর্তৃপক্ষ। এর আগে ২০২২ সালে মহানন্দা অভয়ারণ্যে আটটি গরাল ছাড়া হয়েছিল। বর্তমানে দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় ৩৩টি গরাল রয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার (আইইউসিএন)-এর লাল তালিকাভুক্ত গরালের প্রজননে সফল দার্জিলিং চিড়িয়াখানার এই প্রজননকেন্দ্র। এই গরালগুলি বন্দিদশায় ১৪ থেকে ১৭ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে। বর্তমানে এই পার্কে ১৭ বছর বয়সি একটি হিমালয়ান গরাল সিম্বা বেঁচে রয়েছে। দার্জিলিং চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর ডঃ বাসব রাজ হোলেইচির বক্তব্য, 'এই প্রথম সিঙ্গালিলার জঙ্গলে গরাল ছাড়া হল। আশা করছি, আগামীতে আরও বেশ কিছু গরাল সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যানে আমরা ছাড়তে পারব।'

বন্দি প্রজননের জন্য দার্জিলিং চিড়িয়াখানা সর্বসময়ই সেরার তালিকায় রয়েছে। রেড পান্ডা থেকে শুরু করে গরাল, তুষার চিতা সহ একাধিক লুপ্তপ্রায় প্রাণীর প্রজনন হচ্ছে এখানে। পালা করে প্রাণীগুলিকে সিঙ্গালিলার জঙ্গলে ছাড়া হচ্ছে। সেইমতো এবার হিমালয়ান গরাল ছাড়ার কথা ছিল। তাই এক জোড়া পুরুষ এবং একজোড়া স্ত্রী গরালকে কয়েকদিন পৃথকভাবে রাখা হয়েছিল। তাদের স্বাস্থ্যের দিকেও নজর রাখা হচ্ছিল। সব ঠিক থাকায় এরপর গরালগুলিকে জঙ্গলে ছাড়া হয়েছে। তাদের গতিবিধির ওপর বিশেষ নজর রাখা হবে। পাশাপাশি জঙ্গলের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে উঠতে পারছে কি না, খাবার খোঁজ করে খেতে পারছে কি না সেই সমস্ত বিষয়েও খোঁজখবর রাখা হবে বলে জানা গিয়েছে।

রাজ্যের প্রধান মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) রাজেশ কুমারের উপস্থিতিতে গরালগুলিকে মঙ্গলবার জঙ্গলে ছাড়া হয়েছে বলে পার্ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

খাটে মেয়ের দেহ, শৌচালয়ে মায়ের

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ১০ এপ্রিল : ভোরবেলায় কখন যে সেই কাণ্ডটা ঘটে গিয়েছে, ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি ১১ বছরের সেই কিশোর। সকালে দেখতে পায়, শৌচালয়ে পড়ে রয়েছে মায়ের দেহ। কী হয়েছে, কিছুই বুঝতে না পেরে সে ডাকাডাকি শুরু করে দেয় প্রতিবেশীদের। সাতসকালে হইচই শুনে জড়ো হন স্থানীয়রা। তবে ততক্ষণে সব শেষ। সেই শৌচালয় থেকে মেলে মহিলার দেহ। আর শোয়ার ঘরেই বিছানার উপর পড়ে ছিল তাঁর মেয়ের দেহটি। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, নিজের মেয়েকে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই মহিলা। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার শহরতলির গুড়িয়াহাটি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ইন্দ্রজিৎ কলোনিতে। কোচবিহার জেলা পুলিশের ডিএসপি হেডকোয়ার্টার্স চন্দন দাস জানিয়েছেন, তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম সোমা সরকার (৩৪)। তাঁর শিশুকন্যার বয়স আনুমানিক ৫ বছর। হাতের শিরা কেটে ফেলার ফলে ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। আর শিশুকন্যার মৃত্যু হয়েছে শ্বাসরোধ করার ফলে। এমনটাই প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে। ঘটনাস্থল থেকে মিলেছে একটি সুইসাইড নোট। তা থেকে জানা গিয়েছে, হতাশা ও মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন ওই মহিলা। লেখা রয়েছে, স্বামী এবং পরিবারের সকলের কাছে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। ছেলেকে দেখভাল করার কথাও বলেছেন।

স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, মৃত ওই গৃহবধূর স্বামী মানিক সরকার এথেলবাড়িতে একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন। তিনি প্রতি

মর্মান্তিক

- ইন্দ্রজিৎ কলোনিতে ওই পরিবারের বাড়ি
- স্বামী ভিনজেলায় কাজ করেন
- বাড়িতে ওই মহিলা, তাঁর ছেলে ও মেয়ের সঙ্গে থাকতেন
- তবে মেয়েটির মানসিক কিছু সমস্যা ছিল

শনিবার বাড়িতে আসেন। সোমবার আবার কর্মস্থলে চলে যান। বাড়িতে সোমা, তাঁর বছর পাঁচেকের মেয়ে এবং ১১ বছরের ছেলে থাকত। আর্থিক সমস্যা সেভাবে ছিল না। তিনতলা বাড়ি। তবে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, মৃতার মেয়েটির কিছু সমস্যা ছিল। বয়সের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার শারীরিক ও মানসিক বাড় ঘটেনি। কথা বলায় সমস্যা ছিল। মেয়েটির স্পিচ থেরাপিও চলছিল। এসব সমস্যা নিয়েই চাপে ছিলেন সোমা।

এলাকাবাসী গণেশ বণিক, অপর্ণা সোম চক্রবর্তীরা বলছেন, সকাল ছয়টা নাগাদ হঠাৎ করেই সোমার ছেলে পাড়ার লোকজনকে ডাকাডাকি শুরু করে। অনেকে দ্রুত সেখানে যান। গিয়ে দেখা যায়, বিছানায় শিশুকন্যার দেহ পড়ে রয়েছে। বাথরুমে পড়ে ছিলেন ওই মহিলা। প্রতিবেশীরাই পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে দুজনকেই পরীক্ষা করে মৃত বলে জানায়। এসব যখন ঘটছে তখন মহিলার স্বামী বাড়িতে ছিলেন না। ছিলেন এথেলবাড়িতে। ঘটনার খবর জানতে পেরে বাড়ি এসেছেন। কিন্তু তিনি কথা বলার পরিস্থিতিতে ছিলেন না।

সোমার বাপের বাড়ি মাথাভাঙ্গায়। ঘটনার আকস্মিকতায় মৃত মহিলার বাবা শরবিন্দু নাহাও হতবাক। এদিন ভোর চারটে নাগাদ মেয়ে ফোন করেছিল তাঁকে। তারপর কীভাবে এমনটা ঘটল, তা কিছুতেই বুঝতে পারছেন না তিনি। বললেন, 'ও আমাকে ফোন করে বলে শরীর ভালো নয়। আর কিছু বলেনি। ওর সঙ্গে পরে আর ফোনে যোগাযোগও করতে পারিনি। পরে এসে দেখি এই পরিস্থিতি।' সোমার ফোনটি ভাঙাচোরা অবস্থায় বাড়ি থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে।

নকল মদ তৈরির সামগ্রী বাজেয়াপ্ত

খড়িবাড়ি, ১০ এপ্রিল : ভোটের আগে নকল মদের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমে বড়সড়ো সাফল্য পেল শিলিগুড়ি ও নকশালবাড়ি আবগারি দপ্তর। মঙ্গলবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে আবগারি দপ্তর পুলিশ সহ খড়িবাড়ি থানার গুয়াবাড়িতে অভিযান চালায়। সেখানে এক গুদামে হানা দিয়ে প্রায় ৫০০ লিটার কাঁচা স্পিরিট, বিভিন্ন বিদেশি মদের বোতলের ছিপি, স্টিকার ইত্যাদি উদ্ধার করে। এছাড়াও একটি পাঞ্চিং মেশিন সহ বহু জাল মদ তৈরির সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়। যদিও অভিযানকারী দলটি এব্যাপারে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

দার্জিলিংয়ের আবগারি দপ্তরের সহকারী সুপারিন্টেন্ডেন্ট কিরত সিং বির্ধী জানান, খড়িবাড়ির গুয়াবাড়িতে একটি বাড়ি ও গুদামে অভিযান চালিয়ে কাঁচা স্পিরিট ও নকল মদ তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এর আনুমানিক মূল্য ২১ লক্ষ টাকা। বিহার সহ রাজ্যের নানা এলাকায় এই নকল মদ বিক্রি হত। ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। বাড়ি ও গুদামের মালিক ঝাড়ু সিংহ পলাতক। তার খোঁজে তল্লাশি চলছে।

বন্ধ ঘরে ঝুলন্ত দেহ

ফাঁসিদেওয়া, ১০ এপ্রিল : ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বুধবার। রাত ১১টা নাগাদ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর ময়লানিজোত এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। মৃত নেপাল দেবনাথ (৩৬) ওই এলাকারই বাসিন্দা। বন্ধ ঘরের দরজা ভেঙে ওই ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান বাড়ির লোকেরাই। খবর পেয়ে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে।

জেলার খেলা

রাজের ৪ উইকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়রস কাপ অনূর্ধ্ব-১৪ আন্তঃকোচিং ক্যাম্প ৮ দলীয় ছেলেদের ক্রিকেটে বুধবার শিলিগুড়ি কোচিং সেন্টার ৭ উইকেটে সেন্ট্রাল কলোনি ক্রিকেট কোচিং সেন্টারকে হারিয়েছে। দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে টসে জিতে সেন্ট্রাল কলোনি ১৪.৪ ওভারে ৫৫ রানে অল আউট হয়। জয়বর্ধন কল্যাণী ১১ রান করে। ম্যাচের সেরা রাজ রাউত ৪ রান পেয়েছে ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করে রুদ্রনীল দেব (২১/৩)। জবাবে শিলিগুড়ি ৮.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ৬০ রান তুলে নেয়। মোহিত যাদব ৫ রানে নেয় ৩ উইকেট।

অন্য ম্যাচে সুকান্তনগর ক্রিকেট কোচিং সেন্টার ৭ উইকেটে অগ্রগামী সংঘের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে জিতে অগ্রগামী ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১২৩ রান তোলে। তাহাসিন রাজা ৫১ রান করে। জবাবে সুকান্তনগর ১৮.১ ওভারে ৩ উইকেটে ১২৭ রান তুলে নেয়। যুবরাজ সিং ৪৩ ও ম্যাচের সেরা রোশন শা ৩৩ রান করে। বৃহস্পতিবার প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে দাদাভাই ও শিলিগুড়ি ক্রিকেট কোচিং সেন্টার। পরে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নামবে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব ও সুকান্তনগর।

শিলিগুড়ি খো খো দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : হলদিয়ার রানিচকে ১২-১৪ এপ্রিল অনুষ্ঠেয় সিনিয়ার রাজ্য খো খো-র জন্য শিলিগুড়ি দল গঠন করা হয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমা খো খো সংস্থার সচিব ভাস্কর দত্ত মজুমদার ঘোষিত পুরুষ দলে রয়েছেন বাবন বর্মন (অধিনায়ক), অনুকূল সরকার, সঞ্জিত মহন্ত, প্রীতম রায়, রকি দাস, বিজয় মাহাতো, অন্নু পাসোয়ান, রাহুল সরকার, শেখ রফিজ, জিৎ সরকার, প্রীতম মাইতি ও আরবাজ সাহা। কোচ ও ম্যানেজার যথাক্রমে দিলীপ রায় ও সঞ্জিত ঘোষ।

মহিলা দলটি এরকম- জিতুমণি দাস (অধিনায়ক), অঞ্জলি মুন্ডা, সালমা মাঝি, সরস্বতী ছেত্রী, রত্না রায়, অর্পিতা দাস, কল্পনা বর্মন, দিয়া বর্মন, তানিশা মহাপাত্র, সরস্বতী সিংহ, সীতারানি সিংহ ও তিথি সামন্ত। কোচ জুলি দাস। ম্যানেজার মাম্পি সরকার। দল বৃহস্পতিবার রওনা হবে।

স্কুলের ছুটিতে গাইডলাইন

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল : গরমের ছুটিতে পড়ুয়াদের কী ধরনের কর্মসূচি থাকবে সেব্যাপারে বুধবার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য একটি গাইডলাইন প্রকাশ করেছে শিক্ষা দপ্তর। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায় জানিয়েছেন, ভোটপর্ব মিটলেই স্কুলগুলোকে এই নির্দেশ দেওয়া হবে।

লক্ষ্মীপুরে আগুন

চোপড়া, ১০ এপ্রিল : লক্ষ্মীপুরের যত্রাগছে বুধবার রাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়াল। চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মুস্তাফা কামাল বলেন, 'মহম্মদ সোসু নামে একজনের খড়ি রাখার ঘরে আগুন লেগে তা ছড়িয়ে পড়ে। একটি ঘর পুড়েছে।

ভোট যেন সম্পদ বৃদ্ধির নিশ্চিত সিঁড়ি

প্রথম পাতার পর

কিংবা শিলিগুড়ির অদূরে ফাঁসিদেওয়ায় প্রার্থীদের নতমস্তকে ভোট ভিক্ষার বিষয়টি বেশ উপভোগ করেন সাধারণ মানুষ।

প্রার্থীরা জানেন, বছরে একবার নতমস্তক হয়ে ভোটে জিততে পারলেই পাঁচ বছরের জন্য নিশ্চিন্ত সম্পদ বৃদ্ধির সিঁড়ি তৈরি। সেই সম্পদ কারও বেড়ে যায় কয়েক লক্ষ, কারও কয়েক কোটি। কিন্তু সাধারণ মানুষের ভাগ্য? তাদের দায়িত্ব শুধু ভোট দেওয়া। ব্যাস, আর কিছু নয়। আমজনতার রায়ে নেতা হওয়া যায়। ভাগ্য সহায় থাকলে কপালে মন্ত্রী হওয়ার শিকেও ছেঁড়ে। গত প্রায় ১৫ বছরে নির্বাচন কমিশনে প্রার্থীদের দেওয়া সম্পত্তির হিসেব সেই তথ্যই জানান দিচ্ছে।

উলটো দিকে তীব্র মূল্যবৃদ্ধির দাপটে নুন আনতে পান্তা ফুরাচ্ছে সাধারণের। নেতা-মন্ত্রীরা এর সাফাই দেবেন অনেক রকম। বাস্তব চিত্র বলছে, গত পাঁচ বছরে উত্তরবঙ্গের সাংসদদের সম্পদ বেড়েছে অনেক। সাধারণ ভোটাররা এতে কিন্তু নতুন কিছু দেখেন না। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর লোকসভাই হোক কিংবা বিধানসভা ভোটে প্রার্থীদের সম্পত্তি কখনও দ্বিগুণ আবার কখনও তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। এটা নির্বাচন কমিশনের তথ্যে স্পষ্ট।

দার্জিলিং লোকসভা আসনে এবারের বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্ট গত মেয়াদের সাংসদ। গতবার ও এবার মনোনয়নপত্র পেশের সময় তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী তাঁর গত পাঁচ বছরে অস্থাবর সম্পত্তি বেড়েছে প্রায় ১৫ কোটি টাকা। স্থাবর সম্পত্তি বেড়েছে প্রায় ১১ কোটি। স্থাবর সম্পত্তি বেড়েছে তাঁর স্ত্রীরও। গত পাঁচ বছরে বেড়েছে ১ কোটিরও বেশি। শুধু রাজু নয়, সম্পদ গত ৫ বছরে বেড়েছে জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়, বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারেরও। সুকান্তর অস্থাবর সম্পত্তি গত ৫ বছরে বেড়েছে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা, স্থাবর সম্পত্তি বেড়েছে ৩ লক্ষ টাকার মতো। সুকান্তবাবুর স্ত্রীর অস্থাবর সম্পত্তি গত ৫ বছরে বেড়েছে প্রায় ২৩ লক্ষ টাকা।

তবে যে হারে তাঁকে নিয়ে আলোচনা, সেই হারে সম্পত্তি বাড়েনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তথা কোচবিহারের সাংসদ নিশীথ প্রামাণিকের। ২০১৯ সালে তিনি যে তথ্য নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছেন, সেই অনুযায়ী গত ৫ বছরে তাঁর অস্থাবর সম্পত্তি বেড়েছে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা। স্থাবর সম্পত্তি অবশ্য একই রয়েছে গত পাঁচ বছরে। কিন্তু পেশায় চিকিৎসক জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়ের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি অনেকটাই বেড়েছে গত ৫ বছরে। ২০১৯ সালে জয়ন্তর অস্থাবর সম্পত্তি ছিল ১৪ লক্ষের কিছু বেশি, সেটা এবার দ্বিগুণ হয়েছে। স্থাবর সম্পত্তি বেড়েছে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা। জয়ন্তর স্ত্রীর অস্থাবর সম্পত্তি বেড়েছে ১১ লক্ষ টাকা, স্থাবর সম্পত্তি বেড়েছে প্রায় ২৮ লক্ষ টাকা।

সম্পত্তি বৃদ্ধি নিয়ে কে কী ভাবল, তা নিয়ে নেতা-মন্ত্রীদের তেমন মাথাব্যথা থাকে না। ভাবটা এমন, ভোট আসবে, ভোট যাবে, দু'দিন আলোচনা হবে এসব নিয়ে, তারপর আবার সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়বেন নিজ নিজ কাজে। দেখতে দেখতে কেটে যাবে পাঁচ বছর। আবার সময় হলে ভোটপ্রার্থীরা আসবেন নতমস্তকে। সাধারণ মানুষও গলা ফাটিয়ে আবার কোনও প্রার্থীর সমর্থনে ভোট চাইতে বেরিয়ে পড়বে।

সিকিমে নাড্ডা

বাগডোগরা, ১০ এপ্রিল : খারাপ আবহাওয়ার জন্য উড়তে পারল না বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জয়প্রকাশ নাড্ডার হেলিকপ্টার। বুধবার বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে আকাশপথে সিকিম যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। শেষপর্যন্ত সড়কপথে সিকিমে যান তিনি। বৃহস্পতিবার তাঁর বাগডোগরা হয়ে দিল্লি ফেরার কথা।

জয়প্রকাশ এদিন ইটানগর থেকে বিশেষ বিমানে বাগডোগরায় আসেন। বিকেলে আবহাওয়া খারাপ হওয়ায় আর ঝুঁকি নেওয়া হয়নি। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ সড়কপথে সিকিমের উদ্দেশে রওনা দেন তিনি।

যোগদান সভা নিয়েও

প্রথম পাতার পর

আইএনটিটিইউসিতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। দিলীপের দাবি, সেইমতো মেয়রের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সংগঠনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু অভিযোগ, নিয়ম মেনে সংগঠনের জেলা নেতৃত্বকে জানানো হয়নি।

এদিনের অনুষ্ঠানে তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান অলোক চক্রবর্তী, কাউন্সিলার সঞ্জয় শর্মা সহ আরও দু'তিনজন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানও শুরু হয়। জানা গিয়েছে, সেইসময় কলকাতা থেকে ফোন করে দিলীপকে দলীয় ঝান্ডা দেওয়ার ব্যাপারে নিষেধ করা হয়। তারপরও দিলীপ প্রত্যেকের হাতে ঝান্ডা দিয়েছেন বলে স্বীকার করেছেন।

খেলায় আজ

২০০০ : ভারত সফরে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের অভিযোগ স্বীকার করে নেওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার নেতৃত্ব হারান হ্যান্সি ক্রোনিয়ে।

সেরা অফবিট খবর

৮২ বছরেও

সোমবার চিপকে কলকাতা নাইট রাইডার্সের মুখোমুখি হয়েছিল চেন্নাই সুপার কিংস। মহেন্দ্র সিং ধোনির টানে সেই ম্যাচ দেখতে এসেছিলেন ৮২ বছর বয়সি এক বৃদ্ধা। হাতে ধরা পোস্টারে তিনি নিজের সেই ধোনি প্রেমের কথা লিখেও ছিলেন।

ভাইরাল

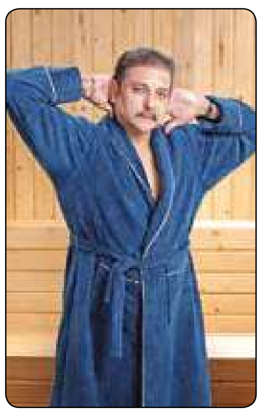

এক্স হ্যান্ডলে এই ছবি পোস্ট করে রবি শাস্ত্রী লিখেছিলেন, 'আই অ্যাম সেক্সি, আই অ্যাম নটি, আই অ্যাম সিক্সটি।' তারপরই নেটিজেনরা বিখ্যাত অভিনেতাদের নকল করার জন্য তাঁকে ট্রোল করা শুরু করেন।

সেরা উক্তি

রিহ্যাবের সময়টা কঠিন ছিল। তবে রিহ্যাব আমাকে মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। প্রথম দুই-তিন সপ্তাহ একঘেয়ে লাগত। তারপর বুঝতে পেরেছি রিহ্যাবই আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

-সূর্যকুমার যাদব
(চোট পাওয়ার পর মানসিক অবস্থা প্রসঙ্গে)

উত্তরের মুখ

১২/৫

কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার স্কুল ক্রিকেটের ফাইনালে মৃগাঙ্ক দেবনাথ ১২ রানে ৫ উইকেট পেয়েছে। ম্যাচে তাঁর দল জেনকিন্স স্কুল ৭১ রানে রামভোলা হাইস্কুলকে হারিয়েছে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. ওডিআই বিশ্বকাপে প্রথমবার কোন ব্যাটার ছয় বলে ছয় ছক্কা মেরেছেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. সেরেনা উইলিয়ামস, ২. মহম্মদ কাইফ।

সঠিক উত্তরদাতারা

দিশান, শঙ্খশুভ্র দাস, প্রায়ন ঘোষ, অর্ক সরকার, দীপসোনা গোস্বামী, বিনায়ক রায়, রুমা বিশ্বাস, স্বপ্না সরকার, অগাস্টিনা বসু, থিওফিলাস সাহা, শুভদীপ বণিক, মিঠুন সরকার, লোপামুদ্রা ঘোষ, আরিয়ান মিত্র, সুকুমার দাস, পূর্বালি মিত্র, মহম্মদ দলিল, ঋতম পাল, গণেশচন্দ্র রায়, অন্তন গোস্বামী, রাজীব সুর, পিন্টু ঘোষ, চৈতালি চক্রবর্তী, আরাস্থা গোস্বামী।

বিরাটের বিরুদ্ধে 'চক্রান্তের' অভিযোগ কোচের

মুম্বই, ১০ এপ্রিল : চক্রান্ত চলছে বিরাট কোহলির বিরুদ্ধে।

কোহলি-বিরোধিতাই নাকি একটি লবির অ্যাজেন্ডা। স্ট্রাইক রেট নিয়ে সমালোচকদের আজ এভাবেই একহাত নিয়েছেন বিরাটের কোচ রাজকুমার শর্মা। দাবি, যাঁরা ক্রিকেটের 'সি' জানেন, তাঁরা এই ধরনের যুক্তিহীন কথাবার্তা বলবেন না।

আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপে বিরাটকে কি রাখা উচিত? প্রশ্নটা উসকে দিয়ে গত কয়েক মাস ধরেই সমালোচনার মুখে বিরাটের স্ট্রাইক রেট। দাবি, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনামূলক মন্থর পিচে বিরাটের ব্যাটিং নাকি মানানসই হবে না। যে যুক্তিতে হাওয়া দিচ্ছেন অনেকেই।

এদিন প্রিয় ছাত্রের পাশে দাঁড়িয়ে রাজকুমার পালটা আক্রমণ শানিয়েছেন। ক্ষুব্ধ রাজকুমার বলেছেন, 'দেখুন, এটা একটা লবি, যাঁরা বিরাটের বিরুদ্ধে অ্যাজেন্ডা চালাচ্ছেন। সেটাই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তবে ক্রিকেটপ্রেমী বা ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ, আমাদের কাছে এসব অ্যাজেন্ডা গুরুত্বহীন। রাজা সবসময় রাজাই থাকে। যাঁরা ক্রিকেটে 'সি'-ও জানেন, তাঁরা কখনও এই রকম ভুল কথা বলবেন না।'

স্ট্রাইক রেট নিয়ে সমালোচনার জবাবে রাজকুমারের দাবি, সমস্যা হল, যাঁরা এসব বাজে কথা বলছেন, তাঁরা ম্যাচ পরিস্থিতি কী ছিল, দল চাপে রয়েছে কি না, এসব ফ্যাক্টরগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহালই নয়। বিরাটকে টার্গেট করে শুধু সমালোচনার জন্য সমালোচনা করাটাকে 'অ্যাজেন্ডা' বানিয়ে ফেলেছেন।

বিরাটের কোচের আরও দাবি, প্রচারের জন্যও অনেকে ভুলভাল বকছেন। 'প্রচারে থাকার চেষ্টা। সাধারণ কোনও ক্রিকেটারকে নিয়ে বললে খবরের শিরোনাম মিলবে না। কিন্তু বিরাট কোহলির মতো কাউকে নিয়ে বলা মানে একেবারে শিরোনাম। ঠিক সেটাই করছে অনেকে,' দাবি রাজকুমারের। ৫ ম্যাচে ৩১৬ রান করেছেন বিরাট। অরেঞ্জ টুপির দৌড়ে দ্বিতীয় স্থানে বি সাই সুদর্শনের সংগ্রহ যেখানে দুশোরও কম (১৯১)।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচের প্রস্তুতিতে বিরাট কোহলি। বুধবার।

> প্রচারে থাকার চেষ্টা। সাধারণ কোনও ক্রিকেটারকে নিয়ে বললে খবরের শিরোনাম মিলবে না। কিন্তু বিরাট কোহলির মতো কাউকে নিয়ে বলা মানে একেবারে শিরোনাম। ঠিক সেটাই করছে অনেকে।
>
> **রাজকুমার শর্মা**, বিরাটের কোচ

কোহলিকে দরকার বিশ্বকাপে : প্রসাদ

বিরাটের পাশে দাঁড়িয়েছেন ভেঙ্কটেশ প্রসাদও। প্রাক্তন স্পিডস্টারের মতে, টি২০ বিশ্বকাপে রোহিত শর্মার সঙ্গে বিরাটকেও দলের প্রয়োজন। সামাজিক মাধ্যমে নিজের পছন্দের ব্যাটিং লাইনআপে বাড়তি গুরুত্ব দিলেন শিবম দুবে, রিঙ্কু সিংকেও। প্রসাদ বলেছেন, 'স্পিনারদের বিরুদ্ধে শিবমের বিগহিটের দক্ষতা প্রশংসনীয়, সূর্যকুমার যাদব অপর দিকে টি২০ আন্তর্জাতিকে সেরা ব্যাটার, ম্যাচ ফিনিশ করার দুর্দান্ত ক্ষমতা রয়েছে রিঙ্কুর মধ্যে। বিরাট, রোহিতের সঙ্গে বিশ্বকাপের প্রথম এগারোয় তিনজনকে রাখা গেলে দারুণ হবে। এর বাইরে ব্যাটিংয়ে একটাই জায়গা বাকি, উইকেটকিপার-ব্যাটার।' লক্ষণীয় হল, প্রসাদের প্রথম এগারোতে নেই হার্দিক পান্ডিয়া, শ্রেয়স আইয়ার, লোকেশ রাহুলরা।

দৌড়ে ফেরার ম্যাচ দুই শিবিরের

ওয়াংখেড়েতে আজ বিরাট-রোহিত টক্কর

মুম্বই, ১০ এপ্রিল : সপ্তদশ আইপিএলের পর্দা উঠেছিল বিরাট কোহলি-মহেন্দ্র সিং ধোনি ডুয়েলে।

আগামীকাল বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মা টক্কর। দুই মহারথীর যে লড়াই ঘিরে উন্মাদনার পারদও ঊর্ধ্বমুখী। দুই তারকার দলই চলতি লিগে ধুঁকছে। রোহিত, বিরাটদের নিয়ে যদিও চিরন্তন আবেগে ভাঁটার লক্ষণ নেই।

হ্যাটট্রিক হারের পর গত ম্যাচে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স (আটে)। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু সেখানে পাঁচ ম্যাচের চারটিতে হেরে পিছন থেকে সেকেন্ড বয়। দলগত ব্যর্থতা ছাপিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের চোখ বিরাট-রোহিত দ্বৈরথে। আরসিবি ব্যর্থ হলেও বিরাট এই মুহূর্তে অরেঞ্জ টুপির মালিক। গত ম্যাচেই সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। যদিও আইপিএলের মন্থরতম (যুগ্মভাবে) শতরানে প্রশংসার চেয়ে সমালোচনা বেশি হয়েছে। যা নিয়ে বিতর্কের ঢেউ।

ব্রায়ান লারাদের মতে, স্ট্রাইক রেট (৫ ম্যাচে ১৪৬ প্লাস) দিয়ে বিরাটকে মাপতে যাওয়া অনুচিত। বরং বাকি দলের পারফরমেন্স নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। বড় স্কোর না পেলেও রোহিতের ব্যাটেও ধারাবাহিকতার ঝলক। আরবসাগরের তীরে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে বাইশ গজে যার মাত্রা আরও বাড়ার প্রত্যাশা।

আরসিবি-র মূল চ্যালেঞ্জ দলগত ব্যর্থতা। বিরাট ৫ ম্যাচে ৩১৬ রান। গড় ১০৫। বিপরীত চিত্র অধিনায়ক ফাফ ডুপ্লেসি (১০৯), গ্লেন ম্যাক্সওয়েল (৩২), ক্যামেরন গ্রিনদের (৬৮)। প্রশ্নের মুখে ব্যাটিং স্ট্র্যাটেজিও। ম্যাক্সওয়েল-গ্রিনদের টানা ব্যর্থতার পরও কেন দীনেশ কার্তিককে আরও ওপরের দিকে ব্যবহার করা হচ্ছে না? জসপ্রীত বুমরাহ, জেরাল্ড কোয়েৎজে, পীযূষ চাওলারা সুযোগ নিতে মুখিয়ে থাকবেন।

দিল্লি-ম্যাচে মুম্বইয়ের ব্যাটিং স্বস্তি দেবে। শুরুতে রোহিত, শেষে টিম ডেভিড, রোমারিও শেফার্ড ঝড়। ২৩৪-এর প্রাসাদ বানিয়েছিল নীতা আম্বানির দল। যার হাত ধরে প্রথম জয়। আলোচনার কেন্দ্রে অ্যানরিচ নর্তজের শেষ ওভারে শেফার্ডের ৩২ রান নেওয়া। পঞ্চম ম্যাচে দ্বিতীয় জয়ের লক্ষ্যপূরণে এই রকম শেফার্ড-বিস্ফোরণের পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন।

দিল্লি-বধ মুম্বই শিবিরকে অক্সিজেন জুগিয়েছে। আরবসাগরের পাড়ে ফের নীল-ঢেউয়ের প্রত্যাশা। খটকাও রয়েছে। তালিকায় শীর্ষে স্বয়ং হার্দিক পান্ডিয়া। প্রথম তিন ম্যাচে নতুন বলে বোলিং করে দলকে ডুবিয়েছেন। চতুর্থ ম্যাচে আর বোলিংয়ের সাহস দেখাননি হার্দিক। ব্যাটেও তথৈবচ। বলপিছু রানের ছোট ছোট ইনিংস বরং মাথাব্যথা বাড়াচ্ছে।

ব্যক্তিগত পারফরমেন্সের ফাঁকফোকর দ্রুত সারাতে না পারলে 'নন প্লেয়িং ক্যাপ্টেন' তকমার সঙ্গে সমর্থকদের বিদ্রুপের পরিমাণ বাড়বে। সমালোচকদের চুপ করাতে সাফল্য একমাত্র অস্ত্র হার্দিকের। কালকের ম্যাচ সেদিক থেকে ভালো মঞ্চ। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ওয়াংখেড়ের ব্যাটিং উইকেট এবং হতশ্রী আরসিবি বোলিং।

মহম্মদ সিরাজ, আলজারি জোসেফ, যশ দয়ালরা ধারাবাহিকতার অভাবে ভুগছেন। ব্যাটারদের ফ্লপ শোয়ে হাতে রানের পুঁজিও সেভাবে থাকছে না। ফলস্বরূপ আরও কোণঠাসা আরসিবি-র খোঁড়াতে থাকা বোলিং। আগামীকাল? প্রত্যাবর্তন ম্যাচে রান পাননি সূর্যকুমার যাদব। আগামীকাল বাড়তি তাগিদ থাকবে। আর বৃহস্পতিবারের টক্করে শেফার্ড কাকে টার্গেট করেন সেটাও দেখার।

আইপিএলে বত্রিশটি দ্বিপাক্ষিক ম্যাচে দুই দলের মধ্যে খুব বেশি তফাত নেই। মুম্বই ১৮টিতে জিতেছে। বেঙ্গালুরু ১৪টিতে। কিন্তু ওয়াংখেড়েতে হওয়া দশ ম্যাচে সাতবারই জয়ী ঘরের দল। বিপরীত ছবি শেষ পাঁচ সাক্ষাৎকারে। যেখানে চারটিতেই জয়ী বিরাটদের দল। আগামীকাল?

বোলিং অনুশীলনে হার্দিক পান্ডিয়া। মুম্বইয়ে বুধবার।

আইপিএলে আজ

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম **রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু**

স্থান : মুম্বই
খেলা শুরু : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও সিনেমায়

মুখোমুখি (ম্যাচ ৩২)
মুম্বই ১৮ | বেঙ্গালুরু ১৪

শেষ পাঁচে
বেঙ্গালুরু ৪ | মুম্বই ১

টানা দুইদিন বিশ্রামে নাইটরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ এপ্রিল : অতীত ভুলে যাও। সামনে তাকাও। এখনও অনেক পথ পাড়ি দেওয়ার বাকি। রয়েছে বহু কঠিন চ্যালেঞ্জও।

যার প্রথমটা আগামী রবিবার। সেদিন ইডেন গার্ডেন্সে লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে খেলবে কলকাতা নাইট রাইডার্স। আর রবিবাসরীয় সেই ম্যাচকে কেন্দ্র করে নাইটদের অন্দরে পরিকল্পনার নীল নকশা প্রায় তৈরি। যদিও মাঠে নেমে বাস্তবে নিজেদের সেরাটা দিয়ে সফল হওয়ার কাজটা বাকি। শুধু রবিবার নয়, ইডেনে মঙ্গলবার রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ম্যাচও রয়েছে নাইটদের। প্রবল গরমের মধ্যে বাংলা নববর্ষের শুরুটা স্মরণীয় করে রাখার জন্য বিশেষ উদ্যোগ দলের মেন্টর গৌতম গম্ভীরের। জানা গিয়েছে, চেন্নাই থেকে ম্যাচ হেরে গত পরশু কলকাতায় ফিরে আসার পর আজ ও আগামীকাল, টানা দুইদিন পুরো দলকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। গম্ভীরের ভাবনা স্পষ্ট, জয়ের হ্যাটট্রিকের পর আচমকা ব্যর্থতার ধাক্কা সামনে এলে তা সামলানোর জন্য একটু সময়ের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া সামনে তিনদিনের মধ্যে জোড়া ম্যাচের চ্যালেঞ্জও রয়েছে। তাই নাইটদের সংসারে এখন ছুটির মেজাজ।

কিন্তু তার মধ্যেই আগামীর লক্ষ্যে পুরো দলকে জিম ও পুল সেশনের মাধ্যমে তৈরি রাখাও হচ্ছে। নীতীশ রানা গতরাতে দিল্লি থেকে ফিট হয়ে নাইট সংসারে ফিরে এসেছেন। যদিও তিনি রবিবার লখনউয়ের বিরুদ্ধে খেলতে নামবেন কি না, স্পষ্ট নয়। তবে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে নাইটদের যে প্রথম একাদশ মাঠে নেমেছিল, সেখানে নিশ্চিতভাবেই কিছু পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। কেকেআরের একটি বিশেষ সূত্রের খবর, নীতীশ ম্যাচ ফিট থাকলে তাঁকে খেলানোর সম্ভাবনা রয়েছে। প্রয়োজনে কোনও বোলার বসতে পারেন। যাঁকে পরবর্তী সময়ে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে কেকেআরের অন্দরে।

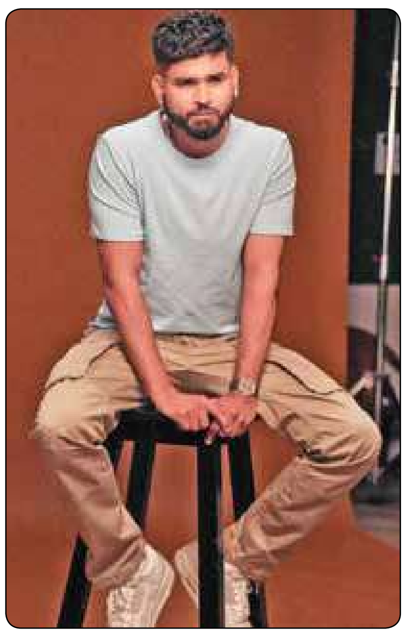

বিজ্ঞাপনী শুটিংয়ে কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার।

লখনউ ম্যাচের পরিকল্পনা শুরু

রবিবারের লখনউ ম্যাচ কেকেআরের মেন্টর গম্ভীরের জন্য স্পেশাল, মর্যাদারও। কারণ, ক্রিকেট থেকে অবসরের পর লখনউয়ের মেন্টর হিসেবে নয়া ভূমিকায় ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তিনি। এখানেই শেষ নয়, রবিবারের ম্যাচ আরও একটি দিক থেকে তাৎপর্যের। লখনউ ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা কলকাতার শিল্পপতি। ফলে তিনি তাঁর নিজের শহরে দলের সাফল্য দেখতে চাইবেন নিশ্চিতভাবেই। এদিকে, লখনউয়ের নয়া নবাব মায়াঙ্ক যাদব এখন অনেকটাই ফিট। হয়তো রবিবার তিনি ইডেনে খেলতে নামবেন বলেই লখনউ দলের অন্দরমহলের ইঙ্গিত।

৬ গোলের থ্রিলার ড্রয়ে খুশি পেপ, আন্সেলোত্তি

রেফারিং নিয়ে ক্ষুব্ধ আর্সেনাল, বায়ার্ন

মাদ্রিদ ও লন্ডন, ১০ এপ্রিল : দুই ম্যাচ মিলিয়ে হল ১০ গোল। কোনও দল জিততে না পারলেও গোল উৎসবেই ভারতের ফুটবলপ্রেমীদের রাত জাগা সার্থক। একদিকে, রিয়াল মাদ্রিদ বনাম ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ম্যাচের ফল ৩-৩। অন্যদিকে, এমিরেটস স্টেডিয়ামে বায়ার্ন মিউনিখের বিরুদ্ধে ২-২ গোলে ড্র করে আর্সেনাল।

মঙ্গলবার গভীর রাতে স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতে ম্যাচের গতি, তীব্রতা বারেবারে কাতার বিশ্বকাপ ফাইনালের কথা মনে করাচ্ছিল। তবে 'ক্লাসিকো' থেকে সেরা প্রাপ্তি ৭৯ মিনিটে ফেডেরিকো ভালভের্দের গোল। বাঁপ্রান্ত দিয়ে ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের ভাসানো বল বক্সের ডান দিকে রিসিভ না করেই ভলিতে জাল কাঁপিয়ে মাদ্রিদের তৃতীয় গোলটি করেন ভালভের্দে।

অবশ্য ২ মিনিটে ফ্রি কিক থেকে সিটিকে এগিয়ে দেন বার্নার্ডো সিলভা। এর ১০ মিনিটের মধ্যে এডুয়ার্ডো কামাভিঙ্গার শট রুবেন ডিয়াসের গায়ে লেগে জালে জড়ালে সমতায় ফেরে মাদ্রিদ। পরের মিনিটেই রডরিগোর গোলে এগিয়ে যায় তারা। ১-২ গোলে পিছিয়ে পড়া অবস্থা থেকে ৬৬ মিনিটে ফিল ফোডেন ও ৭১ মিনিটে জসকো ভার্ডিওলের গোলে ফের এগিয়ে যায় সিটি।

দুইবার এগিয়ে গিয়েও জয় হাতছাড়া হওয়ার আক্ষেপ নেই সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলার। ম্যাচের পর বলেছেন, 'আমরা একটা সময় পিছিয়ে পড়েছিলাম। আজ থেকে কয়েক বছর আগেকার ম্যান সিটি হলে ম্যাচটা হয়তো ১-৪ বা ১-৫ গোলে হারতাম। এই ফল নিয়ে ম্যাঞ্চেস্টারে খেলতে আপত্তি নেই।' মাদ্রিদ কোচ কার্লো আন্সেলোত্তিও খুশি। তাঁর কথায়, 'আমরা জিততেও পারতাম। তবে একটা দুর্দান্ত ম্যাচ হল। দুটি অসাধারণ দলের লড়াইয়ের সাক্ষী থাকলাম।'

অন্যদিকে শুরুতে বুকায়ো সাকার গোলে আর্সেনাল এগিয়ে গেলেও দ্বিতীয়ার্ধের আগেই সার্জ গ্যানাব্রি ও হ্যারি কেনের গোলে স্বস্তি পায় বায়ার্ন। ৭৬ মিনিটে গানার্সদের হয়ে সমতা ফেরান লিওনার্ডো ট্রোসার্ড। ম্যাচের পর রেফারিং নিয়ে অখুশি দুই ক্লাবের কোচ। আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতা বলেছেন, 'ম্যাচের শেষ লগ্নে পেনাল্টি পেতে পারতাম। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত এখন পালটানো অসম্ভব।' আবার বায়ার্ন বস টমাস টুচেলের কথায়, 'রেফারির শিক্ষানবিশি ভুলের জন্য আমরা একটি পেনাল্টি থেকে বঞ্চিত হলাম। এটা ম্যাচে বড় প্রভাব ফেলে।' ফিরতি লেগে এই দুইটি ম্যাচই ১৮ এপ্রিল হবে।

ঘরের মাঠে রিয়াল মাদ্রিদকে সমতায় ফেরানোর পর ফেডেরিকো ভালভের্দে।

ম্যাচের ফল

রিয়াল মাদ্রিদ ৩-৩ ম্যাঞ্চেস্টার সিটি
আর্সেনাল ২-২ বায়ার্ন মিউনিখ

৮৭ চালের যুদ্ধে জয় গুকেশের

টরোন্টো, ১০ এপ্রিল : দীর্ঘ ছয় ঘণ্টা এবং ৮৭ চালের লড়াইয়ের পর ডোম্মারাজু গুকেশ হারালেন আজারবাইজানের নিজাত আবাসভকে। ফিডে ক্যান্ডিডেটস দাবার পঞ্চম রাউন্ডের ম্যাচে এদিন শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিলেন প্রতিযোগিতার কনিষ্ঠতম ভারতীয় দাবাড়ু। এই জয়ের পর তিনি পৌঁছে গেলেন ৩.৫ পয়েন্টে। ছুঁয়ে ফেললেন পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে থাকা রাশিয়ার ইয়ান নেপোমনিয়াচ্চিকে।

অন্যদিকে, ইয়ান নেপোমনিয়াচ্চির বিরুদ্ধে আরেক ভারতীয় তরুণ রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ কঠিন লড়াইয়ের পর ড্র করলেন। প্রজ্ঞার সংগ্রহ ২.৫ পয়েন্ট। অন্য ম্যাচে ভিদিত গুজরাটি প্রায় অঘটন ঘটিয়েই ফেলছিলেন শীর্ষ বাছাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্যাবিয়ানো কারুয়ানাকে হারিয়ে। কিন্তু শেষ দিকে ছন্দে ফিরে ম্যাচ ড্র করেন মার্কিন দাবাড়ু। ২ পয়েন্ট নিয়ে তালিকায় ছয় নম্বরে রয়েছেন ভিদিত।

দুই ভারতীয় মহিলা দাবাড়ু পঞ্চম রাউন্ডের ম্যাচ শেষ করলেন অমীমাংসিত অবস্থায়। রমেশবাবু বৈশালী ড্র করলেন ইউক্রেনের অ্যানা মুজয়াচুকের বিরুদ্ধে। ২.৫ পয়েন্ট নিয়ে তিনি রয়েছেন পয়েন্ট তালিকায় পাঁচ নম্বরে। কোনেরু হাম্পিও এদিন জিততে পারেননি। তিনি ড্র করেন আলেকজান্দ্রা গোরয়াকচিনার বিরুদ্ধে। হাম্পি এই নিয়ে পরপর চারটি ম্যাচ ড্র করলেন। পয়েন্ট তালিকার সর্বনিম্ন স্থানে রয়েছেন তিনি। তাঁর দখলে দুই পয়েন্ট।

বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচের প্রস্তুতিতে জনি কাউকো। বুধবার।

বাগানের আজ মরণবাঁচন ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ এপ্রিল : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ফুটবলাররা পাঞ্জাব এফসি ম্যাচের আগে জানিয়েছিলেন, শেষ তিনটি ম্যাচকে তাঁরা ফাইনাল ধরে মাঠে নামবেন। গত ম্যাচে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে জয় পেয়েছিল সবুজ-মেরুন শিবির। বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে 'দ্বিতীয় ফাইনাল' খেলতে নামছেন মনবীর সিংরা। শিল্ড ঘরে তুলতে হলে এদিন জেতা ছাড়া কোনও রাস্তা নেই দিমিত্রিস পেত্রাতোসদের সামনে। এই ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট মানে শিল্ড জয়ের স্বপ্নের সলিলসমাধি ঘটবে। বুধবার পাঞ্জাবের কাছে হেরে ইস্টবেঙ্গলের প্লে-অফের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। মোহনবাগান কি পারবে তাদের শিল্ড জয়ের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে? এটাই এখন বড় প্রশ্ন। প্রতিপক্ষ বেঙ্গালুরুর প্লে-অফে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। কিন্তু তাতেও চিন্তা কাটছে না মোহনবাগান টিম ম্যানেজমেন্টের। এমনিতেই অসুস্থতার জন্য দলের সঙ্গে যাননি কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। ফলে সহকারী কোচ ম্যানুয়েল পেরেজকেই ডাগআউটে দেখা যাবে। তার ওপর কার্ড সমস্যায় এই ম্যাচে নেই দীপক টাংরি। ফলে বাগানের কাজটা বেশ কঠিন হতে চলেছে। সহকারী কোচ ম্যানুয়েল অবশ্য বলেছেন, 'আমি আগেও বলেছিলাম, তিনটি ম্যাচ জিততে হবে। পাঞ্জাবকে হারিয়েছে। এবার বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে খেলব। আমাদের ওপর চাপ রয়েছে। তবে এই চাপ থাকাটা ভালো। ছেলেরা এই চাপ কীভাবে সামলাতে হয় তা জানে। বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ৩ পয়েন্ট চাই।'

প্রতিপক্ষ বেঙ্গালুরুকে দারুণ গুরুত্ব দিচ্ছেন ম্যানুয়েল। তিনি বলেছেন, 'ম্যাচটা খুব কঠিন হতে চলেছে। দলে সুনীল ছেত্রী, নিখিল পূজারি, চিংলেসানা সিং, সুরেশ সিং ওয়াংজামের মতো ফুটবলার রয়েছে। তবে আমরা জানি কীভাবে ওদের বিরুদ্ধে পেতে হবে।'

সাম্প্রতিক সময়ে মোহনবাগানে খেলে যাওয়া দুই বিদেশি জাভি হার্নান্ডেজ ও স্লাভকো ডামজানোভিচ বাগানের জয়ের পথে কাঁটা হয়ে উঠতে পারেন। অবশ্য মোহনবাগানকে স্বস্তি দেবে দিমিত্রির ছন্দে থাকা। গতবছর বেঙ্গালুরুকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। সেই ম্যাচের নায়ক দিমি এই ম্যাচেও বাগানের তুরুপের তাস হতে চলেছেন।

আইএসএলে আজ

বেঙ্গালুরু এফসি বনাম **মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট**

স্থান : বেঙ্গালুরু
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেলে ও জিও সিনেমায়

'স্পিনারদের অপেক্ষাতেই সাফল্য'

মুল্লানপুর, ১০ এপ্রিল : নীতীশ কুমার রেড্ডি।

গুগল সার্চ ইঞ্জিনে গতকাল থেকে নামটা নিয়ে উৎসাহের ঢেউ। প্রত্যাশিত। দুরন্ত ব্যাটিংয়ের পর কার্যকর বোলিং। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-পাঞ্জাব কিংস উত্তেজক ম্যাচে ব্যবধান গড়ে মূল্যবান ২ পয়েন্ট এনে দিয়েছেন প্যাট কামিন্সদের।

বন্দরনগরী ভাইজাগের ছেলে। অন্ধ্রপ্রদেশের ক্রিকেটার। চেন্নাই সুপার কিংসের অনুশীলনে মহেন্দ্র সিং ধোনিদের প্র্যাকটিসে নেট বোলারের দায়িত্বও সামলেছেন। ২০২৩-এর নিলামে ২০ লক্ষের বেস প্রাইসে নীতীশকে নেয় সানরাইজার্স। চলতি লিগে নিজের দ্বিতীয় ম্যাচে যাঁর অলরাউন্ড-শোয়ে (৬৪ রান ও ১ উইকেট) পাঞ্জাব-বধ।

নীতীশ বলেছেন, 'নিজের ওপর বরাবরই বিশ্বাস ছিল। সিমাররা দারুণ বল করছিল। তাই স্পিনারদের জন্য অপেক্ষা করেছি। স্পিন আসতেই আক্রমণের রাস্তা বেছে নিই। দলের সাফল্যে সবসময় অবদান রাখতে চেয়েছি। আমার কাছে এই সাফল্যের গুরুত্ব অনেক। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং প্রতিটি বিভাগেই সাফল্যটা ধরে রাখতে চাই।'

সানরাইজার্সের প্রাক্তন কোচ ব্রায়ান লারার দাবি, নীতীশের পারফরমেন্স পরিশ্রম, দক্ষতার ফসল। বলেছেন, 'গতবার কোচ হিসেবে ওকে সামনে থেকে দেখেছি। অসম্ভব প্রতিভাবান। নেটে অসম্ভব পরিশ্রম করত। নীতীশকে খেলানো নিয়ে প্রচুর আলোচনা করেছি। যদিও সবকিছু ঠিকঠাক যায়নি। ভালো লাগছে, এরকম দলে জায়গা পেয়ে ওকে এরকম খেলতে দেখে।'

মায়াঙ্ক আগরওয়ালের চোট দরজা খুলে দেয়। অভিষেক শর্মাকে দিয়ে ওপেন করিয়ে চার নম্বরে নীতীশ। সুফল হাতেনাতে। লারার কথায়, 'সবে অষ্টম টি২০ ম্যাচ। অনভিজ্ঞ হলেও প্রতিভার অভাব নেই। স্কিল যে রয়েছে তা দেখিয়েছে। সাফল্যটা ফ্লুক নয়। গোটা ইনিংসেই ক্রিকেটীয় শট খেলল। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি খুব ভালো ফিল্ডিং এবং কার্যকর বোলারও।'

ভুবনেশ্বর কুমার আবার খুশিতে ভাসছেন শিখর ধাওয়ানকে ফাঁদে ফেলে আউট করে। হায়দরাবাদের অভিজ্ঞ পেসার বলেছেন, 'হেনরিচ ক্লাসেনকে (উইকেটকিপার) বলি শিখর বারবার ক্রিজ ছেড়ে এগিয়ে এসে শট খেলছে। উইকেটের বাইরে বল রাখব। বাকি কাজটা ক্লাসেন সেরে নেয়।' জয় অবশ্য সহজে আসেনি। পাঞ্জাবের নবাগত তারকা শশাঙ্ক সিং ফের চমকপ্রদ ব্যাটিংয়ে প্রায় দলকে জিতিয়েও দিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত ২ রানে জিতে স্বস্তি হায়দরাবাদের। ভুবির মতে, টি২০ ম্যাচে এটাই মজা। শেষ ২ ওভারেও উইকেট বদলে গিয়েছিল। এরকম উত্তেজক ম্যাচে জয় স্বস্তির।

বলছেন নীতীশ

ইঙ্গিত প্রধান নির্বাচক আগরকারের

বিরাটকে রেখেই বিশ্বকাপের দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ এপ্রিল : সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না!

বিরাট কোহলিকে নিয়ে তিনি প্রথমবার মুখ খুললেন। জানালেন তাঁর ভাবনার কথা। ইঙ্গিতও দিলেন অনেক কিছুর। কিন্তু স্পষ্টভাবে কিছুই বললেন না জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার।

জুন মাসে আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপে ভারতীয় দল ঘোষণা হওয়ার কথা ৩০ এপ্রিল অথবা ১ মে। সেই স্কোয়াডে কি কোহলি থাকবেন? বেশ কিছুদিন ধরে কুড়ির বিশ্বকাপের স্কোয়াডে বিরাটের সুযোগ পাওয়া নিয়ে আলোচনা চলছে। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের একাংশ কোহলিকে ছাড়াই কুড়ির বিশ্বকাপে খেলবে টিম ইন্ডিয়া, এমন প্রতিবেদনও প্রকাশ করেছে। যা সামনে আসার পর ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা বিসিসিআই সচিব জয় শা-র সঙ্গে আলোচনা করেন। পরে জানিয়ে দেন, বিশ্বকাপের স্কোয়াডে বিরাটকে চান তিনি।

টিম ইন্ডিয়ার সর্বাধিনায়কের মন্তব্য সামনে আসার পরও কোহলি নিয়ে জল্পনা থামেনি। বরং ব্যক্তিগত কারণে ক্রিকেট থেকে দূরে থাকার পর চলতি আইপিএলে বিরাটের প্রত্যাবর্তনের পর থেকে তাঁকে নিয়ে জল্পনা এখন চরমে। সঙ্গে রয়েছে সমালোচনাও। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে ব্যাট হাতে পাঁচ ম্যাচে বিরাট ইতিমধ্যেই ৩১৬ রান করে ফেলেছেন। যার মধ্যে একটি শতরানও রয়েছে। যদিও কোহলির ব্যাটিংয়ের স্ট্রাইক রেট নিয়ে চলছে সমালোচনা। আধুনিক টি২০ ক্রিকেটের জন্য বিরাটের স্ট্রাইক রেট কতটা সঠিক, তা নিয়ে নানা মন্তব্য শোনা যাচ্ছে। এমন অবস্থার মধ্যে বোর্ডের তরফে কোহলির সঙ্গে কথা বলে তাঁর মনের কথা জানার দায়িত্ব পাওয়া জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান আগরকার মুখ খুলেছেন আজ। সরাসরি খোলসা করে কিছু না বললেও কোহলিকে রেখে ভারতের বিশ্বকাপ স্কোয়াড ঘোষণার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে তাঁর কথায়। আগরকার বলেছেন, 'বিরাট ভারতীয় ক্রিকেটের আইকন। ক্রিকেটের জন্য আদর্শ দৃষ্টান্ত ও। ও এমন একজন ক্রিকেটার যে, নির্দিষ্ট মান তৈরি করেছে। ১৫ বছরেরও বেশি ক্রিকেট জীবনে সবসময় নিজেকে ফিট রেখেছে। কোহলির ফিটনেস তরুণ প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণা।'

দল ঘোষণা হয়তো ৩০ এপ্রিল অথবা ১ মে

বিরাটকে কি দেখা যাবে টি২০ বিশ্বকাপের আসরে? রোহিতের দলে তিনি কি থাকবেন? আগরকার সরাসরি জবাব এড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ক্রিকেটারদের ফিটনেস নিয়ে বরাবরই গুরুত্ব দেয়। আর সেই ফিটনেসের সেরা উদাহরণ কোহলি। এখনও নিয়মিতভাবে নিজের ফিটনেসের মানের উন্নতি করছে ও। কোহলির জন্য তরুণ প্রজন্মের ক্রিকেটারদের মধ্যে ফিটনেস নিয়ে আলাদা একটা প্যাশন তৈরি হয়েছে।' আগরকার একবারের জন্যও বলেননি যে, বিরাটকে কুড়ির বিশ্বকাপে দেখা যাবে কি না। কিন্তু যেভাবে তিনি বিরাট বন্দনায় মজেছেন, প্রাক্তন ভারত অধিনায়ককে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে আগামী প্রজন্মের জন্য উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছেন, তারপর কোহলি জুন মাসে নির্ধারিত থাকা টি২০ বিশ্বকাপের স্কোয়াডে না থাকলেই অবাক হবে ক্রিকেট দুনিয়া।

ভারতীয় দলের বোলিং কোচ পরশ মামব্রেও আজ কোহলি বন্দনায় ডুব দিয়েছিলেন। মুম্বইয়ে এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে কোহলিকে ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বকালের অন্যতম সেরা আখ্যা দিয়েছেন তিনি। পরশের কথায়, 'আধুনিক ক্রিকেট নিয়ে কোনও আলোচনা হলে বা প্রসঙ্গ এলে একটাই নাম সবার আগে মনে আসে আমার। সেটা হল বিরাট। আমি বিশ্বাস করি, ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বকালের অন্যতম সেরা ও।'

তাই অপেক্ষা এখন শুধু সরকারি ঘোষণার।

অপরাজেয় তকমা হারাল রাজস্থান

রাজস্থান রয়্যালস-১৯৬/৩
গুজরাট টাইটান্স-১৯৯/৭

জয়পুর, ১০ এপ্রিল : চারে চার করার পর টানা পঞ্চম জয়ের পথেই ছিল রাজস্থান রয়্যালস। শেষ ২ ওভারের অনিয়ন্ত্রিত বোলিং আর রশিদ খান (১১ বলে অপরাজিত ২৪) ও রাহুল তেওয়াটিয়ার (১১ বলে ২২) দাপটে চলতি আইপিএলে রাজস্থান অপরাজিত তকমা হারাল। আবেশ খানকে শেষ বলে মারা বাউন্ডারিতে গুজরাট টাইটান্স ৭ উইকেটে ১৯৯ রানে পৌঁছে যায়। একইসঙ্গে রাজস্থান অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনের প্রথম ২ ওভারে ৮ রান খরচ করার পরও ট্রেন্ট বোল্টকে আর বল না দেওয়ার সিদ্ধান্তও অবাক করেছে।

শেষ বলে গুজরাট টাইটান্সকে জয় এনে দিয়ে রশিদ খান।

গুজরাটের হয়ে মঞ্চ সাজানোর কাজটা করেন অধিনায়ক শুভমান গিল (৪৪ বলে ৭২)। বি সাই সুদর্শনের (৩৫) ওপেনিং জুটিতে সতর্কভাবে শুরু করেও তাঁরা ৬৪ রানে পৌঁছে যান। কিন্তু সুদর্শনকে নবম ওভারে কুলদীপ সেন (৪১/৩) আউট করতেই খেই হারায় গুজরাট ব্যাটিং। ফিরে যান ম্যাথু ওয়েড (৪), অভিনব মনোহর (১)। উলটোদিকে নিয়মিত মুখ বদলালেও শুভমান দলকে লড়াইয়ে রেখে দিয়েছিলেন।

এর আগে রিয়ান পরাগ (৪৮ বলে ৭৬) ও অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনের (৩৮ বলে অপরাজিত ৬৮) ব্যাটে ভর করে ১৯৬/৩ স্কোরে পৌঁছায় রাজস্থান। বৃষ্টির জন্য এদিন ১০ মিনিট দেরিতে খেলা শুরু হয়। পিচের আর্দ্রতার সুবিধা নিতে টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন গুজরাট অধিনায়ক শুভমান। রাজস্থান ব্যাটিংয়ে এদিন নজর ছিল যশস্বী জয়সওয়ালের দিকে। গত চার ম্যাচে মাত্র ২৯ রান করা যশস্বী প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে শুরুটা ভালো করেছিলেন। কিন্তু উমেশ যাদবের বলে জঘন্য শটে আউট হন যশস্বী (২৪)। গত ম্যাচের শতরানকারী জোশ বাটলারও (৮) সুবিধা করতে পারেননি। ৪২/২ থেকে খেলা ধরেন রিয়ান-সঞ্জু। তাঁদের ৭৮ বলে ১৩০ রানের জুটিতে একে অপরের পরিপূরক ছিলেন তাঁরা। সঞ্জু শুরটা করেন অ্যাঙ্কর রোলে। তিনটি চার ও পাঁচটি ছয়ে ইনিংস সাজান রিয়ান। এই সময়টা নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে রশিদ (১৮/১) ম্যাচে গুজরাটের রাশ আলগা হতে দেননি। দিনের শেষটা তিনি করেন ব্যাট হাতে দলকে জয় উপহার দিয়ে।

নীরজ নামছেন নুরমিতে

তুর্কু, ১০ এপ্রিল : জুলাইয়ে প্যারিস অলিম্পিকের আগে জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়া নামতে চলেছেন ফিনল্যান্ডের পাভো নুরমি গেমসে। একদিনের এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ১৮ জুন। এখানে নীরজের মূল প্রতিপক্ষ হতে চলেছেন ১৯ বছরের জার্মান তরুণ ম্যাক্স দেহনিং। গত ফেব্রুয়ারিতে জার্মান উইন্টার থ্রোয়িং চ্যাম্পিয়নশিপে তিনি ৯০.২০ মিটার জ্যাভলিন ছুড়ে আলোড়ন ফেলে দেন। সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে ৯০ মিটার ছোড়ার রেকর্ড এখন ম্যাক্সের দখলে। আয়োজকরা জানিয়েছেন, 'অলিম্পিকের আগে এক তীব্র প্রতিযোগিতামূলক মিট আয়োজন করাই আমাদের লক্ষ্য'। ২০২২ সালে পাভো নুরমিতে রুপো জিতেছিলেন নীরজ। ছুড়েছিলেন ৮৯.৩০ মিটার।

প্লে-অফে নেই ইস্টবেঙ্গল

পাঞ্জাব এফসি-৪
(জর্ডন-২, তালাল ও মাজসেন)
ইস্টবেঙ্গল-১ (সায়ন)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ এপ্রিল : গত তিনবারের ব্যর্থতা কাটিয়ে স্বপ্নরাজ্যে পৌঁছানো হল না ইস্টবেঙ্গলের।

লিগের শেষদিকটায় যখন বারবার সুপার সিক্সের দৌড়ের কাছাকাছি এসে পড়েছে কার্লোস কোয়াদ্রাতের দল, তখন উদ্বেলিত হয়েছেন সমর্থকরা। আশায় বুক বেঁধেছেন, অবশেষে হয়তো এবার হবে। কিন্তু এদিন যেভাবে আত্মসমর্পণ লাল-হলুদ ব্রিগেডের সেটা বোধহয় তাঁরাও মানবেন যে, এ একেবারেই বাঙালচিত লড়াই নয়। পাঞ্জাব এফসি-র ৪-১ গোলে জয়ে, তাদের কৃতিত্ব নিশ্চয় আছে। কিন্তু বড্ড চোখে লেগেছে ইস্টবেঙ্গলের অসহায় অত্মসমর্পণ।

ম্যাচের শুরুটাই যেন বুঝিয়ে দেয়, দিনটা ইস্টবেঙ্গলের নয়। এত দ্রুত গোল খাওয়াটা যথেষ্ট চাপের ছিল। ১৯ মিনিটে গোল উইলিয়াম জর্ডনের। অভিষেক সিংয়ের মাইনাস থেকে নিখুঁত প্লেসিংয়ে ১-০ করেন তিনি। আর মাদি তালালের গোলটা একেবারেই কমলজিৎ সিংয়ের ভুলে। অত্যন্ত কঠিন কোণ থেকে দ্বিতীয় পোস্টে তিনি যখন বলটা রাখছেন তখন কমলজিৎ হাঁটু গেড়ে বসে। কেন যে কোয়াদ্রাত সারা মরশুমে তাঁকে খেলাননি, পরিষ্কার। বক্স স্ট্রাইকার কেমন হয়, এদিন সেটা বারবার বোঝালেন জর্ডন। তাঁর দ্বিতীয় গোল তালালের ক্রস থেকে। বক্সের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে কমলজিৎকে দাঁড় করিয়ে বাঁ পায়ের শটে। এই সময়ে ডিফেন্সও দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে। শুরুটা ভালো করলেও হিজাজি মাহেরের পারফরমেন্স গ্রাফ পড়েছে। আর এদিন তো এতই খারাপ যে তাঁকে বসিয়ে দিতে হল ৬৩ মিনিটেই। গোল হল চারটি। হতে পারত আরও কয়েকটা। ৬৯ মিনিটে লুকা মাজসেনের গোলের বলও তালালের বাড়ানো। এই মিডফিল্ডার যদি শেষপর্যন্ত সত্যিই ইস্টবেঙ্গলে আসেন তাহলে তিনি সম্পদ হতে পারেন দলের।

সুপার সিক্সে চেন্নাইয়ান

ইস্টবেঙ্গলের একমাত্র গোল সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রিজার্ভ দল থেকে এসে সিনিয়ার দলে এই বয়সেই খেলাটা যথেষ্ট কৃতিত্বের। বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া বাঁ পায়ের শটে তাঁর গোল শোধ করাটা অসাধারণ বললে কম বলা হয়। নিজেকে ধরে রাখতে পারলে এই ছেলেটির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তবে তার জন্য আরও পরিশ্রম করতে হবে। এই গোলটা ছাড়া আর প্রশংসা করার মতো কিছুই নেই ইস্টবেঙ্গলে। ক্লেইটন সিলভাকে এদিন সারা ম্যাচে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই বয়সে হরমনজ্যোৎ সিং খাবরাকেও যে স্টপারে চলে না, তা আবারও বোঝা গেল। ইস্টবেঙ্গলের হারের সঙ্গে সঙ্গেই ২৭ পয়েন্ট পাওয়া চেন্নাইয়ান এফসি-র সুপার সিক্সে ওঠা পাকা হয়ে গেল।

ইস্টবেঙ্গল : কমলজিৎ, নীশু, হিজাজি (ফেলিসিও), রাকিপ, খাবরা, সাউল, ভাস্কুয়েজ (প্যানটিচ), মহেশ (মহিতোষ), সায়ন (শ্যামল), ক্লেইটন ও বিষ্ণু (আমন)।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন হাওড়া-এর এক বাসিন্দা

লটারির 88J 67544 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এটি আমার এবং আমার পরিবারের জন্য একটি আকর্ষণীয় খবর হয়ে উঠেছে। এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার কথা আমরা কখনও কল্পনাও করিনি। ডিয়ার লটারি থেকে আমি যে বিশাল পুরস্কার পেয়েছি তার কারণে আমাদের জীবন সত্যিই বদলে গেছে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, হাওড়া - এর এক বাসিন্দা সুকান্ত কুইলা - কে 18.01.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক

জল বিরতিতে কার্লোস কোয়াদ্রাতের দেওয়া টিপসেও জয় অধরা ইস্টবেঙ্গলের।

জয়ী সিন্ধু, হার শ্রীকান্ত-লক্ষ্যর

বেজিং, ১০ এপ্রিল : এশিয়া ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে শুরুটা ভালো হল না ভারতের। পুরুষদের সিঙ্গলস থেকে প্রথম রাউন্ডে বিদায় নিলেন লক্ষ্য সেন, কিদাম্বি শ্রীকান্ত ও প্রিয়াংশু রাজাওয়াত। তবে ভারতকে আশার আলো দেখালেন পিভি সিন্ধু। তিনি দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন। লক্ষ্য চিনের শাটলার শি ইউ কুইয়ের কাছে ১৯-২১, ১৫-২১ পয়েন্টে হারেন। ইন্দোনেশিয়ার অ্যান্টনি গিন্টিংয়ের কাছে ১৪-২১, ১৩-২১ পয়েন্টে হার শ্রীকান্তের। প্রিয়াংশু ৯-২১, ১৩-২১ পয়েন্টে মালয়েশিয়ার লি জি জিয়ার কাছে হেরেছেন। মহিলাদের সিঙ্গলসে সিন্ধু মালয়েশিয়ার গোহ জিনকে ১৮-২১, ২১-১৪, ২১-১৯ পয়েন্টে হারিয়েছেন। ওয়াকওভার পেয়েছেন অশ্বিনী পোনাপ্পা-তানিশা ক্রাস্টো। সিন্ধু জিতলেও অপর দুই ভারতীয় শাটলার আকর্ষী কাশ্যপ ও মালবিকা বানসোদ বিদায় নিয়েছেন। কোরিয়ান শাটলার সিন ইউ জিনের কাছে ১৮-২১, ১৯-২১ ফলে পরাজিত হয়েছেন।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in